সুরাপান

বা

বিষপান।

কলিকাতা আশাদলের জনৈক সভ্য কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

A
HAND-BOOK OF TEMPERANCE.

EDITED AND PUBLISHED BY
A MEMBER OF THE CALCUTTA
BAND OF HOPE.

To those who desire to spread Temperance Principles, Literature is the most silent, but one of the most powerful means.—CANNON FLEMMING.

কলিকাতা,—৭৫ নং কর্‌নোয়ালিস্‌
হেরল্‌ড্‌ মেসিন্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সন। ইং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ১৲ ভাল কাগজে ১।৹

মোটা মলাটে বাঁধান ১।৹, সুন্দর রূপে চামড়ার বাঁধান ১৸৹

উৎসর্গ পত্র।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর

মহোদয় শ্রীচরণেষু।

হে মহাত্মন্ !

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজকাল অনেক কৃতবিদ্য হিন্দুনামধারী ব্যক্তি মদ্যপান প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপে লিপ্ত থাকিয়াও কোন প্রকার সামাজিক শাসনে দণ্ডিত হইতেছেন না, ও কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ কপটভাবে সম্পন্ন করিয়াই হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। তাঁহারা আপনার অকপট ধর্ম্মসাধনা ও যথার্থ সাধুজীবন স্মরণ করিয়া, সুরাপান প্রভৃতি পাপাচরণ হইতে বিরত থাকুন, এবং অকপট অন্তঃকরণে ধর্ম্ম-নিয়ম পালন করিতে যত্ন করুন, এই উদ্দেশে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম।

বিনয়াবনত

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাক।

সূচীপত্র।

ভূমিকা।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মদ্যপানে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, অথচ মদ্যপানের বিবিধ ক্ষতি ও তাহা নিবারণের উপায়, সাধারণকে ও বালকবালিকাদিগকে জ্ঞাত করিবার জন্য, এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় একখানিও রীতিমত পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তত আবশ্যক বিবেচনা করেন না। শ্রীযুক্ত ডাক্তর ভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত "মদিরা" নামক পুস্তক খানি সুন্দর হইলেও জনসাধারণের পক্ষে কিছু কঠিন। ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের "মদ খাওয়া বড় দায়," ৺প্যারীচরণ সরকারের "সুরা-পানের ফল," ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "মাদক সেবনের অবৈধতা" প্রভৃতি যে কয়েকখানি পুস্তক এসম্বন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল, হয় তাহা দুষ্প্রাপ্য, নতুবা আজকালের অনুপযোগী। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" ২য় ভাগের "সুরাপান" বিষয়ক প্রস্তাবটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

আমি বাল্যকালে সুরাপানকে তত অনিষ্টকর বলিয়া জানিতাম না। সময়ে সময়ে পথিমধ্যে কোন মাতালকে দেখিলে, তাহাকে কৃপার পাত্র বিবেচনা না করিয়া, বরং উপহাসের উপযুক্ত বলিয়াই বুঝিতাম। কিন্তু তৎকালে "বিষবৈরী" নামক সংবাদপত্র পাঠ করিয়া, সুরার প্রতি আমার বিশেষ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে।

বোধ হয়, যদি ঐ সময়ে ঐরূপ পত্র বাহির না হইত, তাহা হইলে আমি একজন প্রকৃত মদ্যপায়ী হইয়া যাইতাম। সেই অবধি আমার মনে এই এক ভাবের উদয় হয় যে, হয়ত এমন অনেক বালক আছে, যাহারা মদ্যপানের ক্ষতি ভালরূপ না জানিয়া, পরিমিতপানরূপ আবর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে পারে। আমি জানি, অনেক বয়স্ক মদ্যপায়ী এরূপ পুস্তক গ্রাহ্য করে না; কিন্তু ইহাও জানি, যে অনেক সুবোধ, হৃদয়বান্ বালক-বালিকা এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিলে, তাহাদের মনে সুরার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইবে। পরিমিতপায়ী ও মাতালকে অপায়ী করিবার জন্য পুস্তক পাঠ করান ভিন্ন যে বিবিধ প্রকৃষ্ট উপায় আছে, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে। আমাদের দেশে সুরাপান নিবারণের যতদূর চেষ্টা করা উচিত, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়নরূপ কার্য্য তাহার সহস্রাংশেরও একাংশ নয়; তথাপি আমার এই বিশ্বাস যে, ইহাদ্বারা যৎ সামান্য উপকার সাধিত হইলেও হইতে পারে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম, এবং ৺প্যারীচরণ সরকার বহুদিন পূর্ব্বে মাদক-সেবনরূপ বৃক্ষের যে চিত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাই 'বিষবৃক্ষ' নাম দিয়া, কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের মত সম্বলিত, পুনর্মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সাধারণের সাহায্য না পাইলে, মাদক-নিবারণরূপ পবিত্র কার্য্যে যে আমি একাকী আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এরূপ ভরসা করি না। যদি এই পুস্তক হইতে কিছু লাভ হয়, তবে তাহা এই সৎকার্য্যেই ব্যয় করিব। অতএব যাঁহারা আমার প্রতি বিশ্বাস

ও অনুগ্রহ করিয়া যাহা সাহায্য করিবেন, আমি তাহাই কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব।

আমি কিছুদিন যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া লণ্ডনের "National Temperance Publication Depôt" এবং নিউইয়র্কের "National Temperance Society and Publication House" নামক পুস্তকালয় হইতে কতকগুলি পুস্তক আনাইয়া, এতদ্ভিন্ন অনেক সংবাদপত্র, পুস্তিকা ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগের মধ্য হইতে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি এবং নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবসমূহ এই পুস্তকে সাজাইয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া যদি অন্ততঃ একজন লোকও মদ্যপান ত্যাগ করেন, তাহা হইলেও আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। পরিমিত-পান ভাল এবং বিলাত ও অমেরিকাবাসীরা সকলেই মদ খায় ও তাহাদিগের মদ্যপান ত্যাগ করা উচিত নয়; কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীদিগের মন হইতে এই ভ্রম, আমার গ্রন্থের সাহায্যে কিছুমাত্র দূর হইলেও, আমার শ্রম সফল মনে করিব।

এই পুস্তক খানি সুরাপান সম্বন্ধীয় এক খানি উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব মোচন করিতে পারিবে না বটে, কিন্ত আমি আশা করি যে, ভবিষ্যতে আমা অপেক্ষা উপযুক্ত লেখকগণ এ সম্বন্ধে, এবং গাঁজা, গুলি, আফিম, তামাক প্রভৃতি অন্যান্য নেশা সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিবেন। আমি আরও আশা করি, এসম্বন্ধে বিদ্যালয়-সমূহে পাঠোপযোগী সরল ভাষায় ২।৪ খানি পুস্তক শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। এরূপ পুস্তক বিক্রীত বা বিতরিত হইয়া গৃহে গৃহে পঠিত হওয়া উচিত। দেশহিতৈষী ধনবানদিগকে

এরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইচ্ছা আছে, ত্বরায় এই পুস্তকের মূল মর্ম্ম লইয়া ক্ষুদ্র আকারের এক পুস্তিকা ছাপাইয়া অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিব। আরও ইচ্ছা আছে যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে মদ্যপান-জনিত রোগের আয়ুর্ব্বেদ, য়্যালোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী প্রভৃতি মতে চিকিৎসা-প্রকরণ, কতকগুলি ঘোরতর মাতালের আশ্চর্য্য মদ্যপান ত্যাগের দৃষ্টান্ত, প্রভৃতি অনেক নূতন ও জ্ঞাতব্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সন্নিবেশিত করিব। তন্ত্রাদিতে যে মদ্যপানের বিধি আছে, তাহা যে সাধারণ লোককে আমোদ বা স্বাস্থ্যের উদ্দেশে পান করিতে আদেশ করিতেছে না, কিন্তু কেবলমাত্র লোক-বিশেষকে কতকগুলি সাধন উপলক্ষে মদ্য-বিশেষ পান করিতে উপদেশ দিতেছে,; এবং বৈদ্যশাস্ত্রে যে মদ্যের অশেষ সদ্‌গুণের বিষয় উল্লিখিত আছে, সেই সকল মদ ও আজকালের মদের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে; এতদ্ভিন্ন পান-মত্ততা দমন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল আইন প্রচলিত করা হইয়াছে ও তাহার দ্বারা কতদূর সুফল ফলিয়াছে; এইবার সেই সকল বিষয় মীমাংসা করিবার সুবিধা হইল না। জন সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইলে, পরে তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। জানি না, এবিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

অর্থলাভ করিবার জন্য এ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা যে, যেন তাঁহারা তাঁহাদের পাঠকপাঠিকাদিগকে এ পুস্তক পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন।

কতকগুলি লোকের এই এক ধারণা আছে যে, মাতাল এবং

অপায়ীদিগের জন্য এরূপ পুস্তক প্রকাশের কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ মাতালেরা ইহা গ্রাহ্য করিবে না, এবং অপায়ীরা যখন ক্ষতি জানিয়াই পান করে না, তাহাদের ইহা পাঠ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু আমার এই বিশ্বাস যে, মাতালেরা নেশার অবস্থা দূর হইলে ও মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে, পান-নিবারক পুস্তক পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিলেও করিতে পারে; এবং বহু-সংখ্যক অপায়ী ব্যক্তি, যাঁহারা সুরাপানের অপক্ষতি জানিয়া পান করেন না, অথচ পরিমিত পানকে দোষাবহ মনে করেন না, এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুরাপান আদৌ অনুচিত, এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন।

যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের ভ্রম দেখাইবেন কিম্বা দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য নূতন নূতন বিষয় জ্ঞাত করিবেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতপাশে বদ্ধ থাকিব।

এই পুস্তকে লিখিত "বিলাত" শব্দে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড; এবং "মদ", "মদ্য", বা "সুরা" শব্দে অরিষ্ট, আসব, শীধু স্পিরিট, ওয়াইন, বিয়র প্রভৃতি সকল প্রকার উত্তেজক, বিষাক্ত ও মাদক পানীয় মদিরা; এবং "পায়ী" শব্দে মদ্যপায়ী বা সুরাপায়ী, ও "পান" শব্দে মদ্যপান বা সুরাপান বুঝিতে হইবে।

কোন কারণে ভাষা ও মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে কতকগুলি দোষ ঘটি-য়াছে, তথাপি, আমি জনসাধারণকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। কারণ, সুরাপান-নিবারণরূপ দেশের এক অতি হিতকর কার্য্যের বিষয় যত আলোচিত হয়, ততই মঙ্গল, এবং এই পুস্তকের ভিন্ন

ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সমাবেশ থাকায়, কোন কোন অধ্যায় ব্যক্তিবিশেষের রুচির অনুরূপ হইলেও হইতে পারে।

পুস্তক বৃহৎ হইলে মূল্য অধিক হইবে ও অনেকের পাঠ করিতে ধৈর্য্য থাকিবে না, এই ভয়ে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল, এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিতে পারিলাম না। এই পুস্তকের অনেক অংশ অনেক বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ সে সকল উল্লেখ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখ করিব।

অবশেষে, জনসাধারণের নিকট বিনীতভাবে অনুরোধ যে, তাঁহারা সুরাপান হেতু আমাদিগের সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষতির বিষয় চিন্তা করিয়া, অনতিবিলম্বে সুরাপান, বিষপানের তুল্য কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করেন; এবং একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, বিবেকের আদেশানুসারে কার্য্য করেন।

সন ১২৯৫ সাল।
১০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট,
বিডন্‌স্কোয়ার পোষ্ট আপিস,
কলিকাতা।

শ্রীজ্ঞান চন্দ্র বসাক।

সুরাপান বা বিষপান।
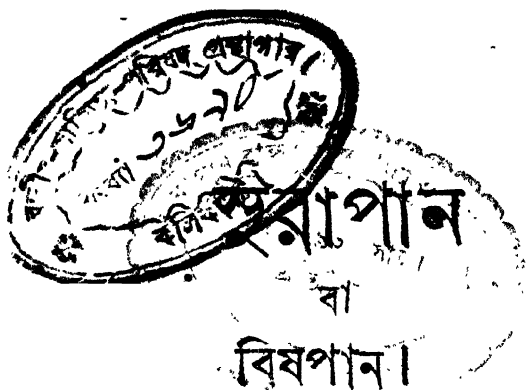
সুরাপানের সাধারণ ক্ষতি।

সুরাপান করিলে, যত প্রকার শারীরিক রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার তালিকা লিখিলে, এক খানি পুস্তিকা হইতে পারে; এবং কিরূপে সেই সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারও বিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে, এক খানি বৃহদাকার পুস্তক হইয়া পড়ে। সেই-রূপ মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এক এক খানি পুস্তিকা মুদ্রিত করা যায়। কিন্তু এই পুস্তকের আকার বৃহৎ হইবে, এই ভয়ে অতি সংক্ষেপে প্রধান প্রধান কতকগুলি ক্ষতির উল্লেখ করিতেছি।

শারীরিক ক্ষতি।

হৃদরোগ। মৃগী। উদরী। লালার দোষ। বাত। পক্ষাঘাত। ঘা, ফোড়া, চুলকানি ইত্যাদি। পতন, অগ্নিদাহ, জলমগ্ন প্রভৃতি আকস্মিক বিপদ্। অরুচি। অজীর্ণ। বমন। জ্বর।

প্লীহার পীড়া। অম্ল। বহুমূত্র। গাত্রদাহ। ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শন। অনিদ্রা। ওলাউঠা। যকৃতের সঙ্কোচ। শিরঃপীড়া। নেত্ররোগ। উন্মাদ। ভীষণ কম্প। জীবনী শক্তির ক্ষয়। অকাল মৃত্যু।

অতিরিক্ত মাত্রায় এবং অধিক দিন পর্য্যন্ত মদ্যপান করিলে, সাধারণতঃ যকৃতে প্রদাহ উপস্থিত হইয়া পুঁযে পরিণত হইতে পারে; বৃক্ক সম্বন্ধীয় শূল (renal colic) রোগ হইতে পারে; এবং পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ উপস্থিত হইয়া শূল, উদরাময়, আমাশয় ও রক্তআমাশয় রোগ জন্মিতে পারে।

মদ্যপানে প্রথমে জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই উত্তেজনা পরিশেষে অবসাদন আনয়ন করিয়া পুরুষত্ব নষ্ট করে।

স্ত্রীলোকেরা মদ্যপান করিলে, প্রায় বন্ধ্যা হয়।

সুরাপান করিলে,চক্ষুর জ্যোতিঃ ক্ষীণ হইয়া যায় ও চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে; মুখের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট হয় এবং মুখ স্ফীত ও কদাকার হয়; হস্তপদ দুর্ব্বল ও কম্পযুত হয়; সোজা হইয়া চলিতে পারা যায় না, টলিতে হয়; এবং রক্ত নিস্তেজ ও বিষাক্ত হইয়া রোগ ও মৃত্যুর বীজ রোপিত হয়।

মস্তিষ্ক উত্তেজিত ও নিস্তেজ হয়; বিচার শক্তি নষ্ট হয়; ইন্দ্রিয় ভোগলালসা ও ভাবের আবেগ বৃদ্ধি হয়; এবং পাশব প্রবৃত্তিসমুদয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

মাতালের মুখ, নাসিকা ও দেহ হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়।

মদ্যপান করিলে, রক্ত উত্তেজিত হওয়াতে, ত্বক্ এত উষ্ণ [illegible] যদি অতিশয় গরম না থাকে, তাহা হইলে, শীতল

বায়ু দেহের উত্তাপ নষ্ট করে; এবং রক্ত উত্তাপ হারাইয়া ফুস্‌ফুসে উপস্থিত হওয়াতে, উত্তাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য ফুস্‌ফুস্‌কে অধিক পরিমাণে কার্য্য করিতে হয়।

সুরাপায়ীদিগকে সকল প্রকার সংক্রামক রোগ সহজে আক্রমণ করে।

মাতালদিগের ঠোঁট লাল ও পাতলা হয়; এবং মুখ দিয়া বিস্বাদ জল উঠে।

মদ্যপায়ীরা প্রায়ই গাঢ়, শ্রান্তিহারী নিদ্রা উপভোগ করিতে পারে না।

মদ্যপায়ীর ভালরূপ পুষ্টি সাধন হয় না; পেশী সকল লোল বা থল্‌থলে হয়, শরীরগ্রন্থী সকল জলীয় হয়, দেহ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। দেহ কখন বা কৃশ, এবং কখন বা স্থূল হয়; কিন্তু সেই স্থূলতাই রোগের চিহ্ন; কেননা, এরূপ অবস্থায় শরীরের যে সকল স্থানে চর্ব্বির আবশ্যক নাই, সেই সকল স্থানে চর্ব্বি জন্মে।

মদ্যপায়ী সহজে স্বেচ্ছায় দৈহিক সংযম-কার্য্য করিতে পারে না; যথা, যে স্থান দিয়া চলিব মনে করে, সেই স্থান দিয়া চলিতে পারে না, এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা বলিয়া ফেলে, বস্ত্রাদি খুলিয়া গেলে, সুচারুরূপে পরিধান করিতে পারে না, সামান্য কারণে অনবরত হাসে কিম্বা কাঁদে, ইচ্ছা করিলেও থামাইতে পারে না, ইত্যাদি।

সুরা প্রথমতঃ উত্তেজিত করে, কিন্তু পর ক্ষণেই নিস্তেজ বা অবসন্ন করিয়া ফেলে।

সুরা রক্তকে বিষাক্ত করে, মাংসপেশীকে কুঞ্চিত করে,

উদরকে সঙ্কুচিত ও উত্তেজিত করে, উহার আবরণকে নষ্ট করে, এবং মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা শক্তি লোপ করে।

উত্তপ্ত ও জ্বরভাবাপন্ন হওয়াতে, সমস্ত ত্বক্ বিবর্ণ ও রোগের আধার হয়, এবং তাহাতে ফোস্কার ন্যায় দাগ, ঘা, ফোড়া, বিষফোড়া প্রভৃতি জন্মায়।

মদ্যপায়িগণের জিহ্বার আস্বাদন শক্তির ব্যতিক্রম ঘটে, এজন্য তাহারা বিস্বাদ দ্রব্যও সানন্দে ভক্ষণ করে।

সুরাপান করিবার পর নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক হয়, এবং সেইরূপ গতি পরীক্ষা করিয়া রোগ ভালরূপ নির্ণয় হয় না।

সুরা যতক্ষণ দেহে কার্য্য করে, ততক্ষণ আভ্যন্তরিক কম্পন হইতে থাকে।

সুরাপানে রক্তের গতি অনেক পরিমাণে দ্রুত হওয়াতে, ফুস্ফুস নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সুরা দেহে প্রবেশ করিবার ক্ষণকাল পরেই থর্ম্মোমিটার (thermometer) দিয়া দেখিলে, দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা শীতল হইয়াছে, জানা যায়।

সুরাপানে হৃদয়ের স্পন্দন যে বৃদ্ধি হয়, ইহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। হৃদয়স্পন্দনে শারীরিক বল নষ্ট হয়, অতএব অনর্থক স্পন্দন বৃদ্ধি করা অতি বিপদ-জনক। দুই আউন্স সুরাসার (alcohol) হৃদয়ের স্পন্দন ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে ৬০০০ বার বৃদ্ধি করে। এই স্পন্দনের জন্য হৃদয়কে এত অতিরিক্ত কার্য্য করিতে হয় যে, তাহা সাধারণ লোকের দৈনিক কার্য্যাপেক্ষাও অধিক ।/১০॥ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় /৫ সের ওজনের কোন দ্রব্য ১৪৯৩ বার একফুট উঠাইতে যে পরিশ্রম হয়,

দুই আউন্স সুরাসার দেহে প্রবেশ করিলে, হৃদয়কে সেই পরিশ্রম করিতে হয়। অতিপরিমিত মদ্যপায়ীর মদেও দুই আউন্সের অধিক সুরাসার থাকে।

সুরাসার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থী হইতে জল শোষণ করে। অবশেষে সূক্ষ্ম ত্বক্ সমুদয় শুষ্ক, স্থূল ও দৃঢ় হইয়া স্নায়ুর উপর সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কিম্বা গ্রন্থীকে কঠিন করে, অথবা মাংসপেশীকে দুর্ব্বল করে।

সুরাসার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলেই পরিপাক যন্ত্র হইতে সকল প্রকার পাচক রস নির্গত ও সুরাসারের সহিত মিশ্রিত হয়; কেনন, অমিশ্রিত তীব্র সুরাসার রক্তের সহিত মিলিত হইলে, প্রচুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এইরূপে পাকস্থলী নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দেহের সমুদয় নির্গম-পথ,—যথা, ফুস্‌ফুস, ত্বক্, মূত্রাশয়, দেহ হইতে শত্রুকে তাড়াইবার জন্য একবারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে দেহ হইতে প্রায় সমুদয় সুরাসার সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত হইয়া বাহির হয়। এই অনর্থক কার্য্য করিতে ঐ সকল যন্ত্রের ক্ষমতা অপব্যয়িত হয়, এতদ্ভিন্ন এই এক ক্ষতি হয় যে, সেই সময়ে ঐ সকল যন্ত্র দ্বারা দৈহিক দূষিত পদার্থ নিয়মিতরূপে নির্গত হয় না।

প্রতি মুহূর্ত্তে দেহ মধ্যে গ্রন্থী সকল ধ্বংস হইয়া দেহ হইতে বহির্গত হইতেছে, এবং নূতন বস্তু উৎপন্ন হইয়া দেহকে পোষণ করিতেছে। এইরূপ কার্য্য অপ্রতিহতরূপে চলিলেই দেহ সুস্থ থাকে; কিন্তু সুরাসারে মৃতদেহ কিম্বা তাহার অংশ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে, তাহা নষ্ট হয় না বলিয়াই

সুরাসার জীবিতদেহে প্রবিষ্ট হইয়া দৈহিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশকে সহজে নষ্ট ও বাহির হইতে দেয় না।

সুরাপায়ীর দেহ ক্ষত হইলে, বা কোন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেলে, কিম্বা কোন রোগ হইলে, সে ব্যক্তি অপায়ীর ন্যায় সহজে নীঃরোগ হয় না।

অনেক মদ্যপায়ীর বিশেষতঃ, যাহারা বিয়র পান করেন, তাহাদের, দেহ স্থূল দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সকল দেহ যে রোগের আধার, তাহা অতি অল্প লোকেই জানে।

সচরাচর লোকের যকৃত /১॥০ সের হইতে /৩ সের পর্য্যন্ত ভারি হয়। কিন্তু মদ্যপায়ীর যকৃত রুগ্ন হইয়া ।৫ পনের সেরের ও অধিক ভারি হইতে পারে।

মানসিক ক্ষতি।

বোধ শক্তির হ্রাস। ইচ্ছা শক্তির দুর্ব্বলতা। বিবেচনা শক্তির নাশ। নৃশংসতা। কামবৃদ্ধি। অবিবেচনা। ক্রোধবৃদ্ধি। স্মরণ শক্তির হ্রাস। লোভবৃদ্ধি। মিথ্যা কথা। মোহ। শত্রুকে মিত্র বোধ। মিত্রকে শত্রু বোধ। অহঙ্কার। প্রতিহিংসা। গুরুজনে অভক্তি। আত্মহত্যা। আধ্যাত্মিক ক্ষতি। ধর্ম্মে অবিশ্বাস ও অভক্তি। নাস্তিকতা। ধর্ম্ম কর্ম্মে অনাস্থা। পশুভাবের বৃদ্ধি।

পারিবারিক ক্ষতি।

গালাগালি। কলহ। দারিদ্র। অপমান। কারাবাস। অশান্তি। পদচ্যুত। স্বজন-পীড়ন। অভক্ষ্য-ভক্ষণ। প্রিয়জনকে আঘাত। অগম্য-গমন। আত্মীয়-বিচ্ছেদ। অর্থনাশ। বংশনাশ। কুসন্তান লাভ। ফাঁসি।

সামাজিক ক্ষতি।

চুরি। ডাকাতি। কারাগার বৃদ্ধি। বিচারালয় বৃদ্ধি। কর বৃদ্ধি। জাতীয় দারিদ্র। কুশাসন। জাতীয় অধীনতা। লাম্পট্য। ব্যভিচার। দুর্ভিক্ষ। মারপিট। খুন।

১৮৬৯ সালে ইংলণ্ডের ১৯ জন বিখ্যাত পাদরি ইংলণ্ডে "কি পরিমাণে পানমত্ততা ও তাহার কুফল বিস্তৃত হইয়াছে, এবং কি কি উপায় দ্বারা তাহা নিবারণ করা যায়" এই বিষয় সূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিবার জন্য নিযুক্ত হন। এই উদ্দেশে তাঁহারা দেশের সমুদয় হিসাব রক্ষক (recorder), কারাধ্যক্ষ, পুলিষাধ্যক্ষ, পাগলাগারদের অধ্যক্ষ, মৃতদেহ পরিক্ষক, কারখানার অধ্যক্ষ এবং ধর্ম্মযাজকদিগকে উত্তর লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন পাঠান এবং ২৩২২টা উত্তর সংগ্রহ করিয়া এক অতি সুন্দর রিপোর্ট ছাপান। ইহাতে মদ্যপানের যে সকল ক্ষতির উল্লেখ আছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে লিখিতেছি :—

"পানমত্ততার ফল অতিশয় ভীষণ। ইহা হইতে অনেক প্রকার দুষ্কর্ম্ম ও দুঃখ উৎপন্ন হইয়া সমাজের শান্তি হরণ করিয়াছে, এবং সংসারের সুখ কলুষিত করিয়াছে। ইহা চরিত্রকে দূষিত করিয়াছে এবং স্বাস্থ্য ও বল নষ্ট করিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, ইহার জন্যই আমাদের জেল, শোধনাগার (penitentiary), পাগলাগারদ, দরিদ্রালয় প্রভৃতি পূর্ণ রহিয়াছে, এবং ইহার জন্য জাতীয় উন্নতি ও সুখবৃদ্ধি করিবার অভিলাষী ব্যক্তিগণের আশা ও চেষ্টা যে পরিমাণে বিফল হইতেছে, এমন আর কিছুতেই হইতেছে না।

"ইহা হইতে অনেক ব্যক্তিগত কুফল ফলিয়াছে। বল, বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, ভয়ানক রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, অকাল-মৃত্যু ঘটিতেছে; এবং ইহা মেজাজকে খিট্‌খিটে ও রিপুগণকে উত্তেজিত করিয়াছে, এবং সমুদয় স্বভাবকে পশুবৎ করিয়াছে। এমন কি, শান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এমন কুৎসিৎ ভাষা নাই, যাহা ব্যবহার করেন নাই এবং এমন নিষ্ঠুর কাজ নাই, যাহা সম্পন্ন করেন নাই। পরিবার মধ্যে স্নেহ ভক্তি ও ভালবাসা কমিয়া গিয়াছে বা অন্তর্হিত হইয়াছে; অতি যত্নের আত্মীয়গণের প্রতি ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতাচরণ করা হইয়াছে; সন্তানদিগকে আহার, বস্ত্র কিম্বা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; এবং সুরা-পিপাসা চরিতার্থ করিবার উপায় লাভের জন্য পিতা মাতা সন্তানদিগকে ভিক্ষন্ন করিতে বাধ্য করিয়াছে। পত্নীগণ প্রাণসম পতিদিগকে অযত্ন করিয়াছে, পত্নীগণের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার করা হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে বা শুনিলে, প্রাণে বড় কষ্ট হয়; অনেক সময়ে পিতা মাতা শিশুসন্তানদিগকে যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং হত্যা করিয়াছে; এবং পিতামাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শীর্ণ, রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তান জন্মিয়াছে।

"আর কোন পাপ আমাদের জাতীয় জীবন ও চরিত্রকে এরূপ অধিক পরিমাণে বশীভূত করিতে পারে নাই; কিম্বা ধর্ম্ম মন্দিরের কার্য্যকে এত অধিক পরিমাণে বাধা দিতে পারে নাই; সুতরাং, ধর্ম্মযাজকদিগের আগ্রহ, রাজনীতিজ্ঞদিগের মনোযোগ, রাজনীতির কার্য্যকারিতা, এবং হিতৈষীদিগের সুবিবেচনার সহিত সাহায্য সকল বিষয়ের অপেক্ষা এই বিষয়ের জন্য অধিক পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে। ইহাকে বাধা দিবার

জন্য কিম্বা নিবারণ করিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাকে অতি-রিক্ত চেষ্টা কিম্বা কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারকে অতিশয় মূল্য-বান্ বিবেচনা করা যায় না; কেননা, রাশি রাশি সন্দেহাতীত প্রমাণদ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, ইহা আমাদিগের উন্নতির ভিত্তি নষ্ট করিতেছে; আমাদের দেশের ভবিষ্যৎকে তমসাচ্ছন্ন ও মানমর্য্যাদাকে হীন করিতেছে; এবং ইহা শারীরিক ক্ষমতা, নীতি ও ধর্ম্মজীবনকে একেবারে নষ্ট করিতেছে।

"এই পানমত্ততা হইতেই দুষ্কর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অনবরত উৎপন্ন হইতেছে। আমাদিগের জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, গ্রাণ্ডজুরি, পুলিষ কর্ম্মচারী ও কারাধ্যক্ষগণ এ বিষয়ে যে সমুদয় ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহা স্থির ও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। চুরি, জুয়াচুরি, লাম্পট্য, বলাৎকার, ডাকাতি, এবং মানবদেহে ভীষণ অত্যাচার (যাহা দ্বারা প্রায়ই প্রাণ বিনাশ হয়) প্রভৃতি অসৎ কার্য্য মদের ঝোঁকে সম্পন্ন হইতেছে। আইন অনেক সময় এ সমুদয় নিবারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং উৎসাহ দিতেছে।

"ইহা বিস্তৃত ও তন্ন তন্ন অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, পানমত্ততা হইতেই অধিক পরিমাণে দারিদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। অনেক চিকিৎসক অযথা রূপে মদ্য ব্যবস্থা করিয়া দেশের স্বাস্থ্য বিশেষ রূপে নষ্ট করিয়াছেন। ইঁহাদের অবিবেচনার জন্য অনেকে মদ্যপানে রত হয়।" ("Report by the Committee on Intemperance for the Lower House of Convocation of the Province of Canterbury.")

অনেকে বলেন যে, সুরাপানের যে সমুদয় ক্ষতি হয়, তাহা

সকলেই জানে; ইহা বিশেষ করিয়া জানাইবার ফল নাই। আমি বলি, যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, সহস্র লোকের মধ্যে দু এক জন লোক তাহার অল্পই জানে। অনেকেই ১০।১৫ জন লোকের মদ্যপান হইতে কি কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহাই জানে; এবং সেই জ্ঞান হইতে সমগ্র প্রদেশে কি পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ প্রাপ্ত হয়। এ দেশে মদ্যপান হইতে কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা কেহ কোন কালে বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই বঙ্গদেশে যে এক্সাইজ কমিশন বসিল, তাহার সভ্যগণও পান জন্য রোগ, দুষ্কর্ম্ম, খুন, শস্যনাশ, দারিদ্র প্রভৃতি ক্ষতি কতদূর বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিলেন না বলিলেও চলে। যাহা হউক, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, মদ্যপান অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে; অতএব, আমরা ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ইহার অবশ্যম্ভাবি কুফলও বৃদ্ধি হইয়াছে। স্বার্থত্যাগী, হৃদয়বান্ দেশহিতৈষিগণ দেশের ক্ষতি যে পরিমাণে জানিতে পারিবেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবেন; অতএব, তাঁহাদের জন্যই ঐ সকল ক্ষতির হিসাব (statistics) প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। আমার বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, এই পুস্তকে ক্ষতির অতি সামান্য অংশই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিলাতে সুরাপানের ক্ষতির যে চিত্র দেওয়া হইল, এ দেশের চিত্র সেরূপ হৃদয় বিদারক নহে। ঈশ্বর করুন, তাঁহাদের কথা সত্য হউক। কিন্তু হায়! বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া চিত্রিত করিলে, বোধ হয়, আমাদেরও প্রায় ঐ অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, ইহা নিশ্চয় যে,

ইহার জন্য দেশের অন্ততঃ দশ বার জন প্রধান প্রধান চরিত্রবান্ লোক আমরণ এই পাপের সহিত যুদ্ধ না করিলে এবং গভর্ণমেণ্ট ও সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ প্রজা তাঁহাদের সহায়তা না করিলে, কয়েক বৎসর পরে এ দেশে বিলাতের অপেক্ষা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে।

সুরা ও সুরাপান সম্বন্ধে কতকগুলি কথা।

প্রাচীন কালে যেরূপ মদ্য ব্যবহৃত হইত, তাহা চিনির রসে গেঁজলা উঠিলেই প্রস্তুত হইত। তাহা আজ কালের মদের মত চোয়ান বা তীব্র হইত না। তথাপি, সেই মদের দ্বারা সমাজের এত অনিষ্ট হইয়াছিল যে, গ্রীসের রাজনীতিজ্ঞ ড্র্যাকোর আইন মতে মাতালদিগকে হত্যা করা হইত; এবং স্পার্টায় লাইকারগসের আইন মতে সমস্ত আঙ্গুরবৃক্ষ ধ্বংস করা হইয়াছিল।

—"A Lecture on Alcohol" by K. L. Pyne

সুরার কি অলৌকিক শক্তি! যে ব্যক্তি একবার ইহার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না। সে গর্দ্দভের ন্যায় হতবুদ্ধি, ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমদর্শন, ভল্লুকের ন্যায় বন্যভাবাপন্ন, বোল্‌তার ন্যায় বিষাক্ত, শূকরের ন্যায় কদাচার, ছাগের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত ও পিশাচের ন্যায় নিয়ত অনিষ্টসাধনে তৎপর। —"সুরাপানের ফল।"

ডাক্তর ব্রণ্টন বলেন যে, মদ্যপানদ্বারা বিচারশক্তি প্রভৃতি মানসিক শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাগুলি প্রথমে নষ্ট হয়।—এই জন্যই অসংখ্য সাধু ব্যক্তিদিগের মধ্যে অকারণ কলহ, অসম্ভব ভ্রান্তি, আকস্মিক ভয়ানক ব্যবহার, আত্মীয়বন্ধুদিগের প্রতি পশুবৎ আচরণ, এবং হর্ষবিষাদবিস্ময়জনক পাপকার্য্য প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। —D. S. Govett, M. A.

সুরা মনুষ্যের হৃদয়কে পাষাণের ন্যায় কঠিন করে। অন্নাভাবে

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা মরিতেছে, বিষয়কর্ম্ম এবং ধনৈশ্বর্য্য উৎসন্ন যাইতেছে, দেহ রোগের আবাসভূমি হইতেছে, এবং মন পাপে পঙ্কিল হইতেছে, বাসস্থান ভস্মসাৎ হইতেছে; সুরাপায়ী হয় ত এই সকল দুঃখ ও বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গান করিতেছে। —"সুরাপানের ফল।"

বেতিয়ার সাত জন ভদ্রলোক এক্সাইজ কমিশনকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, "সিমূল, বাবুল, অশথ, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল এবং ছাগল ও পক্ষীর মাংস হইতে সুরাসার প্রস্তুত হয়।"

—"Excise Commission Report," vol. II.

তুমি যত কেন শুশ্রী ও লাবণ্যযুক্ত হও না; যতই কেন শাস্ত্রে বুৎপন্ন হও না; যতই ধনী, মানী, জ্ঞানী, সাধু বা জিতেন্দ্রিয় হও না; যত বড বংশে জন্মগ্রহণ কর না; বা যত বড় রাজ্যের অধিপতি হও না কেন; সুরা এই সকল গুণ রাশির অনুরোধ রাখে না। সুরা তোমাকে এই সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিয়া পিশাচতুল্য করিবে সন্দেহ নাই —৺প্যারীচরণ সরকার।

মদ্যপানের দাসত্ব কি ভয়ানক! মদ্যপায়ী ইচ্ছা করিয়া এরূপ দাসত্বে রত হয়। কোন ক্রীতদাস এরূপ দাসের অপেক্ষা হীন নহে। —"সুরাপানের ফল।"

মদ্যপায়ীদিগের অসাবধানতা দোষে যে কত ক্ষতি হয়, সহজে তাহার ইয়ত্তা হয় না। গৃহদাহ, রেলগাড়ির সংঘর্ষণ, খনির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাৎ, জাহাজের বিনাশ প্রভৃতি বিপদের মদ্যপানই এক প্রধান কারণ।

—"Strong Drink and its Results."

যখন দেখি যে, ঈশ্বরের সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ মদ খাইয়া ও

অসদাচরণ করিয়া যৌবনে বৃদ্ধ হইয়াছে, তখন প্রাণে বড় কষ্ট হয়। —J. B. Gough, the Temperance Orator.

ইংরাজেরা উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে মদ প্রচলিত করিয়া তাহাদিগকে এতদূর উন্মত্ত, নির্ম্মূল ও অধঃপতিত করিয়াছে, যে তাহারা খৃষ্টানদিগের নামে থু থু করে।

—D. S. Gavett, M. A.

আমি যেন দেখিতেছি, যে শত শত বিধবা রমণী ও পিতৃহীন বালকের ক্রন্দন ধ্বনি (যাহা ভারতের আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতেছে) তাহাদিগের মধ্যে সুরাবিষ প্রচলিত করিবার জন্ম বৃটিষ গভর্ণমেণ্টকে ধিক্ ধিক্ করিয়া ঘৃণা করিতেছে।

—৺ কেশবচন্দ্র সেন।

বিশুদ্ধ সুরাসার এত তীব্র যে,তাহা অল্প পরিমাণে পান করা দুঃসাধ্য এবং পান করিলে, মৃত্যু হয়।

—"Anatomy of Drunkenness."

সকল প্রকার মদ্যেই সুরাসার (এল্কোহল বা স্পীরিট্) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। ইহা থাকাতেই মদ্য উত্তেজক, বিষাক্ত ও মাদক হয়। এই সুরাসারের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন মদ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যে মদ্যে যত অধিক, সে মদ্য তত অনিষ্টকর। ১০০ ভাগ মদ্যে সচরাচর নিম্ন লিখিত ভাগ অনুসারে সুরাসার বর্ত্তমান থাকে;—মল বিয়রে ২, শ্যাম্পেনে ১২, শেরীতে ১৮, পোর্টে ২২, জিনে ৩৮, হুইস্কিতে ৪৫, রম ও ব্রাণ্ডিতে ৫৩, একৃশ নং ১তে ৫৫ ভাগ সুরাসার থাকে। দেশী মদে (রম, এর‍্যাক ও মৌল স্পীরিট) সুরাসারের পরিমাণের নিশ্চয়তা নাই; তবে, বিক্রয় কালে জল মিশ্রিত না

করিলে, কোন কোন স্থলে দেশী মদে বিদেশীয় মদের অপেক্ষা অধিক সুরাসার থাকিতে পারে।

—"মদিরা" এবং "On Alcohol."

বিলাতের মহামতি গ্ল্যাড্ষ্টোন চুরুট খান না; ও মদের মধ্যে কেবল পোর্ট খান। লর্ড র‍্যান্ডল্ফ চর্চ্চিল অতি অল্প পরিমাণে মদ খান। লর্ড স্যালিস্বরি আরও অল্প পরিমাণে মদ খান; কিন্তু কখন চুরুট খান না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড ডফ্রিণ বাহাদুর সুরাপান কিম্বা চুরুট সেবন করেন না। "—Alliance News," 21st Nov. 1886.

এক ব্যক্তি প্রত্যহ ১০।১২ সের (8 or 10 quarts) উত্তম বিয়র পান করিয়া এক বৎসর মধ্যে যত পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্ত হইবে, তাহা /২॥০ আড়াই সের (5 lbs.) রুটিতে যে পুষ্টিকর পদার্থ থাকে, তদপেক্ষা অধিক নহে।

—বিখ্যাত রসায়নবিদ্ প্রোফেসর লীবীগ্।

প্রসিদ্ধ যোদ্ধা লর্ড উলস্লের ন্যায় কোন বৃটীষ যোদ্ধা উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তিনি অপায়ী ছিলেন।

—"On Guard."

ধর্ম্মপ্রচারকগণের প্রভাবে সুরাপান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দমন হয়। কন্ফুষসের প্রভাবে কোটী কোটী চীনবাসী; বুদ্ধদেবের প্রভাবে কোটী কোটী বৌদ্ধ; এবং মহম্মদের প্রভাবে কোটী কোটী মুসলমান মদ্যপান করে না। চৈতন্য দেবের প্রভাবে লক্ষ লক্ষ বৈষ্ণব মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিল।

—"বিষবৈরী।"

আমেরিকার বিখ্যাত পরিব্রাজক ই. পি. ওয়েষ্টন, (যিনি

২৫ বৎসর বয়সে ১৮৮৩ সালের ২০এ নভেম্বর হইতে ক্রমান্বয়ে ১০০ দিন (রবিবার ভিন্ন) ৫০ মাইল হিসাবে ভ্রমণ করিয়াছিলেন), তিনি এক জন অপায়ী ছিলেন।

—"Church of England Temperance Chronicle."

কটকিরি, গন্ধকদ্রাবক, সীস-শর্করা, টার্পিন তৈল প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর পদার্থ মদে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়।

—"Anatomy of Drunkenness."

সুরা দ্বারা মাংস পেশী, স্নায়ু, অস্থি, চর্ম্ম কিম্বা কোন অবয়ব প্রস্তুত হয় না —ডাক্তার রিচার্ডসন্।

পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে পানপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ ক্রমাগত পান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ("Journal of the Asiatic Society" for 1873, part I.)

যাহা হউক, কোন কুপ্রথা প্রাচীন বলিয়া যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা না করিয়া ত্বরায় দূর করিতে চেষ্টা করা উচিত।

স্পেন দেশীয় এক বৃহৎ কুকুরের পেটে ২॥০ আউন্স স্পীরিট্ পিচকারী দেওয়াতে, সে তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিতে করিতে নির্জ্জীব হইয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। —"Physiology of Temperance and Total Abstenence."

এলেক্সিস সেণ্ট মার্টিন নামক এক ব্যক্তির উদর কোন আঘাত দ্বারা চর্ম্ম আবরণ বিহীন হওয়াতে, ডাক্তার বোমণ্ট তাহার পরিপাক ক্রিয়া চাক্ষুষ স্পষ্ট পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ৮।১০ দিন সুরাপানের পর, ১৮৩৩ সালের ২৮এ জুলাই ও তাহার

পর ৫।৬ দিন পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে, পরিপাক যন্ত্র বিকৃত হইয়া গিয়াছে ও পাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে ব্যক্তি কোন কষ্ট অনুভব করে নাই। "Ou Gua.J."

এক বিধবার একটি অকর্ম্মণ্য টাট্টু ঘোড়া এক দিন মাটিতে এরূপ ভাবে ছট্ ফট করিতেছিল যে, বোধ হইল, যেন তাহার কোন কষ্ট হইতেছে। শূল বেদনা মনে করিয়া তাহাকে এক প্রকার মদ দেওয়াতে, সে তৎক্ষণাৎ পান করিয়া সুস্থ হইল, এরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিছু দিন পরে, তাহার ঐ রূপ ব্যারাম হওয়াতে, ঐ রূপ ঔষধ দেওয়ায়, আরোগ্য হইয়াছিল। ইহার কিছু কাল পরে, প্রত্যহই সে গড়াগড়ি দিত ও লাথি ছুড়িত এবং সর্ব্বদাই ঘরের জানালার কাছে দাড়াইত। সন্দেহ হওয়াতে, অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, সেই টাট্টু ঔষধ লাভের জন্য রোগের ভাণ করিত। সুতরাং, মদ বন্ধ করা হইল। ইহাতে তাহার কপট বেদনাও ভাল হইয়া গেল। —ডাক্তার জেম্‌স মিলার।

বঙ্গ দেশের প্রধান প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সুরাপান করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে।

—৺কেশবচন্দ্র সেন, মৃত্যু শয্যায় বলিয়াছিলেন।

দরিদ্র ও অসভ্য আমেরিকাবাসিগণ মাসে এক দিন মাত্র মদ খাইয়া মৃতপ্রায় হয়। তাহারা নিত্য এবং অল্প পরিমাণে মদ্যপায়ী অথচ মাতাল নয়, এরূপ লোক অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচে। —রবার্ট ম্যাক্‌নিস।

মদের মাসুল যত দূর পারা যায়, চড়াইয়া দেওয়া উচিত।

—জন ষ্টুয়ার্ট মিল।

মদ্যপায়ী ও বেশ্যাহত্যাকারী তিনকড়ি পাল (যে পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া ও বালিকা পত্নীকে বিধবা করিয়া প্রাণ দণ্ড দিয়াছে) গভীর দুঃখের সহিত মৃত্যুর সময় তাহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিল ;—"মদ্যপান ও বেশ্যাগমন কদাচ কেহ করিও না, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া ভবলীলা সম্বরণ করিতেছি।"

—হতভাগ্য তোমারই বন্ধু তিনকড়ি।

অনেকে বলেন যে, লোকে স্বচ্ছল অবস্থায় অধিক মদ্যপান করে ; কিন্তু তাহা নহে। দুর্ভিক্ষের সময় কিম্বা বাণিজ্যের হ্রাস হইলে, মদ্যপান কম না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। ১৮৪৫ সালে আয়র্লণ্ডে ৬,৪৫,০১,৫৭ গ্যালন মদ খরচ হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৭ সালে দুর্ভিক্ষ হওয়াতেও ৭,৯৫,২০,৭৬ গ্যালন খরচ হইয়াছিল। —"League's Annual for 1882."

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময়ে মাতালদিগকে এক হাস্যকর শাস্তি দেওয়া হইত। একটি মদের পিপার নীচের ডালা খানা খুলিয়া ফেলিয়া উপরের ডালাতে মাথা গলিতে পারে, এমন একটি ছিদ্র করিয়া ও হাত গলাইবার জন্য পার্শ্বে আর দুইটি ছিদ্র করিয়া, উহা জামার মত মাথা গলাইয়া মাতালকে পরাইয়া দেওয়া হইত, এবং সে তাহা খুলিয়া ফেলিতে না পারে, এ প্রকার করিয়া তাহাকে প্রকাশ্য রাজপথে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। —"মদ না গরল।"

ভারতবর্ষে আমরা একটি লোককে খৃষ্টিয়ান করিতেছি ; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজদিগের মদ্য পান-প্রথা এক হাজার মাতাল করিতেছে।

—ভেনারেবল আর্চ ডিকন জ্যাফেস (১৮৪৬ সাল)।

গত সিপাহী-বিদ্রোহ কালে যে সকল সিপাহীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছিল, তাহারা সিদ্ধি ও মদ ব্যবহার করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল।

—"Christiandom and Drink Curse."

বাইবল গ্রন্থে ওয়াইন (wine) শব্দটির ২৬১ বার উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে ১২১ বার সাবধান করা হইয়াছে; ৭১ বার সাবধান ও তিরস্কার করা হইয়াছে; ১২ বার ইহাকে বিষাক্ত বলা হইয়াছে; এবং ৫ বার এক বারে নিবারণ করা হইয়াছে। "National Temperance Almanac," 1872.

১৮৪০ সালে আমেরিকার ব্যাল্টিমোর নগরে ৬ জন ঘোর মাতাল হঠাৎ সুরাবিদ্বেষী হইয়া এক বৃহৎ পান নিবারণ কার্য্য আরম্ভ করে। —Dito.

হিরোডোটস লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক জাতি কোন বিজিত দেশকে ক্ষমতাহীন করিবার জন্য এবং উহাকে অধিক দিন অধীনে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে মদের দোকান স্থাপন ও বৃদ্ধি করিত।

—"Medical Experiance and Testimony."

সম্প্রতি আফ্রিকার অন্তর্গত মরক্কো দেশের অধিপতি আমেরিকার এক পাদরির সহিত পরামর্শ করিয়া মদ্যপান দ্বারা রাজ্যের অমঙ্গল হইতেছে, বুঝিতে পারিয়া এক দিনের মধ্যে দেশের সমস্ত মদ সাগর জলে ফেলিয়া দেওয়াইয়াছিলেন, এবং সুরা ব্যবসায়ীদিগকে চাবুক মারিয়া রীতিমত শাস্তি দিয়াছিলেন। —"American Paper."

আমেরিকার ওহিও প্রদেশে ১৮৮৭ সালের মে মাসে ম্যাক্কর

নামক এক সুরা বিক্রেতা ডাক্তার নর্থুপ নামক এক সুরা-ব্যবসায়বিরোধীকে হত্যা করিয়াছিল।

"N. Temperance Advocate," Aug. 1887

মৃত্যুর ভীষণ ভাব যেন চিরদিন আমার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু হে দয়াময় পরমেশ্বর! যেন আমাকে মাতালের অবস্থাতে পড়িতে না হয়। কিন্তু তথাপি, আমি বলিতেছি যে, বরং আমি ঘোর মাতাল হইয়া রাস্তার রাস্তায় টলিতে টলিতে ঘুরিয়া বেড়াইব; তথাপি, আমাকে যেন শুঁড়ী হইয়া টাকার জন্য মাতালকে মদ বিক্রয় করিতে না হয়।

রেভারেণ্ড নর্মান ম্যাকলিওড। (?) —লেখ্যাত নক্ষত্র জন গফ।

সরিষ, অফিম, পিপারমেণ্ট, চা এবং কাফি প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য শারীরিক অন্যান্য ক্ষতি উৎপন্ন করিতে পারে; কিন্তু সুরার ন্যায় ইচ্ছা শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া মানুষকে ক্রীত দাসের ন্যায় করিয়া রাখিতে পারে না। —সি, জেওএট, এম, ডি।

পরিমিত পায়ী হইতে মাতাল হইবার কতকগুলি পূর্ব্ব লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল; —

১। যখন সুরাপায়ীর মদ্যপানের সুবিধা হয়, এমন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান কিম্বা সময়ের প্রতীক্ষায় উৎসুক থাকে।

২। যখন কোন বিশেষ স্থান দেখিলে, অধিক পান করিবার ইচ্ছা হয়।

৩। যখন কোন বিশেষ লোক দেখিলে, পানেচ্ছার উদয় হয়।

৪। যখন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পানেচ্ছার উদ্রেক হয়।

৫। যখন সে ব্যক্তি গোপনে পান করে।

৬। যখন সে সর্ব্বদাই মদ্য পানের ওজর করে।

৭। চিকিৎসকেরা যদি বলে যে, অল্প মদ্যপান আবশ্যক, ইহা শুনিয়া যখন তাহার উল্লাস উপস্থিত হয়।

৮। যখন সুরাপান নিবারণ বিষয়ক উপদেশ শুনিতে সে বিরক্ত হয়।

৯। যখন তাহার আত্মীয়গণ তাহার সুরাপান বিষয়ে ভাবিত হয়। —"Well-Wisher," vol. II, part 1.

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন নগরে এক ভোজে সুরা ব্যবসায়ীরা " লণ্ডনের গরীব বেশ্যাগণ, যাহারা শুঁড়ীদিগের প্রধান বন্ধু" এই বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য-পান (belthdrink) করিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সুরাপানই লাম্পট্য ও প্রধান সহায়। অনেক ভ্রষ্টা রমণী সুরাপান না করিলে, স্ত্রীসুলভ লজ্জা বিসর্জ্জন দিতে পারে না। এমন কি, অনেক পুরুষ সুরাপান না করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না।

—"Temperance Tract" No. 28.

আমি চিকিৎসা কালে ২০ বৎসর সুরাসার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম; এবং ৩০ বৎসর সুরাসার ভিন্ন চিকিৎসা করিয়াছি। এক্ষণে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, নব ও জাপ্য রোগে সুরা ভিন্ন চিকিৎসা করিলেই অধিক উপকার হয়।

—ডাক্তর জন হিজিন বটম।

আমি সুরা ভিন্ন সহস্র সহস্র রোগ চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি। সুরা পুষ্টিকর কিম্বা তেজস্কর নহে।

—ডাক্তার বোমণ্ট।

সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব দেশে সাধুব্যক্তিরাও নীতি-শাস্ত্রবিদেরা

মদ্যপানের অপকারিতা বিষয়ে তীব্র ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং সম্প্রতি কতকগুলি শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পরম্পরাগত জ্ঞান এ পর্য্যন্ত ঐ সকল পানীয় দ্রব্যে যে সমুদয় গুণের আরোপ করিত, ঐ সকল পানীয়ে সেই সকল গুণের একটিও বর্ত্তমান নাই। তাঁহারা আমাদিগকে বলেন যে, ঐ সকল পানীয় আমাদিগের বল বা পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি করে না; হৃদয়ের কার্য্যের প্রতি তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই; তাহারা দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে অক্ষম; তাহারা শীতের ফলকে বাধা দিবার জন্য আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না; এবং তাহারা আহারীয় দ্রব্যের ন্যায় কার্য্যকারী নহে। কারণ, তাহারা ফুস্ফুসের জন্য দাহ্য-বস্তু এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থী প্রদান করিতে অক্ষম।

—প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "Spirituous Drinks in Ancient India" নামক প্রবন্ধ।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে মদিরা তিন প্রকার; যথা—ওয়াইন (wine), মল্ট লিকার (malt liquor) এবং স্পীরিট (spirit)। ওয়াইনকে আসব ও অরিষ্ট বা মদ্য বলা যায়। মাদক গুণের মৃদুতা ও তীব্রতা অনুসারে ওয়াইন সমূহ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। পোর্ট, শেরী, মেডেরা, মার্‌শেলা, শিরাজ, প্রভৃতি মদিরা তীব্র বা ষ্ট্রং (strong) ওয়াইন, এবং ক্লারেট, বার্গণ্ডি, হঙ্গেরিয়ান, প্রভৃতি মদিরা মৃদু বা লাইট (light) ওয়াইন। বর্ণানুসারে ওয়াইন আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—১ম শ্বেত, ২য় লোহিত। এতদ্ব্যতীত, ওয়াইন অপর দুই শ্রেণীতেও বিভক্ত। ১ম ষ্টিল (still) ওয়াইন, যাহা সেবন কালে ঢালিলে, ফেনিল হয়

না ; ২য় স্পার্কিলিং (sparkling) ওয়াইন,যাহা ঢালিবার সময়ে বায়ু সংযোগে ফেনিল হয়। মণ্ট্ লিকার তিন প্রকার ; যথা— বিয়র, এল্ ও পোর্টার। স্পীরিট, স্পীরিট অভ্ ওয়াইন, বা আর্ডেণ্ট স্পীরিট, অর্থাৎ সুরা প্রধানতঃ এই কয়েক প্রকার ব্যবহৃত হয় ; যথা—ব্রাণ্ডি (brandy or Spiritus vini Gallici) অর্থাৎ দ্রাক্ষা হইতে উৎপন্ন সুরা, রম্ (rum or Spiritus Sacchari) অর্থাৎ গুড় বা শর্করা হইতে উৎপন্ন সুরা, হুইস্কি (whiskey) এক প্রকার যব সুরা, য়্যারাক্ (arrack) ধান্য বা তণ্ডুল ও তাল মদ্য হইতে উৎপন্ন সুরা। —"মদিরা।"

স্পীরিট বা সুরা পুনরায় চোয়াইলে, যে শোধিত সুরা পাওয়া যায়, তাহাকে রেক্টিফাইড্ (rectified) বা শোধিত সুরা বলে। শোধিত সুরাকে পুনঃ পুনঃ চোয়াইলে নির্জ্জল, বর্ণহীন, স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণাস্বাদ যে জলীয় পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে এল্‌কোহল (alcohol) বলে। —"মদিরা।"

প্রাচীন ভারতবর্ষে নিম্ন লিখিত কতকগুলি প্রধান প্রধান মদিরার উল্লেখ আছে, যথা—সোম মদ্য (সোম লতার রস হইতে), পাণশ (কাঁটাল হইতে), দ্রাক্ষ (দ্রাক্ষাফল হইতে), মাধুক (মহুল ফুল হইতে), খার্জ্জূর (খর্জ্জূর ফল হইতে), তাল (তাল হইতে), ঐক্ষব (আক হইতে), মাধ্বীক (মধু হইতে), টাঙ্ক (টঙ্ক মূল হইতে), মার্দ্বীক (কপিল দ্রাক্ষাফল হইতে), মৈরেয় (ধাতকী পুষ্প ও গুড়াদি হইতে), নারিকেলজ (নারিকেল জল হইতে), সৈন্ধী ও হলা (তাল রস হইতে), বারুণী (খর্জ্জূর রস হইতে), আক্ষিকী (বয়ড়া ফল হইতে), মধূলীকা (মহুল ফুল হইতে), গৌড়ী (গুড় হইতে), মাধ্বী

(মধ্বাসব হইতে), পৈষ্টী (তণ্ডুল হইতে), পাঁচুই (ধান্য, তণ্ডুল ও যবাদি চূর্ণ হইতে)। —"শব্দ কল্পদ্রুমঃ।"

রোমের প্রথম রাজা রমিউলস এই আইন করিয়াছিলেন যে, "কোন স্ত্রীলোক মদ্যপান করিলে, প্রাণদণ্ড দিতে হইত; ব্যভিচারীকেও প্রাণদণ্ড দিতে হইত। তিনি বিবেচনা করিতেন যে, মদ্যপান হইতে ব্যভিচারিতা উৎপন্ন হয়।" যুবকদিগের মনে মদ্যপান রূপ পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করাইবার জন্য প্রাচীন স্পার্টা নগরে ক্রীত দাসদিগকে মদ্যপান করাইয়া মত্ত অবস্থাতেই যুবকদিগের সমক্ষে প্রদর্শন করা হইত।

—"Temperance Tract," No. 50.

আমি অল্প স্থান পরিভ্রমণ করি নাই। প্রতি বৎসর গড়ে ২০০,০০ মাইল হিসাবে ক্রমাগত ২০ বৎসর ভ্রমণ করিয়াছি। আমি আমেরিকা, ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা এই চারি মহাদেশে গমন করিয়াছি। আমি স্থানে স্থানে চূণের জল, লোণা জল, কর্দ্দমাক্ত জল, গন্ধকের জল, এবং পচা উদ্ভিদ্ দ্বারা দুর্গন্ধময় জল পাইয়াছি। কিন্তু আমি এমন কোন স্থান দেখি নাই, যেখানে আমার মদ্যপান করা আবশ্যক হইয়াছিল, এবং আমি স্থানীয় মদকে স্থানীয় জলের অপেক্ষা নিরাপদ বিবেচনা করি নাই। —এইচ. ক্লে ট্রম্বুল।

পানমত্ত স্বামী, পিতা, পুত্র, বা ভ্রাতাকে মাতালের সংসারের সমুদয় তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু হায়! স্ত্রী, কন্যা, মাতা এবং ভগিনীদিগকে সেই সকল সহ্য করিতে হয়।

—রেভারেণ্ড হোসিয়া ব্যালো।

অসীম অধ্যবসায়শালী, জগদ্বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ান

বোনাপার্ট বোধ হয়, কখন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই; কারণ, যে সকল ব্যক্তি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা তাঁহার অপ্রিয় ছিলেন।

—"Life of Napolean Bonaparte."

যাদবগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত মাতাল হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মদ্যপায়ীদিগের প্রতি অভিসম্পাত দিয়াছিলেন।

—"মহাভারত"।

ইংলণ্ডের ডাক্তার মনরো গোমাংস ভাল রূপ কাটিয়া, সমান তিন ভাগ করিয়া তিনটি বোতলে রাখিয়াছিলেন। পরে, তন্মধ্যে একটি বোতলে জল এবং বাছুরের পাকস্থলী হইতে পাচক রস; আর একটিতে সুরাসার ও পাচক রস; এবং তৃতীয়টিতে পেল্ এল্ (এক প্রকার অল্প তীব্র মদ) ও পাচক রস দিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ১০ ঘণ্টা পরে জল মাংসকে সাবানের ন্যায় নরম করিয়াছে; কিন্তু সুরাসার বা পেল্ এল্ সেরূপ করিতে পারে নাই, এবং পাচক রসের প্রধান উপাদানকে (pepsinকে) ও পাচক রস হইতে বিভিন্ন করিয়া খাদ্যের উপর ঐ উপাদানের কার্য্য করিতে দেয় নাই।

— "Hygienic Phylosophy."

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পাঁউরুটি প্রস্তুত হইবার পরও তাহাতে মদ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সুরাসার থাকে না; কারণ সুরাসার জল অপেক্ষা অনেক অল্প উত্তাপে বাষ্প হইয়া যায়। —"Pathfinder," II.

যখন রুসিয়ার কোন সৈন্যদল শীত কালে যুদ্ধ যাত্রা করে, সেই সময় যে সকল সৈন্য মদ্যপান করে, তাহারা শীত সহ্য

করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদিগকে যাত্রা করিতে দেওয়া হয় না। —Dito.

যদি এক জাতি কোন কার্য্য না করে, কিম্বা অনুচিত কার্য্যকরে, যথা, শস্যের পরিবর্ত্তে বিয়ার নামক মদ প্রস্তুত করে, অথবা গৃহ ও বস্ত্র প্রস্তুত না করিয়া রম নামক সুরা অথবা তামাক উৎপন্ন করে, তাহা হইলে, খাদ্যাভাবের জন্য ঈশ্বরের নিকট দুঃখ করিবার সেই জাতির কি ওজর থাকিতে পারে?

—থিওডোর পার্কার in his "Theism."

লণ্ডনের united Kingdom Temperance and General Provident Institution নামক জীবন বীমা সভায় পায়ী ও অপায়ী উভয় দলেরই জীবন বীমা করা হয়। প্রতি বৎসর কত লোকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং বাস্তবিক কত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, ১৮৬৬ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত সেই গুলি একত্র করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অপায়ীদিগের মধ্যে ২৬৪৪ মরিবে, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬১ জন মরিয়াছিল; এবং পায়ীদিগের মধ্যে ৪৪০৮ জন মরিবে, প্রত্যাশা করা হইয়াছিল; কিন্তু ৪৩৩৯ জন মরিয়াছিল। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, অপায়ীদিগের মধ্যে পায়ীদিগের অপেক্ষা শতকরা ২৮ জন লোক অধিক বাঁচিয়াছিল। ১৮৮২ সালে ইউনাইটেড কিংডমের লোক সংখ্যা ৩১,২৫,০০,০০ ছিল এবং মৃত্যু সংখ্যা ৬৭,৮৪,৮৬ হইয়াছিল। যদি দেশের সমুদয় লোক অপায়ী থাকিত, তাহা হইলে, শতকরা ২৮ জন হিসাবে গণনা করিলে,

প্রতি বৎসর ১৮,৯৯,৮০ জন লোক মৃত্যুর গ্রাস হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিত।

—"The Vital Statistics of Total Abstenence."

• গড় হিসাব ধরিলে, সুরাপায়ীরা অপায়ী অপেক্ষা অনেক অল্প দিন বাঁচে। অপায়ীদিগের গড় জীবন ৬২ বৎসর এবং পায়ীদিগের গড় জীবন ৩৫ বৎসর। এই জন্য, অনেক জীবন বীমা কোম্পানি মদ্যপায়ীকে একেবারে দলভুক্ত করেন না, কিম্বা অপায়ী হইতে বিভিন্ন দলে ভুক্ত করেন, অথবা তাহাদিগকে অল্প প্রিমিয়ম (premium) দেন।

—Mrs. Leavitt's Lecture.

১৮৮৭ সালের ২৯এ ডিসেম্বরে মাতালদিগকে এক ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। The "Methodist Times" নামক সংবাদ পত্র ভোজের বিবরণ এই রূপ লিখিয়াছেন ;—"দুই শত মুখের এরূপ হৃদয় বিদারক সমাবেশ আমরা আর কখন দেখি নাই। কতকগুলি লোকের বয়স অধিক নহে; কিন্তু আকৃতিতে অতিরিক্ত সুরা সেবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। অনেকগুলি স্ত্রীলোকের ত্বক্ মাতালের ত্বকের ন্যায় উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ ছিল, এবং কতকগুলি বয়স্থ ব্যক্তির মুখ স্ফীত, ক্ষত-চিহ্নযুক্ত এবং এরূপ বিকৃত হইয়াছিল, যাহা দেখিলে, ঘৃণার উদ্রেক হয়। অনেকের চক্ষু আহত ও নাসিকা ভগ্ন হইয়াছে, এবং মস্তক ক্ষত বলিয়া ছিন্ন বস্ত্র বাঁধা ছিল।" আহারের পর, তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়াতে, তন্মধ্যে ৮০ জন লোক সুরাপান করিব না, বলিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল।

—"Temperance Record" 12 Jan. 1888.

চিকিৎসা কার্য্যে ৩০ বৎসর অভিজ্ঞতার পর, আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, সুরাপান করিলে, লোকে ভাল রূপ কার্য্য করিতে পারে না, এবং অধিক ক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে না। ইহা দিন দিন স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সুরা ভিন্ন চিকিৎসা করিলেই অধিক সুফল পাওয়া যায়।

—অনরেবল ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

মদে দিন ।০ আনা হিসাবে খরচ করিলে, ৩০ বৎসরে শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা হার সুদের সুদে ৭০০০৲ সাত হাজার টাকারও অধিক খরচ হয়।

এ দেশে সুরাপান কিছু বাড়িল বা কমিল; ধনীদিগের মধ্যে পান বাড়িল বা দরিদ্রদিগের মধ্যে পান বাড়িল; বিলাতের ন্যায় পান-মত্ততা এ দেশে ব্যাপ্ত হইতেছে কি না; ইত্যাদি বিষয় মীমাংসা করিতে সময় নষ্ট করিয়া, সুরাপান হেতু বর্ত্তমান রাশি রাশি ক্ষতি দেখিয়াও নির্দ্দয় ও স্বার্থপরের ন্যায় নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে।

কেহ যেন সুরাপান না করাকে পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, কিম্বা অপায়ীও যে ঘোরতর পাপে মগ্ন হইতে পারে না, এরূপ মনে করিবেন না। কিন্তু ইহা প্রত্যেকের জানা কর্ত্তব্য যে, সুরাপান না করা অনেক প্রকার ক্ষতি ও পাপ হইতে নিস্তার পাইবার একটি উপায়।

১৮২৪ সালে বিলাতে স্পীরিটের কর প্রায় অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়াতে, স্পীরিটের খরচ সাত বৎসরের মধ্যে প্রায় দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছিল।

বিখ্যাত যোদ্ধা সার জন্ মুরের কোরুণাতে যুদ্ধ যাত্রা কালে

তাঁহার সেনাগণ প্রত্যহ যে পরিমাণে সুরাপান করিত, তাহা দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে, তাহাদের স্বাস্থ্য ও বল বৃদ্ধি হইয়াছিল।

জেলালাবাদের বিখ্যাত বৃটিষ সেনাদল পাঁচ মাস অবরুদ্ধ থাকাতে, কোন প্রকার মদ্য পান করিতে পায় নাই। কিন্তু বিখ্যাত বীর হ্যাভলক্ বলিয়াছেন; "যদি তাহাদিগকে মদ্য দেওয়া যাইত, তাহা হইলে, তাহারা যত পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ পরিশ্রম করিত; কারণ, মদ্যপান করিলে, তাহারা অনেকেই রুগ্ন ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইত; কিম্বা জ্বর-ভাবাপন্ন বা কম্পিত-কলেবর হইয়া কার্য্য করিত; কিম্বা খিট্-খিটে বা অসন্তুষ্ট হইত। কিন্তু এক্ষণে সকলের মধ্যে স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখিতে পাইতেছি।"

বিখ্যাত বক্তা পিট, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার এডিসন, স্কটলণ্ডের মহাকবি বর্ণ্স, শেক্ষপীয়রের গল্প-লেখক চার্লস ল্যাম্ব, বিখ্যাত কবি কোল্‌রিজ ও বাইরন, প্রসিদ্ধ বক্তা শেরিডান, মহাবীর আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি মহৎ ব্যক্তিগণও সুরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পান নাই।

মদ্যপানের ক্ষতির হিসাব।

অহিফেনের কর ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষের আবকারী আয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২৬, ০০, ০০, ০০৲ টাকা এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪০, ০০, ০০, ০০৲ টাকা। কি ভয়ানক বৃদ্ধি! এতদ্ভিন্ন, চীনদেশ-বাসীদিগের নিকট প্রায় ৯ কোটী টাকা প্রতি বৎসর অহিফেন বিক্রয় হয়। এই তের কোটী টাকা আবকারী আয়, ভূমির রাজস্বের অর্দ্ধেকেরও অধিক। তামাকের কোন কর নাই। বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় কোটী টাকার মদ আমদানি হয়।

১৮৮৪।৫ সালে আবকারী আয়।*

এ দেশীয় রাজাদের রাজ্য ...	৫৭ ০০ ০০৲
মধ্য প্রদেশ সকল	২ ৪৯ ০০ ০০৲
বৃটিষ বর্ম্মা	২ ২৪ ০০ ০০৲
আসাম	২ ২১ ০০ ০০৲
বঙ্গদেশ	১০ ৫০ ০০ ০০৲
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	৫ ২৪ ০০ ০০৲
পঞ্জাব	১ ৩৬ ০০ ০০৲

* ১৮৮৪।৫ সাল বলিলে, ১৮৮৪ সালের ১লা, এপ্রেল হইতে ১৮৮৫ সালের ৩১এ, মার্চ্চ বুঝায়।

মান্দ্রাজ	...	...	৭ ৭৭ ০০ ০০৲
বোম্বাই	...	...	৮ ২০ ০০ ০০৲
			৪০ ৫৮ ০০ ০০৲
চীনবাসীর নিকট হইতে অহিফেনের মূল্য			৮৮ ০০ ০০ ০০৲
			১২৮ ৫৮ ০০ ০০৲

দেশীমদে গভর্ণমেণ্টের ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১৮৫ ২৯ ০০৲ আয় ছিল; ১৮৮৫।৬ তে ৪ ৫১ ০২ ২৮৲ আয় হইয়াছে।

এই আবকারী আয়কে আমি ক্ষতি বলিতেছি না; কারণ, এই আয়ের দ্বারা রাজ-কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু এই আবকারী আয় জানিলেই প্রজাদের মাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে কত অর্থ নষ্ট হয়, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে জানা যায়; কেননা, আবকারী আয় মাদক দ্রব্যের মূল্যের কিয়দংশ। ইহাতে আমাদের কত অর্থ নষ্ট হয়, জানি না। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, এই সকল বিষ উৎপন্ন করিতে ভারতের কত শস্য ও কত উর্ব্বরা ভূমি আবশ্যক হয়, এবং কত লোক এই সকল বিষ উৎপন্ন ও বিক্রয় করিতে জীবন অতিবাহিত করে, তাহা জানিবার সুবিধা নাই। এতদ্ভিন্ন,ভারতবর্ষে অন্ততঃ বঙ্গ দেশে প্রতি বৎসর কত লোকের মদ খাইয়া কি রোগে মৃত্যু হইতেছে, কত লোক মাতলামী করিয়া দণ্ডিত হইতেছে, কত লোক মত্ত অবস্থায় কি কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, কত লোক মদ খাইয়া কি রূপে খুন করিতেছে, কত লোক মদ খাইয়া পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে রহিয়াছে, এবং সকল প্রকার মাদক দ্রব্য কি কি পরিমাণে বিক্রয় হইল, ইত্যাদি বিষয় এ বারে জানা গেল না। অনুসন্ধান করিয়া-

এ সকল বিষয় যথা সাধ্য এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে দিবার ইচ্ছা রহিল।

১৮৮৫।৬ সালেআবকারী আয়।

		বঙ্গদেশে।		কলিকাতায় (হাবড়া ও সুবর্ব্ব লইয়া)।
দেশী মদ	...	৪ ৫১ ০২ ২৮৲	...	৯৯ ৩৭ ৩৭৲
দেশী রম	..	৭ ৭০ ৯১৲	...	৬ ৫৭ ৭৫৲
বিলাতি মদ	...	২১ ৪৮ ৬৬৲	...	১২ ৩৯ ৯২৲
তাড়ি	...	৬৫ ৮৫ ৫২৲	...	৫ ৯১ ১৫৲
পাচুই	...	১৫ ০৫ ৪৪৲	...	০৲
চরস	...	১৬ ৪৬৲	...	১২ ০০৲
সিদ্ধি	...	৩ ৪৪ ২৩৲	...	১ ২৬ ৪৪৲
মাজুম	..	২৩ ৪৭৲	...	৬ ২৩৲
মাদৎ	...	৮ ৬৭ ০২৲	...	১ ৯৩ ৫৭৲
চণ্ডু	...	৩ ০৮ ৮৯৲	...	৯১ ৪২৲
শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত মদ		৩ ২০৲	...	৩ ২০৲
গাঁজা	...	১ ৯৪ ৬৬ ২৭৲	...	১৭ ৯৪ ২৯৲
আফিম	...	১ ৮৫ ৭৯ ৭৮৲	...	৩৩ ৬৬ ৮৬৲
বিবিধ	...	৫৭ ৭০৲	...	২ ৬১৲
	মোট	৯ ৫৮ ১৫ ৮৩৲	মোট	১ ৮০ ২১ ৮১৲

ইহা আদায় করিতে শত করা ৩৲ টাকা খরচ হইয়াছিল।

১৭৮৫।৬ সালে বঙ্গ দেশে সদর ভাটী নিয়মে ৫৯০টি দেশী মদের দোকান ছিল এবং ৩৬১৪টি খোলা ভাটী ছিল; সর্ব্ব শুদ্ধ

৪২০৪টি দেশী মদের দোকান ছিল। ৩০টি সদর ভাটীতে ৫৫ ২৮ ৩৯ (এক গ্যালন=প্রায় /৫ সের) দেশী মদ প্রস্তুত হয়।

১৮৮৫।৬ সালে বঙ্গ দেশে বিলাতি মদের পাইকারী ৬৪৭টি দোকান ও খুচরা ৭৪৪টি দোকান ছিল। খুচরা দোকানের মধ্যে হোটেল ৬৪টি, রেল পথে ২১টি ও ষ্টীমারে ১২টি দোকান ছিল। ঐ বৎসরে ওয়াইন ও লিকার ১২ ৫৫ ৯৮ গ্যালন, স্পীরিট ৩১ ৯৫ ০৭গ্যালন; এবং বিয়ার, পোর্টারও ঐ রূপ লিকার ৫৬ ০১ ২৪ গ্যালন আমদানি হইয়াছিল।

১৮৮৫।৬ সালে বঙ্গ দেশে দেশী রমের পাইকারী ২০টি ও খুচরা ৮৬টি দোকান ছিল; ১ ৯৯ ৪১ তাড়ি খানা এবং ২১ ৬২টি পাচুইএর দোকান ছিল। এতদ্ভিন্ন, শিল্প কার্য্যে ব্যবহৃত মদের ২ টি দোকান ছিল।

১৮৮৫।৬ সালে বঙ্গ দেশে ২৫৭টি সিদ্ধির দোকান (৮৫৯/০ মণ বিক্রীত); ৫৮টি মাজুমের দোকান; ৯৩ টি চণ্ডুর দোকান; ৪০১ টি মাদতের দোকান; ৩০ ৩৩ টি গাঁজার দোকান (৫৭১৭৮৯৷৷৵০ মণ বিক্রীত); এবং ২১ ২৫ টি আফিমের দোকান (১৮৪১৷৷ ৮৷৷০ মণ বিক্রীত), বর্ত্তমান ছিল।

১৮৮৫।৬ সালে কলিকাতায় (হাওড়া ও সুবর্ব্ব লইয়া) সদর ভাটি নিয়মে ১৩৭ টি দেশী মদের দোকান ছিল। ৩ টি সদর ভাটিতে ২১ ৩০ ১৭ গ্যালন দেশী মদ প্রস্তুত হয়। এই স্থানে বিলাতি মদের পাইকারী ১৭৫টি দোকান ও খুচরা ৩৬০ টি দোকান ছিল। খুচরা দোকানের মধ্যে ৩৯ টি হোটেল ও ষ্টীমারে ১ টি দোকান ছিল। এই স্থানে দেশী রমের পাইকারী ১১ টি

ও খুচরা ১১টি দোকান; ৩১৪ টি তাড়ি-খানা; ২টি চরসের দোকান; ২০টি সিদ্ধির দোকান (৩৫১॥৮ মণ বিক্রিত); ৩টি মাজুমের দোকান; ৩১ টি মাদতের দোকান; ১০ টি চণ্ডুর দোকান; ৬৩ টি গাঁজার দোকান (৫১৫॥২॥০ মণ বিক্রীত); এবং ৬৯ টি আফিমের দোকান (৩৬১/০ মণ বিক্রীত), বর্ত্তমান ছিল।

একসাইজ কমিশন ছয় মাস বহু অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, বঙ্গ বেহারের অধিকাংশ স্থানে পান-মত্ততা অতিশয় ভয়ানক রূপে বৃদ্ধি হইয়াছে।

একসাইজ কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গ দেশে তের জনের মধ্যে এক জন দেশী মদ খায়।

বঙ্গ দেশে ছয় কোটী লোকের বাস। ইহার অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক, এবং পুরুষদিগের মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগ বালক। স্ত্রীলোক ও বালক প্রায় মদ খায় না। ইহাদিগকে বাদ দিলে, এক কোটী লোক থাকে। ঐ এক কোটী লোকের মধ্যে একসাইজ কমিশনের হিসাবে যদি ৪৫ লক্ষ লোক মদ খায়, তাহা হইলে, দেশের কি কম দুর্দ্দশা!

একসাইজ কমিশন রিপোর্টে দেখা গিয়াছে যে, বিগত ৭ বৎসরে বঙ্গ দেশের জন সংখ্যা শতকরা ৮ জন বাড়িয়াছে; কিন্তু মদ্যপান শতকরা ১৩৫ জন হিসাবে বাড়িয়াছে।

একসাইজ কমিশনের মতে কলিকাতায় (হাবড়া ও সুবর্ব্ব লইয়া) চারি জনের মধ্যে এক জন দেশীমদ খায়; গয়া ও হাজারিবাগ ডিষ্ট্রিক্টে চারি জনের মধ্যে এক জন; পাটনা ডিষ্ট্রিক্টে তিন জনের মধ্যে এক জন; এবং দারজিলিং ডিষ্ট্রিক্টে দুই জনের মধ্যে এক জন খায়।

বিলাতবাসীদিগের পক্ষে (যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের আয় আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের আয়ের কুড়ি গুণ) উপরি উক্ত অবস্থা সামান্য হইতে পারে; কিন্তু এই গরিব ভারতবাসীদিগের পক্ষে, যাহাদের মধ্যে কোটী কোটী লোকের দীনান্তেও একান্ন জুটে না, তাহাদের এই ক্ষতিই যথেষ্ট। ইহাতে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ক্ষতি যোগ করিলে, চমকিত হইতে হয়,--প্রাণে বড় কষ্ট হয়।

লর্ড সাফ্‌টস্‌বরি ১৬ বৎসর পাগ্‌লা গারদ সকল অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, শতকরা ৬০ জন লোক কেবল মদ্য পান জন্য পাগল হইয়াছে।

তিন শত জন্মাবধি উন্মাদের (idiots) ইতিহাস বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে ১৪৫ জন মাতালের সন্তান। ইহাদের মধে ৭ টি সন্তানের পিতা ও মাতা উভয়েই মাতাল ছিল। পারিস নগরে একটি হাঁসপাতালে ৮৩ জন জন মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ছিল; তন্মধ্যে, ৬০ জন মাতালের সন্তান। এই ৬০ জন লোকের পিতা মাতার ৩০১ টি সন্তান জন্মে; তন্মধ্যে, ১৩২ টি বাল্যাবস্থাতেই মরিয়া যায়। অবশিষ্ট জীবিত ১৬৯ জনের মধ্যে কেবল ৬৪ জন সুস্থ ছিল।

সিংহল দ্বীপে কলম্বোর এক হাঁসপাতালে রেভরেণ্ড পিক্‌ফোর্ড সাহেব ক্রমান্বয়ে এগার জন রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তন্মধ্যে আট জনের সুরাপান করিয়া রোগ হইয়াছে।

যথায় সহস্র সহস্র লোক ঘোরতর দারিদ্র্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, সেই লণ্ডনে প্রতি বৎসর প্রায় ১৬ কোটী টাকা মদে খরচ হয়।

ডাক্তার নর্ম্যান বলেন যে, পক্ষাঘাত রোগ শতকরা ৯০টি কেবল মদ্যপানের জন্য ঘটে।

১৮৭৫ সালে ইংলণ্ডে যত মাতাল দণ্ডিত হইয়াছে, তাহার বার আনা ভাগ সাতটি প্রধান নগরের লোক্।

ডাক্তার নর্ম্মান কার বলেন যে, ১৫৪০ জন বাতরোগীর মধ্যে কেবল এক জন মাত্র জন্মাবধি মদ্যপান করে নাই; কিন্তু সেই ব্যক্তির পূর্ব্ব পুরুষ মদ্যপ্রিয় ছিল।

এই প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন যে, বার আনা হৃদ্‌রোগ মদ্যপান হইতে উৎপন্ন হয়।

১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ৬০ জন লোক এক খানা ডেনিস্ জাহাজ চড়িয়া হড্‌সন্ বে নামক প্রসিদ্ধ শীত-প্রধান স্থানে শীত কাল কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা সকলেই উৎকট উৎকট মদ্য ব্যবহার করিত। ইহাতে বসন্ত কাল আসিতে না আসিতেই ৫৮ জন মরিয়া গেল। সেই স্থানে আর এক খানা জাহাজে ২২ জন মাল্লা ছিল, তাহারা সেরূপ মদ্যপান করিত না, এজন্য; তাহাদের মধ্যে কেবল দুই জন মরিয়া গেল।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের এক বৎসরের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া স্থির করা হইয়াছে যে, ১০০০ জন মাতালের মধ্যে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়; ১০০০ জন পরিমিতপায়ীর মধ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়; এবং ১০০০ জন অপায়ীর মধ্যে ১১ জনের মৃত্যু হয়।

ডাক্তার এডোয়ার্ড ডার্ভিস, লণ্ডনের Medical, Invalid, and General Life Insurance Company নামক জীবন বমা কোম্পানির খাতা পত্র দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ২০ বৎসরের

অধিক বয়স্ক এক লক্ষ অপরিমিত পায়ী পুরুষ, এবং এক লক্ষ সাধারণ (অর্থাৎ অপায়ী, পরিমিত ও অপরিমিত পায়ী) পুরুষের মধ্যে নিম্ন লিখিত তালিকা অনুসারে পুরুষগুলি জীবিত ছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের সংখ্যা গণনা করিলে, এই রূপ ফলই দেখা যায় ;—

বয়স।	অপরিমিত পায়ী	সাধারণ।
২৫	৮ ১৯ ৭৫	৯ ৫৭ ১২
৩০	৬ ৪১ ১৪	৯ ১৫ ৭৭
৩৫	৫ ০৭ ৪৬	৮ ৬৮ ৩০
৪০	৩ ৯৬ ৭১	৮ ২০ ৮২
৫০	২ ১৯ ৩৮	৭ ০৬ ৬৬
৬০	১ ১৫ ৬৮	৫ ৬৩ ৫৫
৭০	৫০ ৭৬	৩ ৫২ ২০
৮০	৮ ০৭	১ ৩১ ৬৯

১৮৫৪ সালের অগষ্ট মাসের Valksvriend নামক সাময়িক পত্রিকায় লিখিত আছে যে, "গত বৎসর হলাণ্ড দেশস্থ রটার্ড্যাম নামক নগরে ওলাউঠা রোগে ৯০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল; তন্মধ্যে, তিন জন অপায়ী ছিল।"

জোসেফ চ্যাম্বার্লেন পার্লামেণ্টের প্রজা সভায় ১৮৭৭ সালের ১৩ মার্চে নিম্ন লিখিত বিস্ময় জনক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কোন এক শনিবারে বার্ণিংহাম নগরে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট কেবল মাত্র ২৯ জন লোককে মাতলামির জন্য ধৃত করা হইয়াছিল; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, সে দিন তিন ঘণ্টার মধ্যে

কেবল ৩৫টি মদের দোকান হইতে ৮৩৮ জন লোক মত্ত অবস্থায় বাহির হইয়াছিল।

ডাক্তার এল্‌বার্ট ডে বলেন যে, ৪০০০ রোগীকে পানমত্ততার জন্য চিকিৎসা করিয়া দেখিয়াছি যে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অনেক অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ওয়াইন, বিয়ার প্রভৃতি অতি অল্প তীব্র মদ ব্যবহার করিয়াই ক্রমশঃ মাতালের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে যে, অল্প তীব্র মদের ব্যবহার হইতেই প্রমত্ত অবস্থার সূত্রপাত হয়। পৃথিবীতে বোধ হয়, ইহাঁর অপেক্ষা কেহই পান মত্ততার চিকিৎসা বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই।

পোর্টস্‌ মাউথ্‌ নগরের সৈন্যদলের অবস্থা।

অক্টোবর ১৮৭৮ হইতে মার্চ ১৮৭৯ পর্য্যন্ত।

সৈন্যের মোট সংখ্যা ৫২৩৯।

	অপায়ী	পায়ী
	১৫১৫	৩৭২৪
মৃত্যু সংখ্যা	০	৫
হাঁসপাতালে ছিল	৫৯	৬৫৭
অপারগ	৩	১৮
দণ্ডিত	০	১৮
দোষী	২০	৩৪৭
নিম্ন শ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছিল	০	১২
সেভিং ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছিল	৩৭৮৮ পাঁউণ্ড	৩৭১১ পাউণ্ড

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কুড়ি অপেক্ষা অধিক বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া স্থির করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অন্যান্য

শ্রেণীর লোক যদি দুই জন মরে তবে মদ্য-ব্যবসায়ী তিন জন মরে।

১৮৭৬ সালের মে মাসে বৃটিষ ডাক্তারদিগের সুরাপান নিবারিণী সভা (British Medical Temperance Association) স্থাপিত হয়। এই সভার সভ্যগণ ১৮৭৬ সালের ৩০এ জুন হইতে ১৮৭৭ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া নিম্ন লিখিত ঘটনাগুলি প্রকাশ করেন ;—

৩৭৫ জন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করে, তাহার মধ্যে—

	অপায়ীর সংখ্যা	পায়ীর সংখ্যা
	৯১	২৮৪
প্রসবের পর রক্তস্রাব ...	২ ...	১৩
কষ্টে প্রসব করে ...	১ ...	৩০
প্রসবের পর চারি সপ্তাহ মধ্যে প্রসূতির জ্বর ...	০ ...	১৯
প্রসূতির মৃত্যু ...	০ ...	১
প্রসবের পর চারি সপ্তাহ মধ্যে জীবিত প্রসূত সন্তানের মৃত্যু	০ ...	৭

দুই শত আটাশ জন লোকের নানা কারণে মৃত্যু হয়। তাহারা মধ্যে ৮টি মৃত্যুর প্রধান কারণ সুরাপান; ৭টি মৃত্যুর গৌণ কারণ সুরাপান; এবং ৩৮টি মৃত্যু সুরাপানের সাহায্যে ঘটিয়াছিল।

ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ডে মদ্যপানে যে সকল অশেষ প্রকার ক্ষতি হইতেছে, তাহার মধ্যেহুই চারিটি নিম্নে লেখা হইল ;—

রাজস্বের তিন ভাগের এক ভাগ আবকারী আয়।

১৮৭০ হইতে ১৮৮১ পর্য্যন্ত ১২ বৎসরে মদে এক হাজার ছয় শত কোটী টাকা খরচ হইয়াছে। মদ্যপানের গৌণ খরচ, অর্থাৎ, মদ্যপান করিয়া লোকে যে অনেক প্রকারে অর্থ অপব্যয় করে, তাহা প্রায় এত টাকা। কেবল মাত্র ইহার সিকি টাকা রাজকীয় ধন ভাণ্ডারে গিয়াছে।

এই বার বৎসরের গড় লোক সংখ্যা ৩৩ ০০ ০০ ০০ ধরিলে, প্রত্যেকে গড়ে বৎসরে ৪০৲ টাকা মদে খরচ করে।

বৃটিষ জাতি রুটি, মাখন, পনির এবং দুগ্ধে যত খরচ করে, সমুদয় একত্র করিলে, মদের খরচের সহিত সমান হয়।

মনে কর, ঐ ইংলণ্ডের সমুদয় মদের দোকান (১৮০,০০০) গুলি এক রাস্তার ধারে পাশাপাশি সাজান আছে, এবং মনে কর, প্রত্যেক মদের দোকানের মোহাড়া ১৬ হাত লম্বা; তাহা হইলে, ঐ রাস্তাটি ৩৫০ ক্রোশ লম্বা হইবে।

এই জাতির সমুদয় আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মদে ব্যয় হয়।

প্রতি বৎসর মদ্যপানে প্রায় ১ ২০ ০০০ অকাল মৃত্যু হয়। মনে কর, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির শ্মশান-যাত্রিদল রাস্তার লম্বা-দিকে ৪০ হাত স্থান অধিকার করিয়া আছে, এবং যদি সমুদয় মৃত ব্যক্তিকে একেবারে গোর দিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা হইলে, ঐ রাস্তা ৬০০ ক্রোশ লম্বা হইবে।

এই স্থানে প্রায় ছয় লক্ষ মাতাল আছে; তাহার মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫।৩০ জন স্ত্রীলোক। পরিমিত পানের গুণগান কারীদিগের জানা উচিত যে, পরিমিত পান হইতেই এত মাতাল হইয়াছে।

	মদের খরচ *।	মাতাল ধরা পড়ে।	পাপকার্য্যের জন্য দণ্ডিত হয়।
১৮৬০ সালে	৮ ৪০ ০০ ০০ ০০৲	৮ ৮৩ ০০	২৫ ০০ ০০
১৮৭৬ সালে	১৪ ৭০ ০০ ০০ ০০৲	২০ ০০ ০০	৫২ ০০ ০০
১৮৮০ সালে	১২ ২০ ০০ ০০ ০০৲	১৭ ২৮ ০০	৫১ ০০ ০০
১৮৮৬ সালে	১২ ৩০ ০০ ০০ ০০৲		

প্রতি বৎসর ৭০০।৮০০ নাবিক জাহাজ মগ্ন হইয়া মরে; কিন্তু প্রতি সপ্তাহে উহার দ্বিগুণ মাতালের মৃত্যু হয়।

১৮৫৭ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের লোক সংখ্যা শতকরা ২২ জন বাড়িয়াছে; কিন্তু মদের খরচ শতকরা ১২০৲ বাড়িয়াছে।

১৮৬০ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে পাগলের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ৮১৬টি চোরের আড্ডার মধ্যে ৭২৫টি মদের দোকান।

বিলাতে পাঁচ বৎসরে কেবল মদে যত টাকা খরচ হয়, তাহা শতকরা ৫৲ টাকা সুদে খাটাইলে, প্রতি বৎসর আবগারী আয়ের অপেক্ষা অধিক আয় হয়।

মদ প্রস্তুত করিতে এক বৎসরে যত বার্লি নষ্ট হয়, তাহাতে যদি এক দোকানে দিন ৫,০০০ খানা রুটি তৈয়ার হয়, তাহা হইলে সেই রুটি তৈয়ার করিতে ৬৪০ বৎসর লাগে।

---

* এক পাউণ্ডের মূল্য ১০৲ টাকা ধরিয়াছি। বর্ত্তমান এক্সচেঞ্জ হিসাবে ধরিলে ইহার দেড় গুণ টাকা খরচ হয়।

১৮৩০ সালে ইংলণ্ডে ৫০৪ ২৫ খানা শুঁড়ীর দোকান ছিল; ১৮৮০ সালে ১৫০,০০০ হইয়াছিল।

১৮৭৫ হইতে ১৮৭৭ পর্য্যন্ত তিন বৎসরের মধ্যে বিলাতে ৪৩ ২১ ৭২ ৬১৯ পাউণ্ড খরচ হয়। ঐ সকল স্বর্ণ মুদ্রা প্রত্যেক এক ঘোড়ার গাড়ীতে ২৫ হন্দর (প্রায় ৪০ মণ) বোঝাই করিলে, ২ ৭১৬ গাড়ি বোঝাই হয়। ঐ সকল গাড়ি সার গাথিয়া দাঁড় করাইলে ছয় ক্রোশ লম্বা হয়।

যাহারা দশ বারের অধিক দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ডিত হইয়াছে, ২৮৮৬ সালে ইংলণ্ডে ও ওয়েলসে এরূপ পুরুষের সংখ্যা ৫০ ৭৪৩ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৯৮১ জন।

বিলাতে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে এক কোটী পাউণ্ড খরচ হয়; শিক্ষা কার্য্যে এগার কোটী পাউণ্ড খরচ হয়; কিন্তু মদ্যপানে ১৩৬ কোটী পাউণ্ড খরচ হয়।

বিলাতে এক বৎসরে মদে যত স্বর্ণ মুদ্রা (পাউণ্ড) খরচ হয়, তাহা পাশাপাশি করিয়া রাখিলে ১৮০০ মাইল লম্বা হয়; এবং উপর উপর রাখিলে, ১৪০ মাইল উচ্চ হয়।

আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স নামক দেশে সুরাপান জন্য যত ক্ষতি হয়, নিম্নে তাহার কিছু আভাষ দিতেছি;—

১৮৮৬ সালে, ২০৫৮৩৪ খানা মদের দোকান ছিল।

মদ্যপান জন্য প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ লোক অকালে প্রাণ ত্যাগ করে, ৬০ হাজার লোক গরীব হইয়া যায়; এবং ৭ কোটী বুষেল শস্য নষ্ট হয়।

১৮৮৬ সালে মদ হইতে রাজ্য ভাণ্ডারে ৮,৮৭,৬৮৯,৯৭ ডলার (প্রায় ১৮ কোটী টাকা) আদায় হইয়াছিল।

প্রজাদিগের বৎসরে প্রায় ১৮০ কোটী টাকা মদে খরচ হয়।

এ দেশের লোকেরা বৎসরে কি বিষয়ে কত খরচ করে, তাহার তালিকা ;—

	ডলার *
মদ	৯ ০০ ০০ ০০ ০০
রুটি	৫ ০৫ ০০ ০০ ০০
বস্ত্র	৪ ৫২ ০০ ০০ ০০
মাংস	৩ ০৩ ০০ ০০ ০০
লোহা	২ ৯৬ ০০ ০০ ০০
চা, কাফি, কোকো, চোকেলেট ...	১ ৪৫ ০০ ০০ ০০
সাধারণের স্কুল ..	৯৬ ০০ ০০ ০০
ধর্ম্মযাজকদিগের বেতন ...	১২ ০০ ০০ ০০
প্রচার কার্য্য ...	৫ ৫০ ০০ ০০

* এক ডলারের মূল্য ৪ শিলিং ২ পেন্স (প্রায় ২৲ টাকা)।

সুরাপানের ক্ষতির কতকগুলি দৃষ্টান্ত।

পৃথিবীতে মদ খাইয়া লোক কত দুষ্কর্ম্ম করে; এবং কিরূপ ভয়ানক রূপে আত্মহত্যা কিম্বা অপরকে হত্যা বা নির্য্যাতন করে, বা অদ্ভুত কর্ম্ম করে, তাহার অল্প সংখ্যক ভাগই জনসাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে গুলি প্রকাশিত হয়, তাহা সংগ্রহ করিলে, প্রতি সপ্তাহে ২।৪ শত ঘটনা একত্রিত হইতে পারে। এই সমুদয় আশ্চর্য্য ও ভয়ানক ঘটনা সংগ্রহ করিয়া প্রতি সপ্তাহে এরূপ এক পুস্তক মুদ্রিত করা যায়, যাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; চক্ষে জল আসে ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অধিক ঘটনা সন্নিবেশিত করিবার স্থান নাই। ইহাতে অনেক বিলাতীয় মাতালের বিষয় লিখিত হইল, এজন্য, অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এ দেশীয় মাতালদিগের ঐরূপ ভয়ানক অবস্থা ঘটে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, সমান পরিমাণে মদ খাইলে, এই উষ্ণ দেশীয় মাতাল-দিগকে অধিকতর দুর্দশায় পড়িতে হয়; তবে কি না, বিলাতের সহিত তুলনায় এ দেশের গড়ে মাতালের সংখ্যা অধিক নয়।

এতদ্ভিন্ন, আর এক প্রকার ক্ষতির দৃষ্টান্ত এ পুস্তকে দুই

একটি ভিন্ন অধিক দেওয়া নাই। এই প্রকার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার ক্ষতির দৃষ্টান্তের অনেক গুণ অধিক হইতে পারে। এই ভূমণ্ডলে কত লোক অতিরিক্ত পান জন্য বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিম্বা অতিরিক্ত পান করিতে করিতেই যম-ভবনে গমন করে; কত লোক সুরাপান করিয়া পুত্র কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া বংশ পরম্পরা মধ্যে পানমত্ততা, পাপপ্রবণতা, রোগ, জরা ও মৃত্যুর বীজ রোপণ করে; এবং কত লোক পরিমিত পান করিয়াও অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ দেহকে রোগের আবাস ভূমি ও মনকে পাপের ক্রীতদাস করিতেছে, এবং অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেছে। সেই সকল ঘটনা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত হওয়া ও গণনা করা অসম্ভব। সেই সকল ঘটনারাজির চিত্র এক বার মাত্র হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিলেও প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

এক জন মাতাল মদের প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্ত্রীকে বলিত, "দয়া করিয়া আমাকে বন্ধ করিয়া রাখ, বাহিরে যাইতে দিও না।"

—"Autobiography of J. B. Gough."

আর এক জন মাতাল বলিয়াছিল, "আমি দুই বৎসর একটুও মদ খাই নাই; যদি আমি মদ্যপান বিষয়ে পাঠ করি, অমনি আমার মদ খাইতে ইচ্ছা হয়।" —Dito.

এক জন ভদ্রলোক ২৮ বৎসর মদ্য পান ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যখনই আমি মদ্যপায়ীর মুখে মদের গন্ধ পাই, তখনই আমার মদ খাইতে ইচ্ছা হয়।" —Dito.

আর এক ব্যক্তি অনেকগুলি ভদ্র লোকের সম্মুখে বলিয়া-

ছিলেন, "বরং আমি আমার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিতে পারি, তথাপি, মদ ছাড়িতে পারি না।" ইহার দেড় মাস পরে, সেই ব্যক্তি ভীষণ উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া ছিল। —Dito.

এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়া কৃত কার্য্য না হওয়াতে; তাহার শিশু সন্তানকে বিছানা হইতে তুলিয়া লইয়া যত ক্ষণ সে না মরিল, তত ক্ষণ তাহার ঘাড় ধরিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল।

—"Strong Drink and its Results."

একটি মত্ত স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানকে বিষ্ঠার উপর ফেলিয়া রাখিয়া মারিয়াছিল। —Dito.

বঙ্গদেশে এক জন মদ খাইয়া তাহার স্ত্রীকে ক্রমাগত দুই ঘণ্টা কাল লাথি মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলিয়াছিল। —Dito.

এক ব্যক্তি মদ খাইয়া তাহার শিশু সন্তানকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার মাংস খাইয়াছিল।

"আমি এবং আমার ৪৭ জন ইউরোপীয় সেনা উত্তাপ দ্বারা মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। আমি ভিন্ন সকলেই তিন ঘণ্টা মধ্যে মরিয়া গিয়াছিল। আমি মদ্য পান করি না, তাই বাঁচিয়া গেলাম।" —সিন্ধুদেশ-বিজয়ী সার চার্লস নেপীয়ার।

৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক জন মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি মদ্য পান করিলে, এক লাইনও লিখিতে পারিতেন না। —"বিষবৈরী"।

কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার বেশ্যাগৃহে মাতাল অবস্থায় কূপে পড়িয়া মরিয়াছিলেন। "বিষবৈরী"।

সিংহলে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাতাল হইয়াছিল। মদ ছাড়িতে

না পারিয়া ঘৃণায় ও লজ্জায় কূপে ডুবিয়া মরে। সেই কূপেই তাহার পিতাও মাতাল হইয়া ডুবিয়া মরে।—"Alliance News."

কলিকাতার অন্য এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার মাতাল হইয়া মৃতাবস্থায় রাস্তায় পড়িয়াছিলেন। —"বিষবৈরী"।

বিলাতে একটি স্ত্রীলোক মাতাল অবস্থায় এক মই দিয়া ৬০ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। মইখানি এক দেয়ালে এরূপ লম্বভাবে লাগান ছিল যে, তাহাতে আরোহণ করা অতি বিপদ জনক। ঐ স্ত্রীলোক মাতাল হওয়াতে, ১৬০ বার দণ্ডিত হইয়াছিল।

—"Alliance News."

এক মাতাল এই ভয়ানক কথা বলিয়াছিল, "আমার ও একটি মদের বোতলের মধ্যস্থলে যদি নরক হাঁ করিয়া থাকে, এবং মদ আনিতে গেলেই ঐ ভীষণ গর্ত্তের মধ্যে পড়িব ইহা জানিলেও আমি লোভ ছাড়িতে পারি না।"

—"Talks on Temperance."

এক মাতালের মূর্চ্ছার সহিত কম্প-রোগ (delirium tremens) হইয়াছিল। হাজার হাজার সাপ আসিতেছে এই ভয়ে সেই ব্যক্তি এক চেয়ার হইতে অন্য চেয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইত, কখন বা লোকে তাহাকে কাটিতে আসিতেছে, এই ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করিত। কখন বা হঠাৎ তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইত। কখন বা বলিত যে, সে নিজে মরিয়া গিয়াছে, এবং এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত যে, "কে আমার দেহ লইয়া পলাইয়াছে! বদমাইস! আমার দেহ ফিরাইয়া দে!" অল্প দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল।

—"Alcohol: its place and power."

এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্তই হইয়া বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন কালে নৌকায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "আরে! মা চল্‌লেন, মার সঙ্গে কি কেহ যাবে না! অরে বেটা ঢাকি, তুই যা,"—এই বলিয়া ঢাকীকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দেন। ঢাকী ভাসিতে ভাসিতে বহু ক্লেশে বাঁচিয়া ছিল।

—"মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?"

সুরাপান করিলেই আমি বিমর্ষ হই; কখনও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হই না। —সুকবি লর্ড বাইরণ।

সুরা, ইয়ারকি ও অপকারী তামাক সম্পূর্ণ রূপে আমার মস্তিষ্ক খারাপ করিয়াছে। —শেক্ষপীয়রের গল্প লেখক চার্ল্‌স ল্যাম্ব।

মদ মস্তিষ্কের কার্য্য অবরোধ করে। ইহার বশীভূত হইয়া গূঢ় বিষয় চিন্তা করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

—দর্শনবিদ্ ডাক্তার বেন।

ভারতবর্ষের কত প্রসিদ্ধ রাজা, জমিদার, ও ধনী মানী বিদ্বান্ ব্যক্তি, কত শত লোককে কাঁদাইয়া অকালে মরিয়া গিয়াছেন, সহজে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কতকগুলি কারণ বশতঃ তাঁহাদের তালিকা দেওয়া গেল না।

শেফিল্ড নগরে একটি স্ত্রীলোক তাহার পুত্রকে আহার না দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। লণ্ডনের সন্তানদিগের প্রতি করিলে, নিবারণী সভা এ বিষয়ে ফরিয়াদী হইয়া প্রমাণ কলিকাতায়, ঐ স্ত্রীলোক তাহার সন্তানদিগকে ভিক্ষা স্থায় কূপে পড়িয়া সে ঐ ভিক্ষা দ্বারা মদ খাইত। এক সময়ে সিংহলে এক স্বপুত্রকে শীতল জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া

রাখিয়াছিল, এবং সে পাছে উঠিয়া পলায়, এই জন্য, ঐ স্ত্রীলোক দরজার চাবি দিয়া পুত্রের মাথায় ঘা মারিতে মারিতে রক্ত বাহির করিয়াছিল। যখন সে মার কাছে রুটি চাহিত, মা তাহাকে প্রহার করিত; এবং যখন সে মার খাইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিত, মা তাহাকে মদ খাইতে দিত। সন্তানেরা উলঙ্গ থাকিত; এবং উহাদের বাড়ীতে কোন দ্রব্য সামগ্রী ছিল না। ঐ বালক এগার বৎসর বয়সে না খাইতে পাইয়া মরে; কিন্তু তাহার ওজন ১৫ সেরের অধিক ছিল না।

—"Alliance News."

পাণ্ডুয়া গ্রামের দক্ষিণে ফকির চাঁদ ঘোষাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অচেতন হইয়া, ক্ষণ কাল গোভাগাড়ে পড়িয়াছিল। শকুনীগণ মৃতবোধে তাহার নাসিকা, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও চক্ষু খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় কয়েক জন লোক তাহাকে রক্ষা করিল বটে; কিন্তু সে কিছু দিন পরে প্রাণ ত্যাগ করিল।

—"মদ না গরল?"

এক যুবা মদের ঝোঁকে বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়িয়া মরিয়াছিল।

—"মদ না গরল?"

এক রোগী তাহার চিকিৎসককে বলিল, "গত রাত্রে আমি যখন শুঁড়ীর দোকান হইতে আসিতেছিলাম, একটা ভূত আমাকে তাড়া করিয়াছিল।" চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূতটার আকার কিরূপ?" রোগী উত্তর করিল, "গাধার মত।" চিকিৎসক বলিলেন, "বাড়ী যাও; আর মদ খাইও না। তুমি মাতাল হইয়াছিলে, ও আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলে।"

—"মদ না গরল?"

কলিকাতার এক ভদ্র লোকের ছেলে শুঁড়ীকে সমুদয় পরিধান বস্ত্র গুলিন দিয়া এক খানি সংবাদ-পত্র পরিধান করিয়া বাড়ী আসে। —"মদনা গরল।"

বিলাতে সেণ্ট জর্জ্জ নামে এক জাহাজে প্রায় ৫৫০ জন লোক পার হইতেছিল। জাহাজে ৯৪টা বারুদ-পোরা কামান ছিল। নাবিকেরা মদ্য পান করিয়া আমোদ জন্য ৭৪টা কামানে একবারে আগুন দেয়। তাহাতে জাহাজস্থ ৩৫০ জন লোকের মৃত্যু হয়। —"মদ না গরল।"

জুবিলি উপলক্ষে মহারাণীর নিকট এক জন ভারতবর্ষীয় রাজা মত্ত অবস্থায় যাওয়াতে, তাহাকে সে স্থান হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। —"সঞ্জীবনী।"

একটি তিন চারি বৎসরের শিশুকে তাহার পিতা মাতা সুরাপান করাইয়াছিল। যখন সে নেশায় টলিতেছিল, তাহারা এই ঘৃণিত দৃশ্য উচ্চ হাস্য ও চীৎকার করিয়া দর্শন করিতেছিল।

—"Fortnightly Review," Feb. 1875.

রসপুরের এক জন পাঠশালের গুরুমহাশয় খোলাভাটির মদ খাইয়া সমস্ত দিন বেহুঁস অবস্থায় পাঠশালায় পড়িয়াছিল।

—"গ্রামবাসী", ভাদ্র, ১২৯৪।

হরিপালের খোলাভাটির উঠানে একটি রমণী লজ্জা ও মানে জলাঞ্জলি দিয়া সুরাপানে মৃতবৎ হইয়া পতিত রহিয়াছে। আর এক রমণী গরল পানে উন্মত্তাবৎ চারি দিকে বিচরণ করিতেছে। —"সময়", ১৪ ভাদ্র, ১২৯৪।

শুঁড়ী এক দল কলহ-প্রিয় লোককে মদ্য না দেওয়াতে,

তাঁহারা এক খালের দিকে দৌড়িয়া গেল; এবং তাহাদের দলপতি জলে ঝাঁপ দিল। তাহার দেখা দেখি, আর তিন জন ঝাঁপ দিল। তন্মধ্যে এক জন ডুবিয়া মরিয়া গেল।

—"Alliance News."

মার্গারেট স্মল্ম্যান নাম্নী একটি স্ত্রীলোক তাহার দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা এক কন্যাকে মদ কিনিবার জন্য প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে কতকগুলি তাম্র মুদ্রা ধার করিতে পাঠাইয়াছিল। প্রতিবেশী ধার না দেওয়াতে, নিষ্ঠুরা মাতা কন্যাকে গায়ের কাপড় খুলিয়া চাবুক দিয়া মারিতে মারিতে নির্দ্দয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

—Dito.

তিপ্পান্ন বৎসর বয়স্ক এক চামার তাহার বাইশ বৎসর বয়স্কা এক কন্যাকে মত্ত অবস্থায় কামরিপু চরিতার্থ করিবার জন্য আক্রমণ করে। কন্যা ঐ প্রস্তাবে ঘৃণা প্রকাশ করাতে, দুর্দ্দান্ত পিতা তাহার নিকট অর্থ চাহিয়াছিল। তাহাও না পাওয়াতে, তাহাকে ভয়ানক রূপে মারিতে মারিতে নির্দ্দয় ও অচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল। —Dito.

এক জন কারিকর মদমত্ত অবস্থায় খুন করিবার উদ্দেশে এক খানি ছুরি লইয়া তাহার আট জন সন্তানকে আক্রমণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে, এক কন্যা সাহস করিয়া পিতার হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লওয়াতে, মাতা সকল সন্তানকে লইয়া পলায়ন করিল। —Dito.

দুই সহোদর ভ্রাতা মাতাল হইয়া আর এক জন লোকের সহিত তাস খেলিতেছিল। এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে জুয়াচোর বলাতে, দুই জনে মারা মারি হইল, এবং এক জন

অপরকে মারিয়া ফেলিল।—"Manchester Guardian," 20th. June 1887.

মেরী এণ্টনি নামক এক স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া তাহার তিন জন সন্তানকে হত্যা করিয়াছিল।

—"Pall Mall Gazette," 18th June 1887.

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবির নিকট দুইটি স্ত্রীলোক মদ খাইয়া দুই তিন ঘণ্টা মারামারি করিয়াছিল। এক জন অপরের চুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, এবং এক খানি চেয়ারের দ্বারা আঘাত করিতে করিতে হত্যা করিয়াছিল। —Dito, 21st. June 1887

এক বদ্ধ মাতাল তাহার স্ত্রীকে খুন করিয়াছিল, তাহার শিশু কন্যার হাতে ছোরা মারিয়াছিল, তাহার ভ্রাতার পীঠে ছোরা মারিয়াছিল, এবং তাহার ভাইপোকে ছোরা মারিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

—"N. Temperance Advocate," April 1880.

এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিল, "হায়! যত দিন আমি বাঁচিব, তত দিন আমার মদ চাই। আমাকে ফাঁসি দিবার হুকুম হইলে, যে শোচনীয় অবস্থা হয়, আমার আজ ঠিক্ সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।" —"J. B. Gough."

বাঘনানের অধীন সাহাড়া গ্রামের এক জন শ্রমজীবী লোক এক দিন খোলাভাটীর মদ খাইয়া তাহার পিতা ও মাতাকে নৃশংস রূপে মারপীট করে। —"গ্রামবাসী," ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪।

বাঘনান নিবাসী এক জন দুলে মাতালঅবস্থায় তাহার ভ্রাতৃজায়ার উদরে এক লাথি মারিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি পূর্ণ গর্ভবতী ছিল। —"গ্রামবাসী," ১৬ই আষাঢ় ১২৯৪।

খালোড় নিবাসী এক জন বারুই এক দিন মদ্য পান করিয়া একটা পুকুরে পড়িয়া যায়। কোন ক্রমে উঠিতে না পারিয়া সমস্ত দিনই মাতাল-অবস্থায় সেই পুকুরে বসিয়া থাকে। সন্নিকটে মুসলমান মজুরেরা সমস্ত ব্যাপার দেখিয়াও লোকটা মদ খাইয়াছে বলিয়া কেহ স্পর্শ করিল না। পরে এক জন ভদ্র লোক আসিয়া তাহাকে পুকুর হইতে তোলেন। লোকটা আর কদাচ মদ্য স্পর্শ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

—"গ্রামবাসী," ১৬ই আষাঢ় ১২৯৪।

ক্রুশ নামে কোন স্ত্রীলোক মদোন্মত্তা হইয়া রন্ধনের হাতা দ্বারা তাহার স্বামীর মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল।

—"Birmingham Daily Mail," 10th. Oct. 1887.

এক বিখ্যাত চিকিৎসক (যিনি মেডিক্যাল কলেজের প্রোফেসার ছিলেন) কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তেজিত ভাবে বলিয়াছিলেন, "ডাক্তার জেওএট, আমার ভয় হয় যে, সুরাপানের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার সময় আমার পক্ষে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যত দিন না আমার মৃত্যু হয়, তত দিন আমার নিস্তার নাই।"

—"Bound and How" by C. Jewett, M. D.

এক ব্যক্তি মাতলামী করিতে করিতে তাহার হাঁটুর নীচের দুই খানি হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। সেই সময়ে সে নিজে অজ্ঞান ছিল বলিয়া এবং তাহার স্নায়ুমণ্ডলী অসাড় ছিল বলিয়া, সে ঐ ভয়ানক বিপদকে আহ্লাদের বিষয় করিয়া তুলিয়াছিল। হাঁটুর ঠিক নীচে দুই হাত দিয়া পা ধরিয়া তুলিয়া এ দিক্ ওদিক্ দোলাইতে ছিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে

লাগিল, "দেখ দেখ, ডাক্তার! আমি কেমন মজার পা পেয়েছি! দেখ, কেমন আমার পায়ে একটা নূতন জোড় লেগেছে!"

—Dito.

এনি পাঙ্ক নাম্নী এক ষোল বৎসর বয়স্কা শান্ত প্রকৃতি রমণী, তাহার জননীর মদ্যপান জন্য ভয়ানক দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। —"Leeds Mercury," 26th May. 1887.

কোন এক ঘোর মাতালকে তাহার বন্ধু মদ ছাড়িতে উপদেশ দেওয়াতে, সে উত্তর করিয়াছিল;—"সাংসারিক সুখ যে কি রূপ, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমি তাহা চাই না। আমি লোকের শ্রদ্ধা লাভ করিতে চাই না। আমি অর্থ চাই না, স্বাস্থ্য চাই না, আমি রম্ অর্থাৎ তীব্র মদ চাই।

—"Canada Citizen."

রেবেকা গেইসা নাম্নী এক নারী মদ্য পানে মত্ত হইয়া পড়িয়া যায়; কিন্তু পড়িবার সময় মাথার চুলের কাঁটা মেরুদণ্ডে বিঁধিয়া যাওয়াতে, প্রাণত্যাগ করে।

—"St. Jame's Gazette," 19th Nov. 1887.

এক স্ত্রীলোকের তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। সেই স্ত্রীলোক অতিশয় সুরাপায়ী ছিল এবং পক্ষাঘাত রোগে প্রাণত্যাগ করে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমরণ মধ্যে মধ্যে ঘোর মাতাল হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহার মধ্যম পুত্র প্রত্যহ শয়ন কালের পূর্ব্বে নেশা করিত। তাহার মনে সর্ব্বদা অশান্তি বর্ত্তমান থাকিত, এবং সেই ব্যক্তি অকারণ সন্দেহান্বিত ও হিংসাপরতন্ত্র ছিল। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বাল্য কালেই মাতাল হইয়া

জীবনের খেলা শেষ করে। ঐ রমণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা পাগলা গারদে কাল কাটাইয়াছিল। মধ্যমা কন্যা তাহার খামখেয়ালি আচরণ জন্য লোকের অতিশয় অপ্রিয় ছিল। কনিষ্ঠা কন্যার ক্ষয় কাশে মৃত্যু হয়। উপরোক্ত মধ্যম পুত্র এক সুস্থকায় মেধাবতী কন্যাকে বিবাহ করে। তাহাদের দুই পুত্র জন্মে। প্রথম পুত্র ক্ষমতাপন্ন ছিল বটে; কিন্তু উত্তেজিত স্বভাব ও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ছিল। দ্বিতীয় পুত্র দুষ্ট, চোর ও দুষ্ক্রিয়াশক্ত ছিল। তাহার হৃদয়ে কিছু মাত্র সুনীতির ভাব ছিল না। এই রূপেই দূষিত রক্তের সহিত পরিষ্কার রক্তের মিলন হেতু আমরা সুরার বংশানুক্রমিক প্রভাবের অধম ফল সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ নগরের অতিশয় ঘৃণিত স্থানে সুরার বংশপরম্পরাগতি প্রায়ই ক্রমশঃ বৃদ্ধির অবস্থায় দেখিতে পাই। জনক জননীর দূষিত রক্ত হইতে উৎপন্ন অনেক সন্তান এ রূপ দুর্ব্বল দেহ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে যে, তাহাদের অধিকাংশই এক বৎসরের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে, এবং যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহারা বিকৃত শরীর ও মন লইয়া জীবন অতিবাহিত করে। —Dr. Willard Parkar.

এক শান্ত-প্রকৃতি যুবা অল্প মাত্র সুরা পান করিয়া এ রূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল যে, তাহার মাতা তাহাকে মদ কিনিবার অর্থ দেন নাই বলিয়া তাঁহাকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিয়াছিল। —"T. Tract," No 126.

মোরেল সাহেব এক মাতালের বংশাবলীর বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন;—যথা, সেই মাতাল মদের দোকানে কলহ করিতে করিতে নিহত হইয়াছিল। তাহার পুত্র মদ্যোন্মাদ ও পক্ষাঘাত

রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার পৌত্র বিমর্ষ ভাব, এবং নির্য্যাতনের কল্পিত ভয় ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। তাহার প্রপৌত্রের সামান্য বুদ্ধি-শক্তি ছিল; কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সে ষোল বৎসর বয়সে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়; এবং অবশেষে সম্পূর্ণ বুদ্ধি-বৃত্তির লোপ হইয়া তাহার মৃত্যু হওয়াতে, ঐ বংশের পরিসমাপ্তি হয়। —"T. Tract," No. 165.

সম্প্রতি হুগলীর নিকট রসপুর গ্রামে এক কারিকর পানমত্ত অবস্থায় জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।--

—"Indian Mirror" 18th. Jany, 1888.

এক জন মাতাল তাহার মৃত কন্যার অঙ্গুলি হইতে আংটি লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া মদ্য পান করে, এবং অবশেষে তাহার মৃতদেহ চিকিৎসকের নিকট বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে মদ ক্রয় করে।—Mrs. Leavitt's Lecture, 26th Jany, 1888.

১৮৮৭ সালের ২৬এ ডিসেম্বরে জন্ কীনান নামক এক একবিংশ বৎসর বয়স্ক যুবা মদমত্ত হইয়া তাহার মাতাকে লাথি ও আছাড় মারিয়া প্রহার করিতে করিতে হত্যা করিয়াছিল।

—"Temperance Record," 5th. June, 1888.

লুসি গিল্‌ক্রাইষ্ট নাম্নী এক নারী তাহার ছয় মাসের সন্তানের মস্তক অস্ত্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছিল।

—"The Pioneer" (of New York), June, 1885.

মার্গারেট কেইন নাম্নী ৪৫ বৎসর বয়স্কা এক রমণী, যে লণ্ডনের পুলিস আদালতে ২৩৬ বার দণ্ডিত হইয়াছিল, গত রবিবারে অশ্লীল কথা ব্যবহার করিতেছিল। পাহারাওয়ালা তাহাকে গারদে লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে সে এক গির্জ্জার

সম্মুখে, "এই স্থানে আমার পুরোহিত আছেন," এই বলিয়া হাঁটু গাড়িয়া উপাসনা করিতে লাগিল।

—' Daily Chronicle," 3rd. Jany. 1888.

• ললিতমোহন নামক কলিকাতার সাতাইশ বর্ষ বয়স্ক এক বাবু, মাতাল ও বেশ্যাসক্ত হইবার জন্য পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়াতে, এক গাছের ডালে চাদর বাঁধিয়া গলায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। —"শ্রীমন্ত সওদাগর",১৫ই মাঘ ১২৯৪।

ইপ্স্ উইচ নগরে গ্রেস পিট নামক একটি ষষ্টি বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা অতিশয় অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিয়াছিল। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রেলের রাত্রিতে সে বিছানা হইতে উঠিয়াছিল। তাহার কন্যাও সেই বিছানায় নিদ্রিত ছিল। সে প্রাতঃকালে উঠিয়া মাতাকে দেখিতে না পাইয়া রন্ধন গৃহে গিয়া দেখিল যে, তাহার মাতা উনানের কাছে মাথা রাখিয়া এবং কাষ্ঠের উপর পা রাখিয়া পড়িয়া আছে। তাহার দেহ খানি দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কোন রূপ অগ্নি-শিখা দেখা যাইতেছে না। এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া ঐ বালিকা আগুন নিবাইবার জন্য দৌড়িয়া গিয়া ঐ দেহের উপর জল ঢালিয়া দিল। তখন ঐ দেহ হইতে এরূপ ভয়ানক দুর্গন্ধ ও ধূম বাহির হইতে লাগিল যে, যে সকল প্রতিবেশীরা ঐ বালিকাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের নিশ্বাস প্রায় রোধ হইয়া গিয়াছিল। ধড়টি ভস্মের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল; এবং বোধ হইতে লাগিল, যেন কয়লা রাশি শ্বেত ভস্মে আবৃত রহিয়াছে। মস্তক, বাহু, পদ ও জানুর অধিকাংশ ঐ রূপ দগ্ধ হইয়াছিল। উনানে কিছু মাত্র অগ্নি ছিল না, এবং বাতিটি বাতিদানে আস্তে আস্তে সমুদয়

পুড়িয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, ইহাও দেখা গিয়াছিল যে, ঐ দগ্ধ শরীরের নিকটে একটি বালকের কাপড় এবং এক খানি কাগজ ছিল। সে গুলি অগ্নিতে পোড়ে নাই। স্ত্রীলোকের গায়ে তুলার কাপড় ছিল।

—"Transactions of the Royal Society of London.

এক দিন প্রভু ও ভৃত্য দুই জনেই মাতাল অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত বেগে যাইতেছিল। প্রভু অগ্রে যাইতেছিলেন। তিনি ঘোড়া শুদ্ধ এক জলাশয়ে পড়িয়া গিয়া ভৃত্যকে বলিতে লাগিলেন, "স্যাণ্ডি! স্যাণ্ডি! দেখত কি পড়ে গেল?" ভৃত্য বলিল, "কই মহাশয়, কিছুই ত পড়ে নি।" প্রভু বলিলেন, "স্যাণ্ডি, আমি যেন ঝপাৎ করিয়া পড়িবার শব্দ শুনিতে পাইলাম।" স্যাণ্ডি কাছে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনি নিজেই যে জলে পড়েছেন।" প্রভু উত্তর করিলেন, "না, ইহা কখনও হইতে পারে না। স্যাণ্ডি, আমি ত এই খানেই আছি।" স্যাণ্ডি প্রভুকে ঘোড়ার পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া বসাইয়া দিলে, প্রভু বলিলেন, "স্যাণ্ডি! এখন আমাকে লাগাম্‌টা দাও।" ভৃত্য উত্তর দিল, "আমি লাগাম দেখতে পাচ্চি না, আদবেই লাগাম নাই, লাগামের জায়গাও নাই।" "স্যাণ্ডি চালাইবার জন্য আমার লাগাম চাই।" স্যাণ্ডি উত্তর করিল, "ঘোড়ার মুখ উল্টে গেছে। এ দিকে কেবল লেজটি পড়ে আছে।" "স্যাণ্ডি, তবে আমার লেজটি দাও।" তখন স্যাণ্ডি চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওহো! আপনি যে উল্টা দিকে চলেছেন।"

—"Orations by J. B. Gough."

এক জন ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবা দুই বার মদ্যোন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত প্রায় হইয়াছিল। চিকিৎসক তাহার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া এই বলিয়া উপদেশ দিলেন যে,"যদি তুমি ১০।১২ দিন সুরাপান ত্যাগের অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করিয়া থাকিতে পার, আমার বোধ হয়, তোমার জীবন রক্ষা করিয়া তোমাকে সুস্থ রাখিতে পারিব। যদি তোমায় এক বার ভাল করিতে পারি; তথাচ, যদি তুমি আবার মদ স্পর্শ কর, আমাকে আর ডাকিও না।" ঐ হতভাগ্য যুবা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আপনি বলিতেছেন, আমাকে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। আপনি সে যন্ত্রণার বিষয় কি জানেন? ডাক্তার মহাশয়, আপনি যদি আমার কাছে প্রমাণ দিতে পারেন যে, নরকে কোন শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, তবে গলায় ছুরি দিতে পারি। মদ্যপান ত্যাগ করিলে, মনের যত যাতনা হইবে, তাহার তুলনা নাই। আমার বোধ হইতেছে, যেন বড় বড় মাকড়সা আমার মুখের বাহিরে ও ভিতরে জাল বুনিতেছে। যেন সবুজ মাছি কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করিতেছে; নাকের ভিতর ঢুকিতেছে ও চক্ষের পাতার উপর বেড়াই-তেছে। উঃ! তাড়াইয়া দাও! তাড়াইয়া দাও!" দুই দিন পরে সেই ব্যক্তি লাঠি ধরিয়া মদের দোকানে গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমায় একটু ব্র্যাণ্ডি দাও; বেশী চাই না, এক চামচে দাও। কাহাকেও এ কথা বোলো না। ইহাতে আমার উপকার হইবে।" মহাপাতকী শুঁড়ী অহাকে মদ দিয়াছিল, এবং ঐ যুবার মৃত্যুও সন্নিকট হইল।

—"J. B. Gough."

খোলাভাটীতে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের রীতিমত সংবাদদাতা না থাকাতে, ক্ষতির বিবরণ প্রকাশিত হয় না; এজন্য, জনসাধারণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ উহার বিষয় অতি অল্পই জানেন। যাহা হউক, নিম্নে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি বঙ্গ দেশের ৩৬১৪টি খোলাভাটীর বিষময় ফল এক বার হৃদয়ে ধারণা করেন, অবশ্য তাঁহাদের প্রাণে দারুণ কষ্ট হইবে।

আমরা সম্প্রতি বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিম্থিয়া ষ্টেষণ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, এবং তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। উপস্থিতির পর দিন যখন আমরা সন্ধ্যা কালে বেড়াইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় খুব গোলমাল শুনিতে পাইলাম। আমাদের বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ঐ পল্লীতে কাঙ্গালি বিদায় কিম্বা মেলা হইতেছে কি না? তিনি উত্তর করিলেন যে, লোকেরা খোলাভাটীতে মদ খাইতেছে। প্রতি দিন অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ঐ রূপ গোলমাল হইত। কিছু দিন পরে, আমরা যে দিকে গোলমাল হয়, সেই দিকে গমন করিয়া গোলমালের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখিতে পাইলাম যে, তিনটি কুঁড়ে ঘরে মদ চোয়ান হইতেছে; এবং তাহার সম্মুখে এক বিস্তৃত ময়দানে ৭।৮ শত লোক দুই চারি ছয় জনে দল বাঁধিয়া, বড় বড় কলসী হইতে মদ খাইতেছে। এই স্থানের জন সংখ্যা দুই হাজারের অধিক হইবে না। পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, যুবা এবং বৃদ্ধ সকলেই একত্র মিলিয়া মদ খাইতেছে, সকলেই মত্ত

হইয়াছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ বা গান করিতেছে; আর কতকগুলি লোক পরস্পর গালাগালি ও মারামারি করিতেছে। তাহারা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আছে; অন্নাভাবে তাহাদের মুখশ্রী মলিন, এবং তাহাদের শরীর ধূলায় ধূসরিত। অনেকে সেইখানেই মদ খাইতেছে, এবং অপর অনেকে সুরাপূর্ণ পাত্র হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। উহাদের মধ্যে দেখিলাম, দুইটি বালকও যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে এক জনের বয়স ১১।১২ বৎসর, ও অপরের বয়স ৮।৯ বৎসর। তাহারা কেন মদ খাইতেছে, জিজ্ঞাসা করাতে, উত্তর করিল যে, তাহারা মদ না খাইয়া বাঁচিতে পারে না। অন্যান্য প্রশ্ন করাতে, এই সকল কথা প্রকাশিত হইল যে, তাহারা চারি পয়সায় এক সের মদ কিনিয়াছে। দুই ভ্রাতায় দিন দুই আনা উপার্জ্জন করে; তন্মধ্যে, এক আনা মদে ও আর এক আনা খাদ্যের জন্য খরচ করে; এবং তাহাদের পিতা মাতাও ঐরূপ উপার্জ্জন ও ব্যয় করে। আমরা অন্যান্য বার জন বালক এবং বিভিন্ন বয়স্ক ২৫।৩০ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোককে ঐ রূপ প্রশ্ন করাতে, একই প্রকার উত্তর পাইলাম। তাহারা সকলে বেতনের অর্দ্ধেক মদ্য পানের জন্য রাখে। তাহাদের বাটীতে এক কপর্দ্দকও সঞ্চিত থাকে না। হঠাৎ আমাদের মনোযোগ অপর দিকে নীত হইল। আমরা এমন এক দৃশ্য দেখিলাম, যাহা বর্ণনা করা অতিশয় কষ্টকর। এক স্ত্রীলোক এক খানি অপরিষ্কার কাপড়ে আবৃত হইয়া, এক শিশুকে চাম্‌চে করিয়া মদ্য পান করাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে ৩।৪ বৎসরের এক বালককে সেই স্ত্রীলোক এক মৃণ্ময় পাত্র করিয়া মদ্য পান করাইতেছিল। অবশিষ্ট অংশ সে নিজে পান

করিবে বলিয়া রাখিয়াছিল। খাদ্যের অভাবে তাহার স্তনে দুগ্ধ না থাকাতে, এবং দুগ্ধ ক্রয় করিবার অর্থও না থাকাতে, সেই স্ত্রীলোক মদ দিয়া স্তন্যপায়ী শিশুর উদর পূর্ণ করিতেছিল। তিন চারি বৎসরের শিশুটি দিনের মধ্যে এক বার ভাত পাইত, এবং মাতৃদত্ত সুরা পান করিয়া অপরাহ্ণ ও রাত্রি কাটাইত। আমরা অপর ২৫।৩০ জন স্ত্রীলোককে দেখিলাম, তাহারা দৈনিক উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক ব্যয় করিয়া সন্তানদিগকে সুরা দ্বারা পোষণ করিতেছে। তাহাদের দৈনিক উপার্জ্জন ছয় পয়সার অধিক নয়। প্রথমোক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীকে দেখাইয়া দিল। সেও উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক সুরাতে ব্যয় করিতেছিল, এবং সন্তান-দিগের বিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিল। বৃটীশ শাসন রূপ নাটকের এই নারকীয় অঙ্ক সাধারণের সমক্ষে অভিনীত হইতেছে। কিন্তু চিত্রপটের পশ্চাৎভাগে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন যে, সুরাপান ভদ্র পরিবার মধ্যে কিরূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বোধ হয়, মারহাট্টাদিগের দেশব্যাপী অত্যাচার, ঠগীদিগের চাতুরীপূর্ণ নিষ্ঠুরতা, এবং মোগল ও পাঠানদিগের অগ্নি ও তরবার, উন্নত বৃটীশ রাজত্ব যাহা করিতেছে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও করিতে পারে নাই। লাভের আকাঙ্ক্ষা কি মানব-হৃদয়কে পাষাণবৎ করিয়াছে? নতুবা, বৃটীশ জাতি কেন নিশ্চিন্ত হইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছে? হায়! সার্ এস্‌লী ইডেন কি দুঃসময়েই বঙ্গ দেশে গোলাভাটী প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন! এই দেশ হইতে যত শীঘ্র এস্‌লীর এই অপকীর্ত্তি লোপ পায়, ততই মঙ্গল। কতকগুলি স্বদেশবাসী সার্ এস্‌লী ইডেনের প্রতিমূর্ত্তি রাজধানীর অভ্যন্তরে রক্ষা করিয়া গৌরবা-

ন্বিত হইতেছেন। হায়! কে আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিবে? —"ধূমকেতু।"

ভারত সভার (Indian Association এর) উত্তেজনায় বর্দ্ধমান ন্যায়বান্ ছোট লাট সার্ ষ্টুয়ার্ট বেলী বাহাদুর হাবড়া ও হুগলী জেলার অল্প-দিন-স্থাপিত খোলাভাটী সমূহ কি রূপে চলিতেছে এবং গ্রামের মধ্যে কত ক্ষতি সাধন করিতেছে, তাহা তদন্ত করিতে সম্প্রতি ওয়েষ্ট্‌মেকট সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি গ্রামবাসীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতেছেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর এবং অন্নচিন্তায় বিব্রত। তাহাদের খোলাভাটীর বিষময় ফল অনুসন্ধান করিবার অবসর বা সুবিধা নাই। প্রতি গ্রামে কেবল মাত্র ১০।১৫ জন লোক সাক্ষ্য দিতেছে। ইহার মধ্যে কেবল দুইটি খোলাভাটীর বিষয়ে যাহা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে নিম্নে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলাম। এই চিত্র দেখিয়াই পাঠকবর্গ সমগ্র বঙ্গ দেশের ৩৬১৪টি খোলাভাটী কি সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

২৮এ জানুয়ারি ১৮৮৮। কাঁটাপুকুর, জেলা হাবড়া।—"গ্রামবাসী"র সম্পাদক প্রিয়নাথ মল্লিক সাক্ষ্য দিয়াছেন;—আমি দুই বার এই খোলাভাটীতে আসিয়াছি, দুই বারই দেখিয়াছি, অনেক লোক ও চৌকিদারেরা মদ খাইয়া মাতলামী করিতেছে। * * * কেওরাদের দশ বার বৎসরের ছেলেরা মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। * * * ২১ বৎসর বয়স্ক নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় (বাড়ীতে ডাক্তারি পড়েন,) সাক্ষ্য দিয়াছেন;—আমার দুইটি বন্ধু হরি ও নারায়ণ, ১৮ ও ১৯ বৎসর

বয়স, আগে তামাকও খেত না, এখন খোলাভাটীর মদ খেতে শিখেছে। গত সরস্বতী পূজার দিন তাহাদিগকে মাতাল দেখেছি। * * * এক দিন পাঠশালার কয়েকটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা বলিল যে, তাহাদের পাঠশালার কয়েকটি ছেলে মদ খায়। ২২।২৩ বৎসর বয়সের এক ব্রাহ্মণের ছেলে মদ খাইয়া বাটুলের বাজার দিয়া যাইতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি মদ খাইয়াছ কেন?" সে বলিল, "খাবই ত। পূজা করে আতপ চাউল আনিব ও মদ খাইব!" মুগকল্যাণের কোন ব্রাহ্মণের স্ত্রী মদ খায়। অনেকের মুখে শুনেছি, তাহার স্বামীও মদ খায়। তাহার নাম বলিলে, আমার একটু ক্ষতি হইবে। ছোট লোকে খুব মদ খায় ও মাতাল হয়। আগে এ রকম দেখি নাই। * * * আমি এক দিন এই মাঠ দিয়া যাইতেছিলাম; দেখি, এক অল্প বয়স্কা জেলেনী মাছের চুবড়ি বগলে করে যাইতেছিল, তাহাকে চারি জন মাতালে ধরিতে যাইতেছে। স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিতেছিল। আমি যাইয়া দুই জন মাতালকে বলিলাম যে, "তোরা কি করিতেছিস্?" তাহারা বলিল, "থাক না বাবু, মাগীটাকে ধরি।" আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম, আর মাতালগুলা চলিয়া গেল, মাগীও চলে গেল। * * * পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের কণ্ট্রাক্টর ৬২ বৎসর বয়স্ক শম্ভুচন্দ্র হাজরা সাক্ষ্য দিয়াছেন;—যারা মদ খাইত না, তারাও এখন মদ খায়। মাতলামী বেশী হইয়াছে। মাতালেরা পথে গোলমাল করে। আমি প্রতি মাসে ১০।১২ দিন এই রাস্তা দিয়া যাইয়া থাকি, সেই কয় দিনই মাতালের গোল-

মাল শুনেছি। আগে রাস্তা ঘাটে এত মাতলামী ছিল না * * *।

২৯এ জানুয়ারি ১৮৮৮। বাগনান, জেলা হাবড়া।--জমিদার হেমচন্দ্র ঘোষ সাক্ষ্য দিয়াছেন ;—আগে ২০।২৫ বৎসর এখানে রেটের দোকান ছিল। এ বৎসর খোলাভাটী নূতন হইয়াছে। খোলাভাটী হওয়াতে, মদ খুব শস্তা হইয়াছে—দর, ৶০, ।০, ।৶০ ও ॥০ আনা। * * * সেই মদ খেয়ে পাল্কির বেহারারা বলেছে, যে পেটে জ্বালা হয়, ঝাল লাগে ও খেতে কষ্ট হয়। রেটের দোকানের মদ ১৶০ বোতল ছিল। এখন বার আনা লোকে মদ খায়, স্ত্রীলোকে আগে মদ খেত না, এখন অল্প অল্প আরম্ভ হইয়াছে। গৃহস্থ ছোট-লোকের স্ত্রীলোক এবং কোন কোন ভদ্র লোকের স্ত্রী-লোকও মদ খায়। গত বৎসর চারি আনা লোকে (পুরুষ) মদ খেত। আমি আমার ১২।১৪ জন ২০।৩০ বৎসরের পুরাতন চাকরকে মদ খাওয়ার দরুণ বরখাস্ত করিয়াছি। এই বৎসর এজন্য দশ জন চাকরকে বরখাস্ত করিয়াছি। * * * খোলা-ভাটী খোলার পরই আমার এক বেহারা মদ খাইয়া আর একটা বেহারার ঠোঁট কামড়াইয়া নিয়াছে। আমার রাইয়ত বেহারাদের অনেকের স্ত্রী আমার নিকট নালিস করিয়াছে যে, তাহাদের স্বামীরা রান্নার চাউল কাড়িয়া নিয়া যাইয়া তাহার দ্বারা মদ খাইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচে ও তাহাদিগকে মারিতে আসে। চিন্তা ঢুলের জামাতা মদ খেতে খেতে পাগল হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আমার কেওরা প্রজারা মদ খেয়ে এত বদ হয়ে গিয়েছে যে, তারা আগে গুড়ের ব্যবসা করিত, এখন

তা ছেড়ে দিয়াছে, তাদের পরিবারেরা খেতে পায় না। কৈলাস পালের পুত্র এক দিন মদ খাইয়া স্ত্রীলোকদের সম্মুখে ন্যাংটা হইয়া নাচিতেছিল। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহাকে কাপড় পরাইতে যাইয়া খুব প্রহার খাইয়া আসে। সে লোকটা মদ খেয়ে খেয়ে মরে গেল। * * * কিশোরী পাল মদ খাইয়া এক স্ত্রীলোক-কে বে-ইজ্জত করিতে ধরিয়াছিল। আজ ৫।৬ মাস হইল, কাশী মোসলমান মদ খাইয়া এক স্ত্রীলোককে ধরে, স্ত্রীলোকটী চীৎ-কার করিয়া উঠে; আমি সে সময়ে মেন্দি পাতার বেড়ার আড়ালে ছিলাম, আমি চীৎকার শুনিয়া যাই। * * * স্কুলের ৪টি ছাত্র মদ খেয়েছে জানি। তাদের বয়স ১২।১৪ বৎসর। ইহাদের বাপেরা আমার কাছে বলেছে। এরা তর-মুজ বিক্রি করে মদ খায়। শুনেছি, আগে চোরাই মদ আসিত, তাহা অল্পই আসিত। মদ্যপান গতিকে যে যে পরিবারে অন্না-ভাব হইয়াছে, হেমবাবু এরূপ অনেক পরিবারের নামোল্লেখ করিলেন, এবং ওয়েষ্টমেকট সাহেবকে বলিলেন যে, সেই পরি-বারস্থ স্ত্রীলোকেরা এখানে উপস্থিত আছেন, সাহেব স্বয়ং তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মিঃ, ওয়েষ্টমেকট স্ত্রীলোক-দিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। বলিলেন যে, হেম বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কলিকাতার শীল বাবুদের ম্যানেজার রামসুন্দর রায় চৌধুরি সাক্ষ্য দিয়াছেন;—সামান্য দ্রব্য, কম শস্য প্রভৃতি চুরি বেশী হইয়াছে। * * * নায়েব অম্বিকাচরণ মিত্র সাক্ষ্য দিয়াছেন;—এ বৎসর খোলাভাটী হইয়া মাতাল বেশী হইয়াছে। আমাদের পাড়ার ছুলেরা রাত দিন মদ খাইয়া গান করে, স্ত্রীকে

মারে। *** ষোড়শ বৎসর বয়স্ক জমিদার শরৎচন্দ্র ঘোষ সাক্ষ্য দিয়াছেন ;—৫।৬ মাস হইল, এক দিন রাত্রিতে কৈলাস পালের ছেলে কিশোরীমোহন পাল বেশ্যালয়ের সম্মুখে মদ খাইয়া ন্যাংটা হইয়া নাচিয়াছিল। তখন পূজা হইয়াছিল ও অনেক স্ত্রীলোক সে খানে ছিল ; স্ত্রীলোকেরা ইহা দেখে সরিয়া যাইতে লাগিল। কিশোরীর বয়স ২১ বৎসর। ইহার এক মাস পরে উহার কলেরা হয় ও সেই অবস্থায় রাত দিন মদ খাইয়া মরিয়া যায়। ত্রৈলোক্য ডুলে সাক্ষ্য দিয়াছিল,—আমি বরাবর মদ খাই। *** আমাদের ১০।১২ বৎসরের ছেলেরা মদ খায়। খোলা-ভাটার মদ খাইলে, সর্ব্বাঙ্গ জালা করে। বড় গন্ধ, ভকার করে। এ মদ খাইলে, আমার পেটে ও বুকে বেদনা হয়। এখনও বেদনা আছে। রেটের দোকানের মদে ব্যারাম হইত না। *** নেটিভ ডাক্তার যদুনাথ ঘোষ সাক্ষ্য দিয়াছেন ;—৭ বৎসর এখানে আছি। এখন মাতালের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি হইয়াছে। *** ভাঁটী স্থাপন হইলে, ডুলেরা তাদের স্ত্রীদের বলিতে লাগিল যে, "এখন হইতে আর তোমরা আমাদের রোজগার পাইবে না, আমরা ইহা দিয়া মদ খাইব।" *** হেম বাবুর বাড়ীর ধারে এক মাতাল একটি বিধবা মোসলমান স্ত্রীলোককে টানিয়া পাট বনের দিকে লইয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকটীর চীৎকারে লোক আসাতে, মাতাল পলাইল। স্ত্রীলোকটি ভিক্ষা করে খায়, বয়স ২৫।২৬ বৎসর। সে নিজে আমার নিকট এ ঘটনা বলিয়াছে।

—"সঞ্জীবনী," ২২এ মাঘ ১২৯৪।

পরিমিত পানও ভাল নয়।

অনুকূল মত।

আমি ১৪।১৫ বৎসর সকল প্রকার তীব্র মদ হইতে বিরত রহিয়াছি। আমি সর্ব্বদাই এই উপদেশ দি যে, সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে গেলে, এই রূপ অভ্যাসই যুক্তি সঙ্গত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করা যায় যে, যাহারা মদ্যপান হইতে বিরত থাকে, তাহাদিগের স্বাস্থ্য পায়ীদিগের স্বাস্থ্যের অপেক্ষা অনেক ভাল। —বিখ্যাত জন ব্রাইট।

প্রত্যেক পরিমিত পায়ী ইচ্ছা করিলেই মদ্যপান ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক মাতাল যদি তাহা পারিত, তাহা হইলে, সে তাহা করিত। —বিখ্যাত বক্তা জন গফ।

নিত্য পরিমিত মদ্যপান করিলেও যে শারীরিক ক্ষতি হয় ও মানসিক ক্ষমতার হ্রাস হয়, তাহা অতি অল্প লোকেই জানে।

—ডাক্তার সার্ হেনরি টম্‌সন।

'সম্পূর্ণ পান বিরতি এবং প্রাণনাশক অত্যাচারের মধ্যে কি কোন মধ্য-পথ আছে?' পাঠক, তোমার জন্য—তোমাকে আমার ন্যায় ভুক্ত ভোগী হইতে না হয়, এই জন্য,—আমি দুঃখের সহিত এই ভীতি-জনক সত্য উচ্চারণ করিতেছি যে, কোন মধ্য-পথ নাই—আমি কোন মধ্য-পথ দেখিতে পাই না।

—চার্লস ল্যাম্ব।

সম্পূর্ণ পান বিরতিই পান-মত্ততার এক মাত্র অতিশয় নিশ্চিত ঔষধ। —রেভারেণ্ড জোসেফ কুক।

যদি লোকে এক বার মদ্যপান করিয়াই মাতালের অবস্থা প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে,কেহ মদ্যপান করিত না ; এবং সমুদয় সভ্য দেশে মদ্যপান প্রথা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধ হইয়া যাইত।

—বিখ্যাত বক্তা জন গফ।

পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে, বোধ হয়, তন্মধ্যে পান-মত্ততা এক বার অভ্যাস হইয়া গেলে, সর্ব্বাপেক্ষা আরাম না হইবার অধিক সম্ভাবনা ; কিন্তু অভ্যাস হইবার পূর্ব্বে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজে নিবারণ করা যায়।—আর্চডিকন ফেরার।

অনুকূল যুক্তি।

১। কেহ সুরার দাসত্ব করিবার জন্য মদ খায় না ; কিন্তু পরিমিত পায়ীই ক্রমশঃ মাতাল হইয়া পড়ে।

২। মাতালের দৃষ্টান্তে কেহ মদ ধরে না ; পরিমিত পায়ীরই দৃষ্টান্তে অনেকে মদ ধরে এবং মাতাল হইতে পারে। অনেক পরিমিত পায়ী এই রূপে আত্মীয় বন্ধুর সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

৩। কখন যে পরিমিত পান হইতে অপরিমিত পান আরম্ভ হইল, তাহা জানা যায় না। দিন দিন অল্প অল্প করিয়া লোভ বৃদ্ধি হয় ও তৎ সঙ্গে পান বৃদ্ধি পায়। সে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যত পান করিত, এখন তদপেক্ষা অধিক পান করে, অথচ, নিজেই তাহা জানে না।

৪। পরিমিতপায়ী মাতালকে মদ ছাড়িতে বলিলে, তাহার কথায় জোর হয় না।

৫। পরিমিত পায়ীরা বলে, তাহাদের ক্ষতি হয় না। তাহাদের শরীরের কোন অংশ খারাপ হইতেছে কি না, এ বিষয় তাহাদের দেহ কাটিয়া পরীক্ষা না করিলে, জানা যায় না। ইহা দেখা গিয়াছে যে, পায়ীর অজ্ঞাতসারেও শরীরের যন্ত্র সমুদয় রুগ্ন হয়।

৬। মাতালের অবস্থাকে সকলেই ঘৃণা করে। কিন্তু পরিমিত পানের মনোহারিত্ব আছে, এবং উপকারী সখার ন্যায় ভাব ভঙ্গী আছে। অনেকে পরিমিত পানের পক্ষে যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, পরিমিত পানই মাতালেরও পাপ-কর্ম্মের জননী। কেহ মাতাল হইব বলিয়া পান করে না; কিন্তু কালে মদের দাস হইয়া পড়ে।

৭। অনেক জাতির মধ্যে ইহা দেখা গিয়াছে যে, সমাজের অতি অল্প সংখ্যক লোক মাতাল না হইয়াও পরিমিতপায়ী থাকিতে পারে। কারণ, অধিকাংশ লোকই দুর্ব্বলচিত্ত।

৮। বৎসরের মধ্যে ১।৪ দিন অপরিমিত পান করা নিত্য পরিমিত পান অপেক্ষা ভাল; কেননা, নিত্য পানে অধিক ক্ষতি হয়, ও সুরার প্রতি আশক্তি জন্মে। ক্রমশঃ সুরার পরিমাণ বৃদ্ধি না করিলে, সুরাপায়ীর প্রাণ তৃপ্ত হয় না।

৯। মদ খাইলে, বোধ হয়, শরীর গরম হইয়া গেল। সেই কারণ যে, ইহা দ্বারা দৈহিক উত্তাপ রক্ষা হইতেছে, তাহা নহে। যদি আমি সর্ষপ বাটিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে স্নান করি, তাহা হইলে, সমুদয় শরীর গরম ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে; কিন্তু তাই বলিয়া যে, সর্ষপ আমার দৈহিক উত্তাপ রক্ষা করিতেছে, তাহা নহে।

১০। মদের বিষয়ে যেমন পরিমিত পানের কথা উঠে, অন্যান্য বিষ বিষয়ে পরিমিত সেবনের কথা উঠে না কেন? ইহার কারণ, মদের নেশা ক্ষণ কাল কিছু আমোদ-জনক বোধ হয়।

১১। আবশ্যক হইলে, পরিমিত-পায়ী সহজে মদ ছাড়িতে পারে না।

১২। বিলাতে মদ্য-পান একটি প্রথা। কিন্তু এ দেশের লোকেরা অধিকাংশই নেশা করিবার জন্য মদ খায়; অতএব, এ দেশে পরিমিত পানের কথা খাটে না।

১৩। হাজার হাজার চিকিৎসক একেবারে মদ্য পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

১৪। ইহা দেখা গিয়াছে যে, অপায়ীরা পরিমিত পায়ীদিগের অপেক্ষা অল্প রোগ ভোগ করে ও অধিক দিন বাঁচে।

১৫। পরিমিতপায়ী অপেক্ষা অপায়ীকে অধিক বিশ্বাস করা যায়।

১৬। যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ মদ্যপান করিয়াছে, তাহারা জন্মাবধি অপায়ী থাকিলেই দুর্দ্দমনীয় পৈতৃক পানেচ্ছার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

১৭। পরিমিতপায়ীদিগের মধ্যে কতকগুলি রোগ গুপ্ত ভাবে শরীর মধ্যে বর্ত্তমান থাকে। পান ত্যাগ করিলেই, সে গুলি ধরা পড়ে। ধরা পড়িলেই, সেই সকল ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টা করা হয়।

১৮। অতি অল্প সংখ্যক মাতালই পরিমিত পান করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। মদের এমনি গুণ যে, যত খাও, ততই

খাইতে ইচ্ছা হয়। মাতালদিগের একেবারে পান ত্যাগ-ভিন্ন সুরারাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই।

১৯। সুরা দ্বারা যে সমুদায় রোগ আরাম হয়, পরিমিত-পায়ীদিগের সেই সকল রোগ উপস্থিত হইলে, সুরা দ্বারা প্রায় আরোগ্য হয় না।

২০। ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, দেহে সুরা প্রবেশ করিলে, শারীরিক যন্ত্র সমুদয় সেই সুরা দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য কার্য্য করে; এবং এই অনাবশ্যকীয় কার্য্য করিয়া হীন-তেজ হইয়া পড়ে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, দেহ নষ্ট করিবার জন্যই সুরা আবশ্যকীয় পানীয় হইতে পারে।

২১। সুস্থ শরীরে যে পরিমাণে মদ্য পান করিলে নেশা হয়, রোগে সুযোগ্য চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেই পরিমাণে মদ্য পান করিলে, হয় ত অল্প মাত্র নেশা হয়; কিন্তু মস্তিষ্কের জড়তা নষ্ট হওয়াতে, মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইতে থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে সুস্থ শরীরে ইহা অপকারী; কিন্তু রোগ বিশেষে উপকারী।

২২। সুরার এমন এক চমৎকার শক্তি যে, পায়ীকে পদ-তলে রাখিবার জন্যই যেন তাহার (will power) ইচ্ছা-শক্তিকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করে। এ রূপে ইচ্ছা শক্তি অতিশয় বলহীন হইলে, সুরাশক্ত ব্যক্তি সুরাপানের ক্ষতি জানিয়াও পানত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেও, সহজে কৃতকার্য্য হয় না।

২৩। পরিমিত-পায়ীরাও এমনই সুরাভক্ত হয় যে, পান-হেতু কোন রোগ হইলে, তাহারা মনে করে যে, অন্য কোন

কারণে সে পাপ উৎপন্ন হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন, তাহারা এমনই মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া পড়ে যে, অধিক পরিমাণে সুরা সেবনই সেই রোগের প্রকৃত ঔষধ বলিয়া স্বীকার করে। এই রূপে সেই ব্যক্তি ক্রমশঃ মাতাল হইয়া পড়ে।

২৪। মনস্তত্ত্ববিদেরা (Phrenologists) বলেন যে, ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা প্রভৃতি পাশব প্রবৃত্তি সকল মস্তিষ্কের নিম্ন প্রদেশে অবস্থিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সুরা দেহে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা ঐ প্রদেশকে অধিক পরিমাণে উত্তেজিত করে। এই জন্য, ইহা অনেকেই জানেন যে, অনেক নীতি-পরায়ণ ও দেবভাবে উন্নত ব্যক্তি মদ্যপ হইয়া পশুবৎ হইয়া গিয়াছেন; অথবা, যত ক্ষণ সুরার প্রভাব থাকে, তত ক্ষণ পশুবৎ আচরণ করেন। যতই অল্প পরিমাণে সুরাপান কর না কেন, তোমার পাশব প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই সাধু প্রবৃত্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে উত্তেজিত হইবে; এবং অল্প দিন মধ্যেই বিশেষ রূপ প্রবল হইয়া সাধু প্রবৃত্তি সমূহের উচ্ছেদের কারণ হইবে।

আপত্তি খণ্ডন।

১ম আপত্তি। শীত নিবারণ করিতে সুরা অবশ্যক।

উত্তর। মদ খাইলে যে, অধিক শীত সহ্য করা যায় না, তাহা অনেক স্থলে প্রমাণিত হইয়াছে। ক্ষণিক শীত নিবারণ হয় বটে; কিন্তু পর ক্ষণেই অধিক শীত বোধ হয়, ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। শীত করিলে, পুনরায় পান করিতে ইচ্ছা হয়; এই রূপে পান বৃদ্ধি হয়। সুরা অপেক্ষা তৈলাক্ত দ্রব্যের মূল্য অনেক অল্প, অথচ, শীত নিবারণের ক্ষমতা অধিক।

২য় আপত্তি। সাহসিক কার্য্য করিতে গেলে, সুরা আবশ্যক।

উত্তর। অনেক অপায়ী সেনা সাহসী বীরের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে।

৩য় আপত্তি। দুর্গন্ধ সহ্য করিতে গেলে, পান আবশ্যক।

উত্তর। দুর্গন্ধ পাইলেই, নাসিকার স্নায়ু স্বভাবতঃ কুঞ্চিত হয়; এজন্য, দূষিত বায়ু বক্ষঃস্থলে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশিতে পায় না। কিন্তু সুরাপায়ী দুর্গন্ধ অনুভব করে না; এজন্য, তাহার স্নায়ু কুঞ্চিত হয় না এবং অধিক দূষিত বায়ু রক্তের সহিত অতি শীঘ্র মিশিয়া যায়; কেননা, সুরা স্নায়ু মণ্ডলীকে অতিশয় উত্তেজিত করে।

৪র্থ আপত্তি। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, সুরা-পান আবশ্যক।

উত্তর। সুরাপায়ীরাই অধিক সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয়।

৫ম আপত্তি। সুরা পরিপাক-কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেয়।

উত্তর। ইহা ভ্রম। পরিমিত-পায়ীরাও পান-দোষ-হেতু অজীর্ণ রোগ ভোগ করে। তাহাদের পেট ফাঁপে ও পিত্ত প্রকোপ হয়। পান ত্যাগ করিলেই পায়ীর পরিপাকের ব্যাঘাত হয়; ইহাতেই জানা যায় যে, তাহার পাক-শক্তি কমিয়া গিয়াছে। যাহাদের এই রূপে পাক-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহারা ভিন্ন সকল পায়ী সুরাপান একেবারে ত্যাগ করিলেই অধিকতর সুন্দর রূপে পরিপাক করে।

স্পীরিট খাদ্য দ্রব্য গলাইতে বা জরাইতে পারে না; বরং খাদ্য দ্রব্য অধিক দিন রক্ষা করিতে গেলে, স্পীরিটের আবশ্যক

হয়। কিন্তু মদ্য প্রথম প্রথম পাক-যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়াই পরিপাক করিবার রস তাহা হইতে অধিক পরিমাণে নির্গত করায়; এবং এ রূপ করাতে, পাক-যন্ত্র কিছু দিন পরে দুর্ব্বল ও বিকৃত হইয়া যায় ও পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

৬ষ্ঠ আপত্তি। সুরা নিস্তেজ রক্ত-সঞ্চালনকে সতেজ করে।

উত্তর। ইহা সত্য; কিন্তু ইহাতে ফুসফুস্ ক্রমশঃ অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া দুর্ব্বল হয়। মস্তিষ্ক, শ্বাসযন্ত্র, যকৃৎ প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং অনাবশ্যকীয় স্থানে চর্ব্বি জমিয়া অকাল-মৃত্যু ঘটে।

৭ম আপত্তি। সুরা বল বৃদ্ধি করে।

উত্তর। শরীর উত্তেজিত হওয়াতে, বোধ হয় যেন বল বৃদ্ধি হইল; কিন্তু পর ক্ষণেই অধিকতর দৌর্ব্বল্য বোধ হয়। সুরাতে কোন পুষ্টিকর দ্রব্য না থাকায়, উহাতে নব-বল জন্মে না। সুরা স্নায়ুকে ঘুম পাড়ায় বলিয়া সুরাপায়ীর এই ভ্রম হয় যে, সে অধিক কার্য্য করিতে পারে।

৮ম আপত্তি। অধিক শ্রম করিতে গেলে, সুরাপান আবশ্যক।

উত্তর। সুরাপান করিলে, অধিক ক্ষণ কঠিন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে পারা যায় না, ইহা অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। এক দল পায়ী এবং এক দল অপায়ীকে এক রূপ শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অপায়ীরাই অধিক শ্রম করিতে পারে।

৯ম আপত্তি। যে স্থানে হঠাৎ ঋতু-পরিবর্ত্তন, কিম্বা শীত বা গ্রীষ্ম অতিশয় ক্লেশকর, তথায় সুরাপান আবশ্যক।

উত্তর। সুরাপান করিলে যে, অধিক ক্ষণ অতিশয় শীত বা উত্তাপ সহ্য করা যায় না, কিম্বা হঠাৎ ঋতু বা জল বায়ুর পরিবর্ত্তন হইলে, সুস্থ থাকা যায় না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখান যাইতে পারে।

১০ম আপত্তি। সুরা উত্তেজক; অতএব, দুর্ব্বলকে সবল করিতে গেলে, ইহা আবশ্যক।

উত্তর। তাহাই স্বাস্থ্যের উপযুক্ত উত্তেজক, যাহা শরীরের উত্তাপ ও রক্ত সঞ্চালনের গতি সমভাবে রক্ষা করে। কিন্তু সুরা উত্তেজক হইয়াও জীবনী-শক্তিকে হ্রাস করে, এবং শরীর মধ্যে সমুদয় পুষ্টিকর পদার্থ ভস্মসাৎ করে।

১১শ আপত্তি। অলস ও নিষ্কর্ম্মাকে উত্তেজিত করিবার জন্য ইহার আবশ্যক।

উত্তর। নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা শরীর উত্তেজিত করিলে, স্বাস্থ্য রক্ষা হয়; কিন্তু সুরা শরীরকে উত্তেজিত করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

১২শ আপত্তি। সামাজিকতা রক্ষার জন্য অল্প পরিমাণে পান আবশ্যক।

উত্তর। সামাজিক কোন কুপ্রথা দূর করিতে গেলে, মেষের ন্যায় তাহার অনুসরণ না করিয়া, বীরের ন্যায় উহাকে ঘৃণা করা উচিত। যাহা দ্বারা সমাজের অবনতি হয়, তাহা প্রকৃত সভ্যতা হইতে পারে না।

১৩শ আপত্তি। স্বাস্থ্যপান (drinking health) করিতে গেলে, সুরার আবশ্যক।

উত্তর। অপরের স্বাস্থ্য ভাল হউক, এই উদ্দেশে সুরা পান

করিয়া নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করা মূর্খের কার্য্য। এ স্থলে সুরার পরিবর্ত্তে জল বা অন্য সুস্বাদু পানীয় পান করিলে, চলিতে পারে। সাহেবদিগের খোসামোদ করিতে গিয়া, বাঙ্গালী বাবুরা যেন এই প্রথার অনুকরণ না করেন। বিলাতের অনেক প্রসিদ্ধ ভোজে স্বাস্থ্য পান করিবার সময়ে জল পান করা হয়।

১৪শ আপত্তি। সুরা ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ; অতএব, পান করা উচিত।

উত্তর। মলমূত্রও ত ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, তাহা সেবন করিবার কথা হয় না কেন? আঙ্গুরের রস, তালের রস প্রভৃতি স্বাভাবিক পানীয়; কিন্তু সুরা মনুষ্যের সৃষ্ট পদার্থ। সুন্দর, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর রসকে বিকৃত ও বিষাক্ত করিয়া মানুষ সুরা প্রস্তুত করে।

১৫শ আপত্তি। সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে, নেশার ন্যায় ভাব (অর্থাৎ শরীরের আবলা) অথবা নেশা উপস্থিত হয়। অল্প ভোজন করিলে, সে রূপ হয় না। সেই প্রকার অল্প মদও সেবন করা যায়।

উত্তর। অতি ভোজনে যে অসুখ বোধ হয়, তাহা খাদ্য দ্রব্যের কোন বিশেষ দোষের জন্য নহে; এবং সেই অসুখে, মাদক-দ্রব্য সেবনে যে নেশা হয়, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬শ আপত্তি। কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে পরিমিত পান ক্ষতিকর না হইতে পারে।

উত্তর। যদিও মনুষ্যের মধ্যে অনেক শারীরিক বিভিন্নতা

দেখা যায়; কিন্তু এমন কোন ব্যক্তি জন্মায় নাই, যাহার পক্ষে মদ আহার্য্য ও জীবনী-শক্তি-বৃদ্ধিকর হইতে পারে।

১৭শ আপত্তি। কতকগুলি লোক অতিরিক্ত ভোজন করিয়া পীড়িত হয় বলিয়া কি অধিকাংশ লোক ভোজন করিবে না? সুরা সম্বন্ধেও কি এই যুক্তি খাটে না?

উত্তর। সুরা খাদ্য দ্রব্য নয়; সুতরাং, সুরা সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। এতদ্ভিন্ন, সুরার এমনই আশ্চর্য্য গুণ আছে যে, যতই পান কর, ততই পান করিতে ইচ্ছা হয়। পৃথিবীতে যখন শত শত প্রকার খাদ্য ও পানীয় রহিয়াছে, তখন কেবল এক মাত্র বিস্বাদু ও ক্ষতিকর সুরা ভিন্ন কি চলে না?

১৮শ আপত্তি। অল্প সংখ্যক সুরাপায়ীই অতিশয় সুরা-পিপাসা উপস্থিত হওয়াতে, মাতাল হইয়া পড়ে।

উত্তর। কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া বলিতে পারে যে, কখন তাহার ঐ রূপ পিপাসা উপস্থিত হইবে না? মড়কের সময় অতি অল্প সংখ্যক লোক রোগে আক্রান্ত হওয়াতে, সমাজ মধ্যে অতিশয় ভীতি উপস্থিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মদ্য পান করিয়া তদপেক্ষা অনেক লোক অতর্কিত-ভাবে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি!

১৯শ আপত্তি। এক বারে পান বন্ধ করিবার কথা চূড়ান্ত হইয়া পড়ে।

উত্তর। যাহারা কতকগুলি অদূরদর্শী লোকের মতের বশবর্ত্তী হইয়া, কিম্বা সামাজিক অসৎ রীতি নীতির সংস্কারের চেষ্টা না করিয়া, নিজেদের মত সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন, এবং

ইত্যাদিত বিচার-শক্তি নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা বলেন। যাহা বিন্দু মাত্র পান করা উচিত নয়, তাহা বিন্দু মাত্র পান করাই মন্দ।

২০শ আপত্তি। ব্যক্তিগত সুখ-লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য, ও সামাজিক আনন্দোৎসবের সময় সুরাপান আবশ্যক।

উত্তর। এই প্রকার সুখের ভিতর এরূপ নৈতিক অবনতির মূল বর্তমান রহিয়াছে, যাহা হইতে বিরত থাকিতে দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্র বার বার উপদেশ দিতেছে। স্নায়ু-মণ্ডলের অস্বাভাবিক উত্তেজনা হইতে এই রূপ সুখ উপস্থিত হয়; এবং সেই জন্যই ঐ সুখ যে পরিমাণে তীব্র হইবে, সেই পরিমাণে অবসাদন উপস্থিত হইবে। এই সুখের প্রকৃতি এই যে, ইহা যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, স্বাভাবিক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করিবার ক্ষমতা সেই পরিমাণে হ্রাস হইবে। জলপায়ী শান্ত ও সুমধুর ভাবে জীবন অতিবাহিত করে; তাহাকে বার বার উত্তেজিত বা নিস্তেজ হইতে হয় না। সুরা লঘু ও ক্ষণস্থায়ী আনন্দ প্রদান করে। পবিত্র ও চিরস্থায়ী আনন্দ নষ্ট করিয়া জনসাধারণ এই ক্ষণিক অপদার্থ সুখের জন্য লালায়িত হইতেছে। মদ্য-পানে যে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা সদ্ব্যয় করিলে, প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়। প্রকৃত আনন্দের বিষয় উপস্থিত হইলে, সুরা-বিরোধীরাও আমোদ আহ্লাদ করে; কিন্তু সুরা-পায়ীরা অনর্থক হাসি খুসিতে মত্ত হয়। পান-মত্ততার সুখ এমনই ঘৃণিত যে, তাহার জন্য কেহ কখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় না।

২১শ আপত্তি। ক্ষণ কাল শারীরিক কষ্ট সহ্য করিবার জন্য সুরাপান আবশ্যক হইতে পারে।

উত্তর। মদ্যপায়ী মত্ত অবস্থায় শারীরিক কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে পারে বটে; কিন্তু যখন নেশা ছাড়িয়া যায়, তখন সে অনায়াসে সেই সকল কষ্ট অতিশয় যন্ত্রণার সহিত অনুভব করে।

২২শ আপত্তি। অনেক পরিমিত পায়ীকে সুস্থ ও সবল শরীর ধারণ করিতে, ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে দেখা যায়।

উত্তর। তাঁহারা যদি সুরাপান না করিতেন, কিম্বা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সেই রূপ কিম্বা তদপেক্ষা অধিক সুস্থ ও সবল থাকিতে পারেন কি না, তাহা প্রায়ই পরীক্ষা করা হয় না; সুতরাং, পরীক্ষা-হীন যুক্তি কোন কাজেরই নহে। সুরাপান না করিলে, তাঁহারা আরও অধিক দিন বাঁচিতে পারিতেন। আমরা ৫০।৬০ বৎসর বয়স হইলেই দীর্ঘায়ুঃ বলি; কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যাঁহাদের শত বা ততোধিক বর্ষ পরমায়ুঃ ছিল, তাঁহাদের অধিকাংশই সুরাপান হইতে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। শত বা ততোধিক বর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে, অল্পায়ুঃ বিবেচনা করা উচিত। আর এক কথা এই যে, দুই চারি জন মদ্যপ নীরোগ দেহ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছে, ইহা দেখিলেই চলিবে না; কিন্তু সম-অবস্থাপন্ন বহুসংখ্যক পায়ী ও অপায়ীর স্বাস্থ্য ও জীবন পরীক্ষা করিয়া গড় ধরিয়া বিচার করিতে হইবে।

২৩শ আপত্তি। সুরাপানে ক্লান্তি দূর হয়।

উত্তর। শ্রান্তি হইলে, আহার বা বিশ্রাম করিলে, দেহ যে রূপ বল ও আরাম লাভ করে, সুরাপানে সে রূপ হয় না। সুরা

ক্ষণ কালের জন্য স্নায়ু সমূহকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখে, এবং এই রূপে পায়ীকে দেহের প্রকৃত অবস্থা জানিতে দেয় না। এই প্রকারে ক্ষণিক সুখকর মানসিক শান্তি হয় বটে; কিন্তু স্নায়ুগুলীকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত করাতে, দেহের এক প্রধান যন্ত্র যে স্নায়ু, তাহার বিশেষ ক্ষতি করা হয়।

অনুকূল উদাহরণ ও কথা।

ওয়েলস্ প্রদেশীয় এক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক নিম্নলিখিত গল্প দ্বারা এক জন পরিমিত পায়ীর ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন;—

"এক রাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখি যে, আমি কি জানি কি রূপে নরকে গমন করিয়া যমরাজের সভাগৃহে উপস্থিত হইয়াছি। অল্প ক্ষণ তথায় থাকিতে না থাকিতে, দ্বারে বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইল। শয়তান (পাপ) ডাকিতে লাগিল, "হে সহচর! শীঘ্র পৃথিবীতে এস।" উত্তর হইল, "কেন? কি হইয়াছে?" শয়তান বলিল, "পৌত্তলিকদিগের মধ্যে প্রচারক প্রেরিত হইতেছে। সহচর ঐ স্থানে আসিয়া দেখিল যে, প্রচারকগণ, তাঁহাদের পরিবারবর্গ, কতকগুলি বাইবল ও পুস্তিকার বাক্স রহিয়াছে। কিন্তু পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিল যে, স্তরে স্তরে বিবিধ প্রকার মদের পিপা সাজান রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সহচর বলিল, "এখনও ভয়ের কারণ নাই। ঐ সকল পুস্তকের বাক্স যত উপকার করিবে, পিপাগুলি তাহা অপেক্ষা অধিক অপকার করিবে।" এই বলিয়া সে এক নিমেষে নরকে ফিরিয়া আসিল। পুনরায় দ্বারে জোরে আঘাত হইল এবং ঘন ঘন ডাক

হইতে লাগিল, "উহারা পরিমিত সুরাপায়ীদিগের সভা স্থাপন করিতেছে।" সহচর দেখিতে আসিল, কিন্তু ত্বরায় এই বলিতে বলিতে ফিরিয়া গেল যে, "ইহাতে নরকের আধিপত্য বিস্তার করিবার কিছুই ব্যাঘাত হইবে না। লোকের অল্প মদ খাইয়া আশা মিটিবে না, এবং লোকদিগের মনের এত বল নাই যে, লোভ সম্বরণ করিতে পারে।" পুনরায় অধিকতর জোরের সহিত আঘাত হইতে লাগিল, ও অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে ডাক হইতে লাগিল, "হে সহচর! তুমি এখনও এস, নতুবা, সকলই নষ্ট হইবে। ইহারা সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন করিতেছে।" সহচর আসিয়া বলিল, "কি! ইহারা কোন প্রকার সুরা পান করিবে না? ইহা আমাদের পক্ষে বড় দুঃ-সংবাদ!"

—"On Guard."

এক যুবা তাহার ফাঁসির কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, "এক চামচে মদের জন্যই আমার এ দশা ঘটিল।" এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিতে লাগিল, "যখন আমি শিশু ছিলাম, বাবা আমাকে খাইবার সময় কোলে করিয়া তাঁহার গ্লাস হইতে এক চাম্‌চে মদ দিতেন। এই রূপে আমার মদের পিপাসা উপস্থিত হইল; এবং মদের ঝোঁকে এমন কার্য্য করিলাম, যাহার জন্য ভীষণ শাস্তি পাইতে হইবে।"

—"Staunch Teatotaler."

লোকে বলে, একটু করিয়া মদ খাইতে দোষ নাই; সকল মদ্যপায়ী মাতাল হয় না। লোকে ইহা জানে না যে, মদ খাইবা মাত্র যদি মাতাল হইত, তাহা হইলে, কেহ এক বার ভিন্ন

আর দুই বার মদ খাইত না। ইহা বুঝিয়াই এক জন লোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে ঈশ্বর! মানুষ যেন প্রথম বার মদ খাইয়াই ঘোরতর মাতালের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।" —"Orations by J.B.Gough."

থ্যাডুস ষ্টিভেন্স নামক আমেরিকার এক জন ভূতপূর্ব্ব রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার প্রভূত ধন সম্পত্তি তাঁহার এক জন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান পত্র করিয়া গিয়াছিলেন। দান পত্রে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কতকগুলি বন্ধনের উল্লেখ ছিল;—যদি ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র পাঁচ বৎসর মদ্য পান হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে উক্ত বিষয়ের তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়া হইবে। পুনরায় পাঁচ বৎসর এই রূপ বিরত থাকিলে, আর এক ভাগ দেওয়া হইবে, এবং পুনরায় এই অবস্থায় পাঁচ বৎসর থাকিলে, অবশিষ্টাংশ দেওয়া হইবে।—কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পরীক্ষা কাল অতি দীর্ঘ হইয়াছিল; কিন্তু এই মহৎ ব্যক্তি মদ্যপান হইতে বিরত হওয়া যে, অতিশয় আবশ্যকীয় বিবেচনা করিতেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত পৈতৃক সম্পত্তি বংশধরগণ প্রায়ই অকাতরে নষ্ট করে; এই জন্য, সন্তানদিগকে এই রূপ কোন না কোন উপায় দ্বারা সাবধানে রক্ষা করা গুরুজনের কর্ত্তব্য।

—"Staunch Teatotaler."

নিউ ইয়র্ক নগরের রেভারেণ্ড ডাক্তার নিউ ওয়েল বলিয়াছিলেন যে, তথায় একই ব্যক্তি তাহার আট জন পুত্রকে পরিমিত পান করিতে আদেশ করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি পরিমিত পায়ী ছিল; কিন্তু তাহার পুত্রগণ মাতাল হইয়াছিল। সেই

ব্যক্তির ৪০ জন বংশধর মাতাল হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। —"One Page Hand-Bill Tract," No. 45.

সম্প্রতি জেমস্ গথ্, J. P.; নামক এক ব্যক্তি এই বলিয়া ১০০ পাউণ্ড (প্রায় ১০০০৲ টাকা) স্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা করিয়াছেন;—"চিত্রকর ক্রুকস্যাঙ্ক সুরাপান-বিরত কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন ভীষণ অপরাধ সঙ্ঘটিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলে, ১০০ পাউণ্ড পুরস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ ঐ টাকা চায় নাই। সুরাপান হইতে সম্পূর্ণ বিরতি ভিন্ন মাতলামী কোন স্থলে আরাম হইয়াছে, প্রমাণ করিতে পারিলে, আমিও ঐ পরিমাণে অর্থ দিতে স্বীকার করিলাম।"

—"Alliance News," 24th Sep. and 8th Oct. 1887.

এক সময়ে স্কট্‌লণ্ডের এক ধর্ম্মযাজক সম্পূর্ণ বিরতি অপেক্ষা পরিমিত পানের অধিক গুণ, এই বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই সভাস্থলের মধ্য হইতে এক হতভাগ্য মাতাল উঠিয়া বলিল, "বাহবা! আচার্য্য মহাশয়, আপনারা আমাদেরই পক্ষে!" প্রচারক এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন, "আমি আর তোমাদের দিকে হইব না। আমি এক-বারে পান বন্ধ করিব।"

—"Talks on Temperance," Page 31.

একদা কোন ধর্ম্মযাজক এক সভাস্থলে এই বলিয়া পরিমিত পানের প্রশংসা করিতেছিলেন যে, সাধু ব্যক্তিদিগের সুরাপান করিবার নীতি-সঙ্গত ক্ষমতা আছে, এবং পান হইতে সম্পূর্ণ বিরতি ধর্ম্মোন্মাদের লক্ষণ ও বাইবেলের অনুমোদিত

নহে। তাঁহার কূটতর্কজাল-রচনাকার্য্য শেষ হইবার পর, এক বৃদ্ধ উত্তেজনা ও দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে দণ্ডায়মান হইয়া, লোক-মণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া এই ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, "আমি একটি যুবকের বিষয় জানি, যে যুবক অতি শীঘ্র শীঘ্র মাতাল হইতেছে। আমার ভয় হয়, তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যখন তাহাকে মদ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করা হয়, সে সর্ব্বদাই জনসাধারণের প্রিয় কোন এক ধর্ম্মযাজকের দৃষ্টান্তের ওজর করে। সে বলে যে, যখন সেই আচার্য্য সুরাপান করেন, ও তাহার অনুকূলে যুক্তি দেখাইতেছেন, তখন সেও সেই রূপ করিতে পারে। হে ভদ্র ব্যক্তিগণ! সেই প্রমত্ত হতভাগ্য যুবাই আমার পুত্র; এবং এই মাত্র যে ধর্ম্মযাজক বক্তৃতা করিলেন, সেই যুবা তাঁহারই অসদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছে।"

—"Temperance Tract," No. 40.

আমার বোধ হয়, পৃথিবীর সমুদয় পরিমিত পায়ী সমুদয় মাতালের অপেক্ষা সুরাপান করিতে অধিক অর্থ ব্যয় করে।

যদিও কেহ কূট-যুক্তিতে ইহা প্রমাণ করিতে পারেন যে, পরিমিত পান ভাল; তথাপি, সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অপরকে বিষম বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পান বন্ধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। যদি সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শত শত যোগী ঋষির বহু শতাব্দি-ব্যাপী অশেষ ক্লেশসাধ্য তপস্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চার আবশ্যক হয়; যদি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য যীশুর পবিত্র রক্তের এবং অনেক সাধুর জীবন দানের আবশ্যক হয়; যদি জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য রাণা প্রতাপ সিংহ, ম্যাট্‌সিনি, হাউয়ার্ড, ডোরা, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্মা ও তাঁহাদের অসংখ্য অনুচর-

দিগের স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, এই জরাজীর্ণ ভারতবর্ষের কোটী কোটী প্রজাদিগকে অথবা ভাই বন্ধু পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়দিগকে পান-মত্ততা রূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এ দেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের সুরাপান একেবারে ত্যাগ করা উচিত। অন্ততঃ, এই টুকু স্বার্থত্যাগ (?) করিতে না পারিলে, মনুষ্য নামের অযোগ্য হইতে হইবে।

সুরা ব্যবসায় বন্ধ করা গভর্ণমেণ্টের উচিত।

অনুকূল মত।

ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ রূপে মদ্যপান বন্ধ করাই এক মাত্র সদুপায়। ভারতবাসীরা শতকরা ৯৯ জন এই রূপ আইনের পক্ষে মত দিবে। —স্যামুয়েল স্মিথ, পার্লামেণ্টের জনৈক সভ্য। ইনি ভারতবর্ষে আসিয়া এ স্থানের অবস্থা ভাল করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন।

প্রজাদিগের সহিত বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা হইতে আমাদিগের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, যত দিন তাহাদের মধ্যে পানমত্ততা বিস্তৃত রূপে বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন তাহাদের অবস্থা কোন প্রকারে অধিক পরিমাণে উন্নত হইতে পারিবে না;

এবং যত দিন চতুর্দ্দিকে প্রলোভন বিস্তৃত থাকিবে, তত দিন পান-মত্ততা ব্যাপ্ত থাকিবে। —বিলাতের ১৩৫০০ জন ধর্ম্ম-যাজক, হাউস অফ্ লর্ডস্ সভার বিশপ সভ্যদিগকে ১৮৭৬ সালের মে মাসে আইনের দ্বারা পানমত্ততা নিবারণ জন্য যে দরখাস্ত করেন, তাহাতে উপরি উক্ত কথাগুলি লেখা ছিল।

ভারতবর্ষে পান-মত্ততা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং আমরা ইহা অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, কেবল গভর্ণমেণ্টই ইহার জন্য দায়ী। যত দিন গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় প্রজাদিগের মতে সুরা বিক্রয় বন্ধ করিবার নিয়মের উপকারিতা স্বীকার না করিবেন, তত দিন আমরা দেখিব যে, এ দেশে পান-মত্ততা ভয়ানক রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে কবলিত করিতেছে। —"Indian Mirror," এ দেশের মধ্যে এ দেশীয় ব্যক্তি-দ্বারা চালিত সর্ব্ব প্রধান দৈনিক ইংরাজি সংবাদ পত্র।

আমার মতে, সুরা-বিক্রয় বন্ধ করিবার নিয়ম, পান-মত্ততার কুফল দূর করিবার এক মাত্র নিরাপদ্ এবং অব্যর্থ উপায়।

—নৈতিক চেষ্টা দ্বারা পান নিবারণ বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান প্রচারক ফাদার ম্যাথু।

যখন আইন চতুর্দ্দিকে মদের দোকান স্থাপন করিয়া পান-মত্ত হইবার জন্য উৎসাহ দিতেছে, তখন নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা অপরিমিত সুরাপান বন্ধ করিবার আশা করা, উপহাসের কথা। আইন তাহার কর্ত্তব্য সাধন করুক, এবং আমরা (ধর্ম্ম-প্রচারকগণ) অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য দায়ী হইব।

—হিজ এমিনেন্স কার্ডিন্যাল ম্যানিং।

প্রলোভনের মূল দূর করিবার জন্য রাজ্য নিয়মের অনেক ক্ষমতা আছে। —বিলাতের মহামতি রাইট অনরেবল গ্লাড্‌ষ্টোন।

যদ্যপি, আপনারা মেইন প্রদেশের ন্যায় এই মদ্য ব্যবসায় বন্ধ করেন, তাহা হইলেই প্রজাদিগকে অপ্রমত্ত রাখিতে পারিবেন। নতুবা, ইহাকে নিয়মের অধীনে রাখিলে, অর্থাৎ কিয়ৎ-পরিমাণে বাধা দিলে, আমার বোধ হয়, প্রজাদিগকে অপ্রমত্ত রাখিতে পারিবেন না। —মৃত অল্ডার্ম্যান ওয়্যার, যিনি মদ্য-ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধি হইয়া, মদের দোকান সমূহের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য পার্লামেণ্ট প্রজা-সভা দ্বারা মনোনীত ও ১৮৫৩।৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত কমিটিকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

যে কারণ দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা অবশ্যই আনন্দের বিষয়। মদের কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয়, আমি তাহার হ্রাস হইবার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। —১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পার্লামেণ্ট সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ইহা সত্য যে, আমি তরল বিষের ব্যবহার বন্ধ করিতে পারিব না। লোভী ও অসৎ ব্যক্তিগণ লাভ ও ইন্দ্রিয় সুখের জন্য আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে। কিন্তু কিছুতেই আমাকে প্রজাদিগের পাপ ও দুঃখ হইতে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না। —চীন দেশের সম্রাট্।

মহাশয়গণ, আমি রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত নীতির উন্নতি অবনতির সমভাবে তুলনা করিতে দিতে পারি না; কিন্তু

আমাকে এমন এক মিতাচারী জাতি দিন, যাহারা তীব্র মদে তাহাদিগের উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করে না; আমি বুঝিব, কি প্রকারে আমার রাজস্ব আদায় করিতে হয়। —মহামতি গ্লাড্‌ষ্টোন লণ্ডনের সুরা-ব্যবসায়ীদিগকে এই উত্তর দিয়াছিলেন।

পরিমিতাচারিতার বৃদ্ধির জন্য রাজস্বের বৃদ্ধি হইলে, আমরা যে তাহাকে কেবল আনন্দের বিষয় বলিয়া জানিব, তাহা নহে; কিন্তু আমরা ইহা অনেক প্রকারে দেখিতে পাইব যে, রাজভাণ্ডারকে এজন্য যে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহাতে তাহার কষ্ট হইবে না।

—সার ষ্ট্যাফোর্ড নর্থ কোট, ইংলণ্ডের রাজস্ব-সচিব।

আমার বোধ হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে যে, যদি সকল প্রকার মদের উৎপত্তি, বিক্রয় এবং ব্যবহার বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে, অতিশয় উপকার হয়। —মহামতি জন্ ব্রাইট।

মদের দোকান গুলি পান-মত্ততা বৃদ্ধি করিয়া দরিদ্রতা বিস্তৃত করিতেছে। —"Liberal and New Dispensation," 18th December, 1887.

আমি অসঙ্কুচিত চিত্তে ইহা বলিতেছি যে, আমার মতে সুরাপান-নিবারণ কার্য্যের সহিত জাতীয় উন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে; এবং স্থানীয় মত (Local Option) সুবিবেচনার সহিত চালিত হইবার পক্ষে আমার মত আছে।

—ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট মার্কুইস অফ রীপণ।

যদি এখনও এই জাতিকে স্থানীয় মতানুসারে সুরা বিক্রয় বন্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে, অনেক জেলায় মদ্যপান দৃষ্ট হইবে না। —"Indian Messenger."

আমি বিবেচনা করি যে, যদি আঁপনারা সুরা-বিক্রয় নিবারণ বিষয়ক আইন সম্বন্ধে ন্যায়-সঙ্গত বিচার করিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে, আপনারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে সুরা ব্যবসায় সম্বন্ধে অপ্রতিহত ক্ষমতা কার্য্যতঃ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না। —লর্ড র‍্যাণ্ডল্‌ফ চার্চিল, পার্লামেণ্টের জনৈক খ্যাতাপন্ন সভ্য।

হে লর্ড বাহাদুরগণ! পাপের উপর কর স্থাপিত করা উচিত নয়; বরং পাপ দমন করাই উচিত। কখন কখন অতিরিক্ত করের দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। বিলাসিতার উপরেই কর স্থাপন করা উচিত। কিন্তু যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ সকল প্রকারে ক্ষতিকর, তাহাদের ব্যবহার বন্ধ করাই উচিত। যদি প্রজারা মদের প্রতি এত প্রিয় হয় যে, তাহা দ্বারা তাহাদের নিজের সর্ব্বনাশ করিতে প্রলুব্ধ হয়, তাহা হইলে, আসুন, আমরা অবশেষে ঐ সকল বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল সাঙ্ঘাতিক পানীয় হইতে রক্ষা করি। আসুন, আমরা ঐ সকল মানব হত্যা-কার্য্যের শিল্পীদিগকে দমন করি। ইহারা স্বদেশবাসীদিগের সহিত রোগ ও ধ্বংসের বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছে, এবং লাম্পট্য রূপ গুপ্ত কূপের উপরে এরূপ চার ফেলিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার লোভ সম্বরণ করা কষ্টকর। হে লর্ড মহোদয়গণ! যখন আমি এই পাণ্ডুলিপির পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করি, তখন আমি দেখিতে পাই যে, ইহা রোগ উৎপন্ন করিবে, কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহের পথে বাধা দিবে, এবং মানব জাতির ধ্বংস সাধন করিবে। এই সকল ক্ষতি সাধন করিবার জন্য এরূপ বিষের দোকান ভিন্ন কি কার্য্যকারী উপায়

আবিষ্কার করা যাইতে পারে? এই বিষ এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, জিহ্বার আনন্দকর হইলেও সামর্থ্য নষ্ট করে, ও নেশা করাইয়া প্রাণ হনন করে। —লর্ড চেষ্টাফিল্ড, তৎসাময়িক খ্যাতাপন্ন ওমরাহ ব্যক্তি, জিন নামক মদের আইনের বিপক্ষে হাউস অফ লর্ডস্ মহাসভায় এই বলিয়াছিলেন।

যাহারা পান-মত্ততা দ্বারা, এবং আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া, আপনাদিগের সুস্থ শরীর নষ্ট করে, তাহারা যে গল-রজ্জু, বিষ ভক্ষণ কিম্বা জলমগ্ন দ্বারা আত্ম-হত্যাকারীদিগের ন্যায় আত্মহত্যা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। —শার্লক।

আমি ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি (এবং আমার এই কথার কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে না) যে, তীব্র সুরার স্বভাবজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি অর্থলাভের জন্য মদের ব্যবসায় করে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি প্রমাণ করিতে পারে না যে, সে ব্যক্তি প্রাণি-হত্যার অপরাধে সংলিপ্ত নয়। —ডাক্তার লাইম্যান বীচার।

বরং শুঁড়ীরা জন সাধারণের নিকট হইতে পেন্‌শন উপ-ভোগ করুক, এবং আইনের দ্বারা তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ করা হউক; তথাপি, ঐ ব্যবসায় হইতে যে সমুদয় উপকার হয়, তাহার সহিত ক্ষতির শতাংশের একাংশেরও তুলনা হইতে পারে না। —বিশপ বার্কেলে।

যাহাতে সৎ-কার্য্য করিবার সুবিধা হয়, এবং অসৎ-কার্য্য করিবার অসুবিধা হয়, গভর্ণমেণ্টের এরূপ আইন করা কর্ত্তব্য। —বিলাতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্লাডষ্টোন।

অনুকূল যুক্তি।

এই দেশের এক এক স্থানের কর্ত্তৃপক্ষদিগের হস্তে স্থানীয়

অধিকাংশ বয়ঃপ্রাপ্ত প্রজাদিগের মতানুসারে সুরা ব্যবসায় একেবারে বন্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গভর্ণমেণ্টের উচিত। বিলাতে এরূপ আইন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে, এবং ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের অনেক প্রদেশে এই আইন মত কার্য্য চলিতেছে। যে যে স্থানে এই রূপে ব্যবসায় বন্ধ করা হইতেছে, সেই সেই স্থানের লোকদিগকে অন্য স্থান হইতে মদ আনিয়া পান করিতে বাধা দেওয়া হয় না। এরূপ করিয়া এক এক স্থানের বিক্রয় বন্ধ করা, এবং অধিকাংশ প্রজার অমতে কেবল রাজার আদেশানুসারে একেবারে সমগ্র দেশে বিক্রয় বন্ধ করা, এই দুইটি কার্য্য প্রলোভন দূর করিবার দুই বিভিন্ন প্রকার উপায়। শেষোক্ত উপায়ে কার্য্য করিলে, অনেক বাধা ও বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ কার্য্য, যাহার সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্বাধীনতা জড়িত রহিয়াছে, রাজা বা প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত অধিকাংশ লোকের মতানুসারে বন্ধ না হইয়া, অধিকাংশ প্রজাদিগের মতানুসারে বন্ধ হওয়াই উচিত। তবে অধিকাংশ প্রজার মত অনুকূল করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করা রাজার উচিত। যদি নির্ব্বাচিত অধিকাংশ লোকের মতানুসারে বিক্রয় বন্ধ করা হয়, অথচ, অধিকাংশ প্রজার মত বন্ধ করিবার পক্ষে অনুকূল না হয়, তাহা হইলে, ভাল রূপ কার্য্য চলিবার সম্ভাবনা নাই।

১ম। সমস্ত মদের ব্যবসায় বন্ধ করিলে, যদি এক জন লোকও বাঁচিয়া যায়, তাহা করা উচিত। কিন্তু কোন সৎ-ব্যবসায় সম্বন্ধে এ কথা খাটে না।

২য়। যে কার্য্য নীতি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তাহা রাজনীতি-সঙ্গত হইতে পারে না।

৩য়। সৎ-ব্যবসায়কে কোন প্রকার বাধা দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, অসৎ-ব্যবসায়কে কেবল কমাইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা, একেবারে বন্ধ করা উচিত।

৪র্থ। যখন এই ব্যবসায় বর্ত্তমান থাকিলে, হাজার হাজার লোকের মৃত্যু হইবেই হইবে, তখন এই ব্যবসায়কে কতকগুলি নিয়মের অধীন করাও যা, ও হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিবার পক্ষে সহায়তা করাও তাই।

৫ম। দুষ্কর্ম্মের শাস্তি দেওয়া যেমন গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, সেই রূপ দুষ্কর্ম্মের মূল নষ্ট করাও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

৬ষ্ঠ। যদি এই ব্যবসায় বন্ধ করা অনুচিত; তবে কোন্ যুক্তিতে ইহাকে অবাধে চলিতে না দেওয়া হয়?

৭ম। এই ব্যবসায়ের উৎপন্ন দ্রব্য যে সুরা, তাহা সমাজের আবশ্যকীয় নহে, বরং ক্ষতিকর।

৮ম। ভারতবর্ষের অল্পসংখ্যক পায়ীদিগের জন্য অধিকাংশ অপায়ী প্রজার নীতি দূষিত হইতেছে; এবং অনাথাশ্রম, হাঁসপাতাল, জেল, বাতুলালয়, পুলিস ও বিচারালয় প্রভৃতি রক্ষা করিতে যে অর্থ ব্যয় হয়, দেশ ভেদে তাহার অল্প বা অধিক অংশ পান-মত্ততার কুফল নিবারণ করিবার জন্য ব্যয়িত হয়, সেই অংশ এ দেশের অনেক অপায়ী প্রজাদিগকে বহন করিতে হইতেছে; এতদ্ভিন্ন, মদ্য-পান-হেতু মাতলামী, মারামারি, খুন প্রভৃতি ঘটনার জন্য অপায়ীদিগকে সাক্ষ্য দিতে, অর্থ ব্যয়

করিতে, শশঙ্কিত থাকিতে ও বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

৯ম। প্রলোভনের অভাব নৈতিক বল বৃদ্ধি করিতে পারে না বটে ; কিন্তু রাজা যে জোর করিয়া প্রলোভন দেখাইতেছেন বা বাড়াইতেছেন, তাহা রাজার পক্ষে ন্যায়-সঙ্গত অধিকার হইতে পারে না।

১০ম। সমাজের অল্পসংখ্যক লোকই প্রলোভনে মুগ্ধ হয় না ; কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, প্রলোভন হইতে দূরে রাখিলেই, অনেক লোকের নীতি বিশুদ্ধ হয়।

১১শ। বর্ত্তমান আইন অনুসারে মত্ত হইবার পর, তাহাকে সুরা বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না ; কিন্তু বিক্রয় সম্পূর্ণ বন্ধ হইলে,মনুষ্যকে আদৌ মত্ত অবস্থাতেই পড়িতে হইবে না। রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা, রোগ নিবারণ করিবার চেষ্টা করাই অধিক যুক্তি সঙ্গত।

১২শ। যেমন সৎ আইনের প্রভাবে অধিকাংশ লোকের সুনীতি শিক্ষা হয়, সেই রূপ অসৎ আইনের প্রভাবে অধিকাংশ লোকের কুনীতি শিক্ষা হয়। যেখানে বহুবিবাহ আইন সঙ্গত, সেখানে বহুবিবাহকে সুনীতি সঙ্গত বিবেচনা করা হয়। যে রাজ্যে ভ্রূণহত্যা করিলে, শাস্তি দেওয়া হয় না, সে থানে কুলটা জননী আবশ্যক হইলেই অনায়াসে সন্তানদিগকে হত্যা করে। সেই রূপ যদি রাজা বেশ্যাবৃত্তি ও সুরাবিক্রয় বন্ধ করেন, তাহা হইলে, এই সকল কর্ম্ম যে অতিশয় ক্ষতিকর ও পাপজনক, এই ভাব প্রজাদিগের মনে বৃদ্ধি পায়।

১৩শ। ইহা সত্য যে, অনেক লোক সুরা বিক্রয় বন্ধ করা

অতিশয় উপকারী ও ন্যায়-সঙ্গত স্বীকার করিয়াও,এ রূপ আইন সুচারু রূপে চলিবে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ করেন। তাঁহারা এই ব্যবসায়ের ক্ষমতা দেখিয়া স্তম্ভিত হন। তাঁহারা দেখিতে পান, যেন অসংখ্য ধনরাশি ইহার সাহায্য করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে; উৎকট পিপাসা এবং অসার সুখ-ভোগ-লালসা ইহাকে পোষণ করিতেছে; এবং ইহা রাজমন্ত্রী ও রাজনীতিজ্ঞ-দিগকে উৎকোচে বা বলের দ্বারা বশীভূত করিতে পারে। তথাপি, ইহাও অকাট্য সত্য যে, যদি মানব জাতি নৈতিক বলের সহিত ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে, অবশ্যই এক দিন না এক দিন ইহার পরাজয় হইবে।

১৪শ। যখন অতিশয় অধিক অংশ প্রজা সুরা ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, সাধারণের মত উক্ত ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে; অতএব, ব্যবসায় বন্ধ করিবার আইন প্রচলিত করিলে, প্রজারা সেই আইন রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

১৫শ। বিক্রয়ের লাইসেন্স দিবার আইন বর্ত্তমান থাকাতে, প্রজাদিগের মনে এই ভাব উপস্থিত হয় যে, জন সাধারণ ন্যায়ানুসারে সচরাচর সুরাপান করিতে পারে। কিন্তু সুরা ব্যবসায় বন্ধ করিবার নিয়ম স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করে যে, প্রজাদিগের সুরাপান আবশ্যক করে না, এবং এই ব্যবসায় হইতে এত দূর ভয়ানক ক্ষতি উপস্থিত হয় যে, ইহা বন্ধ করা যুক্তি সিদ্ধ ও আবশ্যক।

১৬শ। সকল সভ্য রাজ্যেই চোর, জুয়াচোর ও ডাকাইতকে শাস্তি দেওয়া হয়; কিন্তু অল্প রাজ্যেই সুরা-বিক্রেতাকে শাস্তি

দেওয়া হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, চোর, জুয়াচোর ও ডাকাইত কেবল ধন লইয়াই সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু সুরা-বিক্রেতা অসংখ্য লোকের ধন, মান ও প্রাণ অতর্কিত ভাবে অপহরণ করে।

১৭শ। রাজার এরূপ নিয়ম স্থাপন করা উচিত যে, রাজ্য মধ্যে যাহার যাহা প্রাপ্য, সে তাহা সহজে পাইতে পারে। সংসারে পুরুষদিগের নিকট হইতে মাতা, স্ত্রী ও শিশু সন্তান-দিগের অন্ন বস্ত্র এবং স্নেহ মমতা পাইবার ন্যায্য অধিকার আছে। কিন্তু যে সকল পুরুষ একেবারে কিম্বা ক্রমশঃ সুরার অধীন হইয়া পড়ে, তাহাদের বিবেক এবং ইচ্ছাশক্তি এত দূর লুপ্ত হইয়া যায় যে, তাহারা পরিজনবর্গকে তাহাদিগের প্রাপ্য ভরণ পোষণ দেওয়া দূরে থাকুক, আপনাদিগেরই দেহ মনের প্রতি উদাসীন হয়। বর্ত্তমান আইন অনুসারে পরিবারবর্গ ঐ সকল সুরাক্রান্ত পুরুষদিগের নিকট হইতে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি পাইতে পারে; কিন্তু রাজ নিয়মের সাহায্যে কেহ ভাল-বাসা লাভ করিতে পারে না। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা রোগ নিবারণ করা ভাল। সেই রূপ রাজা যদি মদের দোকানের প্রলোভন হইতে প্রজা-দিগকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেই রাজার বিশেষ বিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

১৮শ। দুর্ব্বলদিগকে বলবানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সুরা ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইয়া প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত অবিরাম ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে। তাহারা মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন

প্রকাশ করিতেছে; তাস, পাশা, জুয়া প্রভৃতি খেলার আড্ডা রাখিয়াছে; এতদ্ভিন্ন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, আহারাদি, ক্রীড়াদি, উজ্জ্বল আলোক প্রভৃতি বহুবিধ আয়োজন করিয়াছে। এই সকল লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, মদ্যপানের ক্ষতি সহ্য করিয়াও, অসংখ্য নর নারী মদের দোকানের দিকে ধাবমান হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিলাতের ন্যায় এ দেশে মদের দোকানের মনোহারিত্ব বা চাকচিক্য নাই; এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সঙ্কুচিত হইয়া মদের দোকানে প্রবেশ করেন। কিন্তু অনেকে সুরাপান বিষয়ে বিলাতীয় অসভ্যতার অনুকরণ করাতে, সেই সৌভাগ্যের দিন চলিয়া যাইতেছে। দুর্ব্বল প্রজাদিগকে বলবান্ শুঁড়ীদিগের প্রলোভন হইতে হিতকারী পিতার ন্যায় রক্ষা করা রাজার উচিত।

যে খৃষ্টীয়ান জাতি "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ! আমাদিগকে প্রলোভনে লইয়া যাইও না; কিন্তু পাপ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।"—এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, কোটী কোটী প্রজাকে প্রলোভন দেখাইয়া সর্ব্বনাশ করা, সেই জাতির উচিত নহে।

আপত্তি খণ্ডন।

১ম আপত্তি। এরূপ ব্যক্তিগত কার্য্যে রাজার বা সমাজের হাত দেওয়া অনুচিত।

উত্তর। সকল ব্যক্তিই যদি নিজের বিবেচনায় সকল কার্য্য করিতে পারিত, তাহা হইলে, আর বিচারালয় প্রভৃতির আবশ্যক হইত না। সাধারণ লোক সুশাসনের জন্যই কতকগুলি বুদ্ধিমান্ লোককে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করে। অধিকাংশ স্থলে

ইহাঁদের বিবেচনানুসারে চলা উচিত। সুরাপান জন্য রাজার শাসনকার্য্যের ও সমাজের অশেষ প্রকার ক্ষতি হয় বলিয়াই, রাজার ও সমাজের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত। আরও দেখুন, ইহা দ্বারা ঠিক্ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না; কারণ, সকলেরই অন্য স্থান হইতে মদ কিনিয়া পান করিবার ক্ষমতা থাকিবে। ইহা দ্বারা কেবল স্থানীয় অধিকাংশ প্রজার মতানুসারে এক সর্ব্বনাশকর ব্যবসায় বন্ধ করা হইতেছে।

২য় আপত্তি। অন্যান্য মাদক দ্রব্যও বিক্রয় বন্ধ করা উচিত।

উত্তর। মদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর; এজন্য, প্রথমতঃ ইহা বিক্রয় বন্ধ করা উচিত।

৩য় আপত্তি। স্বাধীন ব্যবসায় বন্ধ করা গভর্ণমেণ্টের উচিত নয়।

উত্তর। মদ্য-ব্যবসায়কে নিয়মিত করা হইয়াছে—অর্থাৎ, কেহ ইচ্ছা করিলেই অনুমতি ভিন্ন মদ প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে পারে না; তাহাতে কাহারও আপত্তি হয় না। সুরা ভিন্ন অন্য প্রকার বিষ, পচা খাবার, চুরির মাল, দাস প্রভৃতি বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে; তাহাতে কাহারও আপত্তি হয় না। সম্পত্তি রক্ষার জন্য যেখানে সেখানে বারুদ বা কেরোসিন্ তৈল রক্ষা বা বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না; শরীর রক্ষার জন্য বিষ ও চর্ব্বি, বিক্রেতার ইচ্ছামত যাহাকে তাহাকে বিক্রয় করিতে কিম্বা যথায় তথায় রক্ষা করিতে দেওয়া হয় না; অপব্যয়িতা রক্ষা করিবার জন্য জুয়া বা সুরতি খেলিতে দেওয়া হয় না; নীতি রক্ষা করিবার জন্য অশ্লীল চিত্র

বিক্রয়, কিম্বা দুষ্কর্ম্মের জন্য আড্ডা রক্ষা করিতে দেওয়া হয় না; অতএব, যে সুরা এই সকলের সমান, বা অধিক ক্ষতিকর, তাহার বিক্রয় বন্ধ করিতে আপত্তি হওয়া অনুচিত।

৪র্থ আপত্তি। বিক্রয় বন্ধ হইলে, পান বন্ধ হইবে না।

উত্তর। যেখানে মদের উপর অধিক কর বসান হইয়াছে, কিম্বা রবিবারে বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে, সেই খানেই সুরাপান কমিয়াছে। যেখানে বিক্রয় একেবারে বন্ধ করা হইয়াছে, সেখানে অন্য স্থান হইতে মদ আনিয়া অতি অল্প পরিমাণে পান করা হয়। সুরাপান স্বাভাবিক নয়; সুরা সুস্বাদু নয়; পৃথিবীতে অনেক জাতি কোন কালে উহা পান করে নাই; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অধিক লোক পান করে না। উহা কিছু দিনের জন্য বন্ধ করিলেই যে, উহার প্রতি লোভ কমিয়া যায়, তাহা অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে। পাপী কয়েদীদিগকে জেলে একেবারে মদ খাইতে না দেওয়াতে, তাহাদের মধ্যে অনেকে মুক্ত হইয়াও একেবারে পান ত্যাগ করিয়াছে।

৫ম আপত্তি। কতকগুলি লোকের সুবিধার জন্য অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করা উচিত নয়।

উত্তর। এরূপ আপত্তিকারীরা বলেন, "আমরা স্বাধীনতা নষ্ট করিব না; অতএব, আমরা নিজের সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি।" অনেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য এমনই উন্মত্ত যে, যে সকল নিয়মের অধীনে থাকিলে, স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারা যায়, তাঁহারা সেই সকল নিয়মের অধীনে থাকিতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু সমাজে থাকিতে গেলে, এমতে কার্য্য করা চলে না; যথা,—আমাদের নিজের পালিত পশু পক্ষীর

প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে পারি না; সাধারণের সমক্ষে অশ্লীলতা করিতে পারি না; আত্মহত্যা করিতে পারি না; ইত্যাদি। মদ্যপায়ীর দ্বারা সমাজের অনেক ক্ষতি হয়, এজন্য, সুরা বিক্রয় কমাইবার জন্য অনেক আইন আছে: কিন্তু বিক্রয় বন্ধ করাই অধিকতর ন্যায় সঙ্গত আইন। অধিকাংশ লোক বন্ধ করিতে অসম্মত হইলেও বন্ধ করা উচিত; কারণ, সকল স্থলে অধিকাংশ অনুপযুক্ত লোকের মতানুসারে সকল কার্য্য করা যায় না। যাহা হউক, ভারতবর্ষে সে ভয়ের কারণ নাই; কারণ, এখানে অধিকাংশ লোকেরই ইচ্ছা যে, সুরা বিক্রয় বন্ধ হয়।

৬ষ্ঠ আপত্তি। মদ্য বিক্রয় বন্ধ করিলে, অনেক পরিমাণে রাজস্ব কমিয়া যাইবে।

উত্তর। যেমন এক দিকে রাজস্ব কমিয়া যাইবে, তেমনি অন্য দিকে রোগ ও দুষ্কর্ম্মের হ্রাস হওয়াতে, অনাথনিবাস, হাঁসপাতাল, জেল, গারদ, পুলিস, বিচারালয় প্রভৃতি রক্ষা করিবার ব্যয় কমিয়া যাইবে; এতদ্ভিন্ন, সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে, যে সমুদয় ধান্য ও আঙ্গুর প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য, এবং প্রচুর অর্থ ও পরিশ্রম নষ্ট হয়, তাহার সদ্ব্যয় হওয়াতে, যে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে, তাহা হইতে উক্ত ঘৃণিত ব্যবসায়ের অপেক্ষা অধিক রাজস্ব বিবিধ উপায়ে আদায় হইবে।

৭ম আপত্তি। অপায়ীদিগের সুবিধার জন্য কেন পায়ীরা কষ্ট ভোগ করিবে?

উত্তর। পায়ীদিগের জন্য অপায়ীরা কেন কষ্ট ভোগ করিবে? অথবা, এরূপ বলিলে, নীচ স্বার্থপরতা দেখান হয়।

সমাজের উন্নতির জন্য সকলকেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। অথবা, এই রূপ কার্য্যকে ত্যাগ-স্বীকার বলা যায় না; কেননা, ইহাতে পায়ীদিগের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।

৮ম আপত্তি। আইনের দ্বারা বন্ধ না করিয়া, নীতি ও মদের অপকারিতা শিক্ষা দিয়া বন্ধ করিতে চেষ্টা করা উচিত।

উত্তর। যদিও শিক্ষাদ্বারা বুদ্ধিমান্, মিতাচারী ও সহৃদয় ব্যক্তিগণকে পান হইতে বিরত করা যায়; তথাপি, প্রত্যেক জাতির মধ্যে নির্ব্বোধ ও জড়ভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের প্রবল পান-প্রবৃত্তি আইন ভিন্ন আর কিছুতেই দমন হয় না। আরও দেখুন যে, নৈতিক বল ও শারীরিক ক্ষমতা একত্রিত করিয়া ন্যায্য আইন গঠিত হয়। শিক্ষার প্রভাব গৌণভাবে ও ক্রমশঃ কার্য্য করে; কিন্তু পানমত্ততার ফল মুখ্য ভাবে এবং সত্বর সাধিত হয়। দুষ্কর্ম্মের এক প্রধান কারণ মদ্যপান দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল সাধারণ উন্নতির উপর নির্ভর করা, এবং মড়কের সময় কেবল স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পরিষ্কৃত বস্ত্রের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, উভয়ই সমান। শুঁড়ীরা স্বার্থের লোভে বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে, পুলিসের লোকেরা অর্থ ও মদের লোভে বিক্রয়ের সহায়তা করিবে, এবং শুঁড়ীর দোকানের সাজ সজ্জা ও নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি লোকের মন ভুলাইবে। যখন হাজার হাজার দোকান প্রলোভন দেখাইতেছে, তখন সামান্য শিক্ষায় কিম্বা দুই দশ জন সুরাবিদ্বেষীর সামান্য চেষ্টায় যে মদ্যপান কমিবে, সে আশা করা বৃথা।

শিক্ষা অজ্ঞানতা দূর করে ; কিন্তু অনেক স্থলে অজ্ঞানতা পান-মত্ততার কারণ নয় ; কারণ, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও সুরা পানে মত্ত হন। অনেক পায়ী অপায়ীদিগের অপেক্ষা ভাল রূপ জানে যে, মদ্যপান ক্ষতিকর ও নির্ব্বোধের কার্য্য ; তথাপি, তাহাদের পান-পিপাসা প্রলোভনের দ্বারা উত্তেজিত হওয়াতে, তাহারা পান করে। শিক্ষা দ্বারা নৈতিক ভাব উত্তেজিত করিয়া প্রলোভনকে বাধা দিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং মদের দোকান বন্ধ করিয়া প্রলোভনের ক্ষমতা হ্রাস করা, পান-মত্ততা নিবারণের দ্বিবিধ ঔষধ। শিক্ষা কেবল মানসিক উন্নতি সাধন করিয়া, মানসিক বল বৃদ্ধি করিয়া, এবং রুচি পবিত্র করিয়া, মদের দোকানের প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মনুষ্যকে কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত করিতে পারে।

৯ম আপত্তি। সুরা ব্যবসায়ীরা কি কার্য্য করিবে ?

উত্তর। দেখা গিয়াছে যে, সুরা ব্যবসায়ে যত টাকা ব্যয় হয়, তাহা যদি কোন আবশ্যকীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে, সুরা ব্যবসায়ে যত লোক কার্য্য করিতেছে, তাহার অনেক গুণ লোক কার্য্য পাইবে।

১০ম আপত্তি। মদ কিনিতে শুঁড়ীকে যে টাকা দেওয়া গেল, শুঁড়ী যদি সেই টাকা সদ্ব্যয় করে, কিম্বা পরিবারবর্গকে ভরণ পোষণ করে, তাহা হইলে, মদ্য ব্যবসায়ে সমাজের অর্থ নষ্ট হইল না।

উত্তর। এরূপ তর্ক করিলে, ভুল হয়। মনে করুন, এক ছুতার মদ কিনিল। ছুতার শুঁড়ীকে টাকা দিয়া মদ অর্থাৎ শরীর ও মনের অপকারী এক জিনিষ পাইল, সে যদি শুঁড়ীকে ঐ টাকা

দান করিত, বরং ভাল ছিল;] এবং শুঁড়ী সেই টাকা সদ্ব্যয় করিল। এ স্থলে শুঁড়ীর টাকা সদ্ব্যয় হইল; কিন্তু ছুতারের টাকা অসদ্ব্যয় হইল। ছুতার যদি সে টাকায় মদ না কিনিয়া ময়দা কিনিত, তাহা হইলে, সে টাকার বদলে এমন এক জিনিস পাইত, যাহা দ্বারা তাহার ও তাহার স্ত্রীপুত্র কন্যার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইত; এবং যদি সেই ময়দা-বিক্রেতা ঐ টাকা সদ্ব্যয় করিত, তাহা হইলে, ছুতার ও ময়দা-বিক্রেতা দুই জনেরই টাকা সদ্ব্যয় হইত। ছুতরের টাকা মদে নষ্ট হওয়াতে, সমাজের অর্থ নষ্ট হইল।

১১শ আপত্তি। গভর্ণমেণ্টের আবকারী আয় হইতে সমাজের উপকার হয়, বিক্রয় বন্ধ হইলে, সে উপকার বন্ধ হইবে।

উত্তর। রাজা ও প্রজা যদি এ বিষয়ে বুদ্ধিমান্ হইতেন, তাহা হইলে, মদে যত টাকা খরচ হয়, উভয়ে মিলিয়া তাহা বাণিজ্যে খাটাইয়া এত লাভ করিতেন, যাহা কস্মিন্ কালে আবকারীতে লাভ করিতে পারেন না; অথচ, টাকাগুলি নষ্ট না হইয়া মূলধন রূপে বর্ত্তমান থাকিত।

হে ভারতবাসিগণ! তোমরা কি এতই অজ্ঞান যে, বার কোটী কিম্বা ষোল কোটী টাকা মাদক দ্রব্যে নষ্ট করিয়া রাজভাণ্ডারে চারি কোটী টাকা আদায় দিতে চাও? এ কার্য্যটি ঠিক্ এই রূপ হইতেছে,—যেমন কোন গৃহস্থের একটি টাকা কূপে পড়িয়া যাওয়াতে, সে ডুবুরিকে তিনটি টাকা দিয়া সেই টাকাটি উঠাইয়া লইল।

১২শ আপত্তি। লোকের অভাবের পরিমাণ অনুসারে দ্রব্য উৎপন্ন ও বিক্রয় হয়; অতএব, মদের দোকান থাকিলেই যে,

মদ খরচ হইবে, কিম্বা মদের দোকান না থাকিলেই যে, মদের খরচ কমিবে, এরূপ হইতে পারে না।

উত্তর। অন্যান্য বাণিজ্য সম্বন্ধে এ কথা সত্য যে, যে দ্রব্য যত আবশ্যক, সেই দ্রব্য তত উৎপন্ন হয়; কিন্তু শুঁড়ীর ব্যবসায় সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। খাদ্য দ্রব্যের দোকান বাড়াইলে, বেশী খাদ্য দ্রব্য খরচ হইবে না; কিন্তু মদের দোকান বাড়াইলে, মদ বেশী খরচ হইবেই হইবে।

১৩শ আপত্তি। একেবারে বন্ধ না করিয়া আইন অনুসারে কমাইলে, চলিতে পারে।

উত্তর। দেখা গিয়াছে যে, একেবারে বন্ধ না করিলে, উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু একেবারে বন্ধ না করিয়া প্রথমতঃ রবিবারে, পরে শনিবারে; প্রথমতঃ দশটি দোকান, পরে কুড়িটি দোকান, বন্ধ করিয়া, অবশেষে সমুদয় ব্যবসায় বন্ধ করা যাইতে পারে।

১৪শ আপত্তি। একেবারে বন্ধ করিলে, গুপ্ত ভাবে মদ প্রস্তুত ও ক্রয় বিক্রয় চলিবে।

উত্তর। এই ব্যবসায়কে নিয়মিত করাতেও কি এরূপ হইতেছে না? কোন দুষ্কর্ম্ম গুপ্ত ভাবে সাধিত হইবে বলিয়া কি দুষ্কর্ম্মের সাজা দেওয়া উচিত নয়? অল্পসংখ্যক লোক নিয়ম ভঙ্গ করিবে। এই সকল আইন-ভঙ্গকারীদিগকে ধরাইবার জন্য অধিক অবৈতনিক ও বেতনভুক্ গোয়েন্দা নিযুক্ত করা উচিত।

১৫শ আপত্তি। বিক্রয় বন্ধ হইলে, সুরাপায়ীরা ও সুরাবিক্রেতাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে ঘোর প্রতিবাদ করিবে।

উত্তর। সুরা ব্যবসায়ীদিগের প্রতিবাদ সহ্য করিতেই হইবে। কোন আইনের দ্বারা সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করা যায় না। চুরির দণ্ড হওয়াতে, চোরেরা সুখী হয় না, ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানেরা তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পানবিধি না থাকায়, (হিন্দুদিগের তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতিতে পান বিধি থাকিলেও,) এবং মদ্যপান সামাজিক প্রথা নয় বলিয়া, লোকলজ্জাভয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবে না। যে সকল পায়ী পান জন্য অনেক ক্ষতি ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পান বিক্রয় বন্ধ হওয়াতে, সুখী হইবে। মদ্য ব্যবসায়ী ও মদ্যপায়িগণ ব্যবসায় নিয়মিত করাতেও অসন্তুষ্ট রহিয়াছে।

১৬শ আপত্তি। পায়ী ও ব্যবসায়িগণ বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া, কলহ ও মারামারি করিয়া সমাজের শান্তি ভঙ্গ করিবে।

উত্তর। কিছু দিনের জন্য রাজা ও প্রজাকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে বটে; কিন্তু মদ্যপান হেতু যে সমুদয় কলহ ও মারামারির দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইয়া থাকে, তজ্জন্য যে নিত্য কষ্ট হয়, তাহা ঐ অল্পদিন-ব্যাপী কষ্ট অপেক্ষা অনেক বেশী।

১৭শ আপত্তি। মদ্যব্যবসায়িদিগের যে অর্থের ক্ষতি হইবে, তাহা পূরণ করা উচিত।

উত্তর। সুরা-বিক্রেতাগণ সমাজের যে সমুদয় অশেষবিধ ক্ষতি করিয়াছে, সেই সকল ক্ষতি পূরণের জন্য বরং তাহাদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ আদায় করাই উচিত। সুরা-বিক্রেতা-দিগকে যখন দুই এক বৎসরের অধিক কাল বিক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়া হয় না, তখন তাহারা কি যুক্তিতে পুনরায় অনুমতি পাইবার, কিম্বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে ক্ষতি-পূরণের

দাবী করে? তথাপি, বিক্রয় বন্ধ করিলে যে, প্রভূত উপকার হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া, প্রজার কিম্বা রাজার অর্থ দ্বারা মদ্যবিক্রেতাদিগের অযথা দাবী কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিলে, যদি ব্যবসায় বন্ধ হয়, তাহাও করা উচিত।

১৮শ আপত্তি। এক স্থানে বিক্রয় বন্ধ করিলে, অন্য স্থানে বিক্রয় অনেক বাড়িবে ও তথায় মত্ততার কু-ফল অপরিমিত রূপে প্রকাশিত হইবে।

উত্তর। এক স্থানে বিক্রয় বন্ধ হইল বলিয়া কি অন্য স্থানের লোক অধিক পরিমাণে পান করিবে? কিম্বা যেখানে বিক্রয় বন্ধ হইল, তথাকার লোক কেবল মাতলামী করিবার জন্য কি অন্যত্র গমন করিবে? অধিকাংশ লোক মদ কিনিবার জন্য অন্যত্র যাইবার কষ্ট স্বীকার করিবে না। ভবিষ্যতের জন্য অধিক মদ সঞ্চিত রাখিবার অনেকের অর্থ, সামর্থ্য বা অন্য সুবিধা নাই। অতি অল্পসংখ্যক পায়ীই অন্য স্থান হইতে মদ কিনিয়া আনিবে।

১৯শ আপত্তি। এরূপ করাতে, কতকগুলি পায়ী বাধা পাইয়া ও অসন্তুষ্ট হইয়া অধিক পান করিবে।

উত্তর। তাহা সত্য বটে; কিন্তু অধিকাংশ পায়ী পান কমাইবে বা ত্যাগ করিবে, এবং তাহা হইলেই, সমাজের মধ্যে ক্ষতি ও কষ্টের হ্রাস হইবে।

২০শ আপত্তি। কতকগুলি পায়ী মদ ছাড়িয়া অন্য নেশা করিবে।

উত্তর। এ কথা সত্য। কিন্তু যাহারা কখন মদ খায় নাই, তাহাদিগকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারিলে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অন্য নেশা ধরিবে না।

২১শ আপত্তি। বিক্রয় বন্ধ করিলে, সুরাপান হ্রাস হইবে না।

উত্তর। এক বার কিছু দিনের জন্য চেষ্টা করিয়া দেখা হউক; ইহাতে যদি আশা মত ফল না ফলে, পুনরায় বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে। মদ্যপানে সমাজের যখন বিশেষ সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার জন্য এই সামান্য চেষ্টা যদি না করা হইবে, তাহা হইলে, ধিক্ সেই রাজ-নিয়মে, যাহা পাপকার্য্যকে পোষণ করিতে অগ্রসর।

বিক্রয় বন্ধ করিতে গেলেই যে, সুরাপায়ী ও সুরাব্যবসায়িগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবে, ও ঘোরতর প্রতিবাদ করিবে; ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, সুরাপান হ্রাস হইবে। যদি হ্রাস হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে, উহারা বাধা দিত না।

২২শ আপত্তি। সুশিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কৃত বাসস্থান, আবশ্যকীয় অর্থ প্রভৃতির অভাব হওয়াতে, লোকে মদ্যপান করে। বিক্রয় বন্ধ হইলে, এই সকল অভাব দূর হইবে না।

উত্তর। অনেক স্থলে মদ্যপানই এই সকল অভাবের মূল। বিক্রয় বন্ধ করিলে, প্রলোভন বন্ধ হইবে; তাহা হইলে, মদ্য-পানে যে অর্থ, পরিশ্রম, খাদ্য ও নীতি নষ্ট হইতেছিল, তাহা নষ্ট না হইয়া ঐ সকল অভাব কতক পরিমাণে দূর করিবে।

২৩শ আপত্তি। মদ্য বিক্রয় বন্ধ হইলেও রোগ, দুষ্কর্ম্ম, মারামারি, খুন প্রভৃতি ঘটিবে।

উত্তর। ঘটিবে বটে; কিন্তু অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

২৪শ আপত্তি। কেবল ধর্ম্মোন্নতি পান-মত্ততা দূর করিতে পারে।

উত্তর। ধর্ম্মের অর্থ দুই প্রকার। প্রথম, প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব,—

যাহার উৎপত্তি স্থান হৃদয়,এবং যাহা দ্বারা সমুদয় মানসিক কার্য্য পরিচালিত হয়। মানুষ এই ধর্ম্ম-ভাব লাভ করিলে, কেবল পান-মত্ততা কেন, অন্য সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে; কারণ, ইহা শিক্ষার ন্যায় মস্তিষ্কের উপর কার্য্য না করিয়া, হৃদয়ের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে। অতি অল্পসংখ্যক লোকই দৈবাৎ. সৌভাগ্য বশতঃ এই ধর্ম্মভাব লাভ করিতে পারেন। ধর্ম্মের দ্বিতীয় অর্থ,—প্রচলিত জাতীয় ধর্ম্ম। সামাজিক শাসন ও রীতিনীতি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা এই জাতীয় ধর্ম্ম জন সাধারণ মধ্যে প্রচারিত হয়। এই রূপ প্রচার দ্বারা লোকের মনে কিয়ৎ পরিমাণে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মায় বটে; কিন্তু লোক পান-মত্ত হইলে, তাহারা এত হীনতেজ হইয়া পড়ে যে, তাহারা ঐ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সাহায্যে দুর্দ্দমনীয় পান-পিপাসা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব, জাতীয় ধর্ম্মের প্রভাবে পান-মত্ততা কতক কম হইতে পারে।

২৫শ আপত্তি। আইনের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সুরা-ব্যবসায় বন্ধ করা যায় না।

উত্তর। কোন আইন সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন করা যায় না। বিশেষতঃ, এই আইন সুচারুরূপে না চলিবার কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ, সুরাব্যবসায়ীদিগের রাশি রাশি ধন লাভ বন্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বদ্ধমূল ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা অবাধে চরিতার্থ করিবার সুবিধা হইবে না। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবসায় গুপ্তভাবে চালাইবার অনেক সুবিধা আছে; তথাপি, ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে, এই আইন যে পরিমাণে পালিত হইবে, সমাজের সেই পরিমাণে মঙ্গল হইবে।

এই আইন সুচারু রূপে চালাইবার জন্য কতকগুলি স্বার্থ-ত্যাগী প্রজার গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা আবশ্যক। কোন আইন আপনা আপনি চলিতে পারে না। প্রজাদিগের সহানুভূতি না থাকিলে, রাজকর্ম্মচারিগণ কোন আইন কেবল বল প্রয়োগে সুন্দর রূপে চালাইতে পারেন না।

অনুকূল উদাহরণ ও কথা।

মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার পিতা ডিউক অফ কেণ্ট, যখঃ জিব্রাল্টরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি স্থানীয় অধিকাংশ প্রজার মতে সুরা-ব্যবসায় বন্ধ করেন; কিন্তু সুরা-প্রিয়দিগের জ্বালায় সেই নিয়ম স্থায়ী হয় নাই। —"Alliance News,"

আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অনেক প্রদেশে সুরা বিক্রয় বন্ধ হওয়াতে, যে কত সুফল ফলিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে, এক পুস্তিকা হইয়া পড়ে। এ স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই চারিটি সুফলের বিষয় লিখিতেছি;—

মেন প্রদেশে তিরিশ বৎসর সুরা বিক্রয় বন্ধ থাকিবার পর, চিরকালের জন্য সুরা প্রস্তুত ও বিক্রয় বন্ধ করিবার বিষয়ে প্রজাদিগের মত সংগ্রহ করিয়া দেখা গেল যে, ৭০ ৭ ৮৩ জন বন্ধের পক্ষে, এবং ২৩ ৮ ১১ জন বন্ধের বিপক্ষে মত দিয়াছিল।

—"Prohibition does Prohibit," page 97.

অনরেব্‌ল নিয়্যাল ডো ১৮৮৬ সালের জুন মাসে মেন প্রদেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; ১—মদ প্রস্তুত করিবার সমুদয় কারখানা বন্ধ হইয়াছে। ২—সুরা-ব্যবসায় হ্রাস হইয়া কুড়ি ভাগের প্রায় এক ভাগ হইয়াছে; এজন্য, এই প্রদেশে প্রতি বৎসর মদের মূল্য খরচ, অন্তি কম ১ ২০ ০০ ০ ০০ ডলার

(প্রায় ২॥০ কোটী টাকা) বাঁচিয়া যাইতেছে ; এতদ্ভিন্ন, ইহাপেক্ষা অধিক গৌণ খরচও নষ্ট হইতেছে না। ৩—এই রূপে অপব্যয় না হওয়াতে, এই ফল হইয়াছে যে, পূর্ব্বে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের মধ্যে এই প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র প্রদেশ ছিল ; কিন্তু এক্ষণে এক অতি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

—"National Temperance Almanac" for 1887.

১৮৭৪ সালে ভার্মণ্ট, ম্যাস্যাচুসেট্স, নিউহ্যাম্শায়ার ও মিচিগ্যান প্রদেশের স্থানে স্থানে সুরা বিক্রয় বন্ধ থাকাতে, তীব্র সুরা হইতে ২০ ৬১ ৮ ৮৬ ডলার কর আদায় হইয়াছিল। ঐ সময়ে ঐ সকল প্রদেশের মোট লোক সংখ্যা ৩৯ ১৭ ১ ৭৬ ছিল। সে বৎসর মেরীল্যাণ্ড, নিউজার্সে, ওহিও, ইণ্ডিয়ানা ও ইলিনয় প্রদেশে (যাহার মোট জন সংখ্যা ৮৫ ৭২ ৭ ৭৮ ছিল) সুরাতে ২ ৮৭ ৮ ১ ১ ৪৯ ডলার কর উঠিয়াছিল। বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রদেশ সমূহের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল ; কিন্তু চতুর্দ্দশ গুণ কর আদায় হইয়াছিল।

—"Prohibition does Prohibit," page 37.

আমাদিগের মধ্যে অনেকের এই সর্ব্বনাশকর ব্যবসায় বন্ধ করিবার পক্ষে মত থাকিলেও, তাঁহারা বলেন যে, বন্ধ করিবার আশা দুরাশা মাত্র ; কোন কালে এই আশা সফল হইবে না ; কারণ, ইংরাজ রাজ অর্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সুরা বিক্রয় বন্ধ করিবেন না। আমি বলি, আমরা যদি রীতিমত চেষ্টা করি, আমরা অবশ্যই রাজাকে স্থানীয় মতানুসারে এই ব্যবসায় বন্ধ করিতে বাধ্য করিতে পারি। যদি কেহ বলেন যে, তাহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব না ; তাহা হইলে, আমি

তাঁহাদের এই মতকে ভ্রান্ত বলিব; কেননা, তাঁহারা চেষ্টা না করিয়াই এই কথা বলেন। চেষ্টা করিলে, অবশ্যই কার্য্য হয়; তবে যে পরিমাণে চেষ্টা হইবে, সেই পরিমাণে কার্য্য হইবে। ইহা স্থির নিশ্চয় যে, এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিতে বহুসংখ্যক লোকের বহু-বৎসর-ব্যাপী চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের আবশ্যক।

সুরা বিক্রয় সম্বন্ধে আজ কাল গভর্ণমেণ্ট যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে মদ্যপান হ্রাস হইতেছে না। আবকারী আয় প্রায় বারো কোটী টাকার লোভ ত্যাগ করা সহজ নয়। নেশার দ্রব্য ১০।১৫ বৎসর বিক্রয় না হইলে, এবং আবকারীর আয় অন্য কোন উপায়ে আদায় করিতে না পারিলে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে দেনার দায়ে এ দেশ হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। লাইসেন্সের সময় শেষ হইলে, যতক্ষণ স্থানীয় প্রজাগণ দোকান খুলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ না করিবে, ততক্ষণ সে স্থানে পুনরায় লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করা গভর্ণমেণ্টের উচিত। যত দিন এই ন্যায়-সঙ্গত উপায়ানুসারে কার্য্য করা না হইবে, তত দিন মদ্যপান বিশেষ রূপে কমিবে না। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে, অনেক প্রজার ইহা ইচ্ছা নয় যে, এই উপায়ে কার্য্য হউক। যদি রাজা ও প্রজা উদার ভাবে এ বিষয় বিবেচনা করিতেন, এবং এ নিয়মে কিছু দিন কার্য্য করিয়া তাহার সুফল দেখিতেন, তাহা হইলে, রাজস্বের কতক গুলি টাকার জন্য ভূমি, শস্য ও পরিশ্রম; বল, স্বাস্থ্য ও নীতি, অর্থ, প্রাণ ও শান্তি প্রভৃতি কখনই এত অধিক পরিমাণে নষ্ট করিতেন না, (যাহার মূল্য আবকারী রাজস্বের অনেক গুণ অধিক) এবং

এই রূপে দেশের সর্ব্বনাশ করিতেন না। আজ যদি এই দেশে প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত দশ জন উদার এবং তেজস্বী রাজ-নীতিজ্ঞ এ বিষয়ে আইন প্রবর্ত্তিত করিতেন, এবং যদি দশ জন অকপট দেশ-হিতৈষী মহাত্মা প্রজাদিগের মনকে সেই আইন অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইলে, এই দেশ হইতে সুরাপান প্রায় উঠিয়া যাইত, বলিলেও চলে। অনেকে এই প্রশ্ন করিবেন যে, বিক্রয় কম হইয়া আবকারী আয় কম হইলে, কি রূপে রাজকীয় আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে? রাজ্য রক্ষার জন্য, অর্থাৎ, প্রজাদিগকে নিরাপদে সুখ স্বচ্ছন্দে রক্ষা করিবার জন্য, যখন রাজ-ভাণ্ডারে অর্থের অনটন হয়, তখন এ কথা সকলেই জানেন যে, রাজা চুরি বা ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন না; কিন্তু ন্যায়ানুসারে প্রজাদের নিকট হইতেই তাহা আদায় করিতে পারেন; এবং প্রজাগণও ন্যায়ানুসারে সেই অর্থ দিতে বাধ্য। ইহাতে প্রজারা অসম্মত হইলে, চলিবে না; তবে রাজস্ব অযথা ব্যয় হইলে, প্রজারা ব্যয় কমাইবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিতে পারে।

আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যাহারা সুরা পান বা বিক্রয় করে, এক্ষণে তাহাদেরই নিকট হইতে আবকারী আয় আদায় করা হইতেছে, পান বন্ধ হইলে, অপায়ী প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্য কোন উপায়ে সেই টাকা আদায় করা, কি প্রকারে ন্যায়-সঙ্গত হইতে পারে? ভারতবর্ষের পঁচিশ কোটী লোকের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক বাদ দিলে, প্রায় চারি কোটী লোক অবশিষ্ট থাকে। ইহারা যদি আপনাদিগকে এবং আত্মীয়, বন্ধু, সন্তান ও প্রতিবেশীদিগকে এক০ জীবন্ত ও অহরহঃ সর্ব্বনাশ-

কারিণী রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদি প্রত্যেক লোক কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, গড়ে বৎসরে এক টাকা দিয়া, আবকারী আয় (চীন দেশের অহিফেনের আয় ভিন্ন) পুরাইয়া দেয়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, অল্প ব্যয়ে অনেক কার্য্য হইল, এবং আমাদিগেরও কর্ত্তব্য পালন করা হইল। এই প্রশ্নের আর এক উত্তর এই যে, মদ্যপান উঠিয়া গেলে, প্রজাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি হওয়াতে; অনেক শস্য, পরিশ্রম ও অর্থ নষ্ট না হওয়াতে, পুলিস, কারাগার, বাতুলালয়, চিকিৎসালয় ও বিচারালয় প্রভৃতির কার্য্য ও ব্যয় কম হওয়াতে; এবং বাণিজ্য ও ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে; অন্য প্রকার বিবিধ উপায়ে আবকারী আয়ের অপেক্ষা অধিক রাজস্ব অনায়াসে সংগৃহীত হইবে। আমাদিগের গভর্ণমেণ্ট অর্থ-লোভে এমনই অন্ধ হইয়াছেন যে, অধিকাংশ প্রজার মতে মদ্য-ব্যবসায় বন্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, প্রজাদের যে পরিমাণে মদ্যপান আবশ্যক, সেই পরিমাণে হ্রাস করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু মত্ততা হ্রাস করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। গভর্ণমেণ্ট কি এতই অজ্ঞান যে, অনেক মদ্যপায়ীই ক্রমশঃ মাতাল হয়, ইহা কি জানেন না? গভর্ণমেণ্ট আবার কতকগুলি যুক্তিহীন আপত্তি দেখাইয়া বলেন যে, অধিকাংশ প্রজার মতে মদের দোকান বন্ধ করিলে, মদ্যপায়ী ও ব্যবসায়ী আপত্তি করিবে, এবং গুপ্ত ভাবে ক্রয় বিক্রয় করিবে। কোন উপকারী আইন সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না বলিয়া কি সেই আইন গঠিত হইবে না? যেমন চোরকে শাস্তি দিবার নিয়ম থাকাতে, চোর

সন্তুষ্ট হয় না; সেই রূপ বিক্রয় বন্ধ হইলে, সুরাপায়ী ও সুরা-ব্যবসায়ী সন্তুষ্ট হইবে না। সুরা-ব্যবসায় বন্ধ হইবার পরও, গুপ্ত ভাবে ঐ ব্যবসায় চলিবে, ইহা জানিলেও, বন্ধ করিবার আইন থাকা উচিত।

আজ কাল বঙ্গ দেশে আবকারী আয় সংগ্রহ করিতে শতকরা তিন্ন টাকা ব্যয় হয়; অতএব, সাতানব্বই টাকা খাঁটি লাভ হয়। গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে অনেক কাল এই আয় ভোগ করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট যদি সদয় হইয়া সন্তান-সম প্রজাদিগের উপকারের জন্য স্থানীয় অধিকাংশ প্রজার মতে সুরা-ব্যবসায় বন্ধ করেন, এবং গুপ্ত ব্যবসায় ধরিবার জন্য বঙ্গ দেশের এক বৎসরের আবকারী আয় প্রায় এক কোটী টাকা,দশ বৎসর দশ লক্ষ টাকা হিসাবে খরচ করেন, তাহা হইলে, গুপ্ত ব্যবসায় অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। যখন শীত-প্রধান ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক স্থলে একেবারে সুরা বিক্রয় বন্ধ করাতে, প্রভূত উপকার দেখা গিয়াছে; তখন ভারতবর্ষে যে ঐ উপায়ে আরও অধিক পরিমাণে উপকার সাধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অর্থ লোভে এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, এবং ভারতবাসিগণ অধীনতা,অজ্ঞানতা, দরিদ্রতা ও অধর্ম্মের মধ্যে শত শত বৎসর জীবন ধারণ করিয়া এমনই মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট আজ কাল সহজে সুরা ব্যবসায় বন্ধ করিতেছেন না, এবং ভারতবাসীরাও গভর্ণমেণ্টের নিকট বার বার সুরা-ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে না।

হায়! হায়! ইহা কি কম দুর্ভাগ্য যে, এ দেশের মান্য গণ্য ব্যক্তিগণ সুরাপান দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে, ইহা দেখিয়াও সুরাপানের প্রধান মূল যে সুরা-ব্যবসায়, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য কিছুই করিতেছেন না। হে হিন্দু ও মুসলমানগণ! তোমরা কি সুরা কিম্বা পাপ মায়াবিনীর প্রলোভনে এমনই অজ্ঞান ও অচৈতন্য হইয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছ যে, তোমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, সুরাপান করিতেছ, সুরাপানের প্রশংসা করিতেছ, সুরা-ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দিতেছ, এবং সুরাপানের অপকারিতা বিষয়ে সন্তানদিগকে শিক্ষা না দিয়া, সুরাপায়ীদিগকে সামাজিক শাসনে শাসিত না করিয়া, এবং রাজাকে এই গরলের ব্যবসায় বন্ধ করিতে না বলিয়া, নিশ্চিন্ত ভাবে পবিত্রচেতা প্রাচীন আর্য্যদিগের পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষে রোগ, পাপ, দারিদ্র্য ও অশান্তি বিস্তার করাইতেছ! যদি আমরা এক্ষণে সুদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায় বন্ধ করিবার আশা ও উদ্দেশ্য চির দিন পোষণ করিয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় বর্ত্তমান নিয়মগুলি যাহাতে সুচারু রূপে চলে, তাহার চেষ্টা করিয়া এবং যাহাতে বিক্রয় কম হয়, এরূপ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করি, তাহা হইলেও, আমাদের কর্ত্তব্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাধন করা হয়। কেহ বর্ত্তমান নিয়ম ভঙ্গ করিলে, সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করা আমাদিগের উচিত। মদ্যপান হ্রাস করিবার উদ্দেশে, নূতন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, জ্ঞান-পূর্ণ যুক্তি ও বহু যত্নে সংগৃহীত প্রমাণ সহ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। অনেকে বলেন যে,

এরূপ প্রার্থনায় গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিবেন না। তাহার উত্তরে আমি বলিতে পারি যে, যদি আমরা অনেক লোক একত্র হইয়া বার বার প্রার্থনা করি, গভর্ণমেণ্ট অবশ্য আমাদিগের কথা গ্রাহ্য করিবেন। আবার তাঁহারা বলিবেন যে, দেখা গিয়াছে, এরূপ করিয়া কোন ফল হয় নাই। তাহার উত্তরে আমি বলিব যে, যদি আমরা বিলাতবাসীদিগের ন্যায় মদ্যপানের দ্বারা দেশের ক্ষতি দেখিয়া, প্রাণে ব্যথিত হইয়া, উৎসাহ ও সহিষ্ণুতার সহিত যে কোন প্রকারে হউক, উদ্ধার করিব— এরূপ ভাব লইয়া, বার বার একই বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি, গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই সেই মত কার্য্য করিবেন। অল্প চেষ্টায় অধিক ফল প্রত্যাশা করাই আমাদিগের ভ্রম।

সুরাপান নিবারণের চেষ্টা ও তাহার ফল।

এক এক জন লোকের চেষ্টায় কত অসাধারণ ফল ফলিয়াছে, তাহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে লেখা গেল ;—

১। লিভ্‌সি সাহেবের এক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এক জন সুরা-ব্যবসায়ী একেবারে সুরাপান ও সুরা বিক্রয় বন্ধ করিয়াছিল।

২। মেসন নামক এক ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে ১০০ স্থলে ১৫০ বার ধর্ম্মোপদেশ ও ৩০০ বার সুরাপান বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন; ১২০টি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ; এবং ৩০ ০ ০০ জনকে অপায়ীদলভুক্ত করেন। ইনি ১৮৩৮ সালের ১০ই এপ্রেল হইতে ১৮৪৮ সালের ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রায় ১০ বৎসরের মধ্যে ৫৭ ০৮ ০ ৭৮ জনকে অপায়ীদলভুক্ত করেন।

৩। একা ফাদরি ম্যাথুসের চেষ্টায় আয়র্লণ্ডে সুরাপান ও তৎসঙ্গে দুষ্কর্ম্ম এত দূর কমিয়া গিয়াছিল যে, লর্ড জন্ রসেল্ ইহাকে এক 'নৈতিক দৈব ঘটনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৩৯ সালে যখন ইনি পান-বিরুদ্ধে কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন

আয়র্লণ্ডে ১২২৯৬০০০ গ্যালন মদ খরচ হইয়াছিল, ৯১৬ জন দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল, এবং ৬৬ জনের ফাঁসি হইয়াছিল। ইহাঁর চেষ্টায় সুরাপান ও দুষ্কর্ম্ম কমিয়া, ১৮৪৪ সালে ৫৫৪৬৪৮৩ গ্যালন মদ খরচ হইয়াছিল, ৫২৬ জন দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল, এবং ২০ জনের ফাঁসি হইয়াছিল। পাঁচ দিনের মধ্যে ইহাঁর নিকট প্রায় দেড় লক্ষ লোক সুরাপান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। দেখা গিয়াছে, ইহাদের মধ্যে প্রতি ৫০০ জনের মধ্যে এক জন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি প্রায় ৫০ লক্ষ লোককে অপায়ী-দলভুক্ত করেন, এবং জল ও স্থল পথে পৃথিবীর পরিধির দ্বিগুন পথ গমন করেন।

৪। আমেরিকার এক জন পান-নিবারণ-বিষয়ক বক্তা জন্ গফ ১৮৪৩ সালের ১৪ই জুন হইতে ১৮৬৯ সালের ১লা জুন পর্য্যন্ত ৬০৬৪ বার বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং ইহার জন্য ২৭২২৩৫ মাইল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতার মধ্যে কেবল ৪৪৪টি বক্তৃতা বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ২১৫১৭৯ খানি প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষরিত করান। ইহঁার এতদূর প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, এক সময়ে ৩৭০০০ স্ত্রীলোক ইহাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। ইহঁার বক্তৃতা অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহঁার বক্তৃতা শ্রবণ করা দূরে থাকুক, পাঠ করিলেও শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। লক্ষ লক্ষ লোক ইহঁার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমরণ সুরাপান ত্যাগ করিয়াছে। ইনি ইংলণ্ডের এক দরিদ্রের গৃহে ১৮১৭

সালে জন্ম গ্রহণ করিয়া যৎসামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন। অর্থোপার্জ্জনের জন্য ইনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন; তথায় প্রলোভনে পড়িয়া ঘোরতর মাতাল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এক জন অপায়ীর অনুরোধে মদ্য-পান-নিবারিণী সভায় যোগ দিয়া অতি কষ্টে পান ত্যাগ করেন। পরে, ইনি জগতের এত হিতকারী হইয়াছিলেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক ইহাঁকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ১৮৮৬ সালে ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে এক বক্তৃতা দিতে দিতে পক্ষাঘাত হওয়াতে, ইহাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় ৯০০০ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

৫। আয়র্লণ্ডের শ্রীমতী কার্লাইল এক দিন কারাগারে ক্রমান্বয়ে ৪০ জন কয়েদী স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহারা সকলেই সুরাপান-হেতু কয়েদী হইয়াছে। সেই অবধি তিনি নিজে পান ত্যাগ করিয়া পান-নিবারক-কার্য্য করিতে রত হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় প্রায় ৭০০০০ লোক অপায়ী হইয়াছিল।

সৈন্যদিগের মধ্যে সুরাপান বন্ধ হওয়াতে, কত দূর সুফল ফলিয়াছিল, তাহার ২।৪টি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল;—

১। ইজিপ্ত দেশে তেল্‌-এল্‌-কেবির যুদ্ধযাত্রা কালে মহারাণীর পুত্র সেনাপতি ডিউক অফ কনট সেনাদিগকে সুরার পরিবর্ত্তে চা পান করিতে দেওয়াতে, তাহারা সন্তুষ্ট ও সুস্থ ছিল।

২। সার্‌ রবার্ট সেল্‌ বলিয়াছেন যে, এক আফগান যুদ্ধে ইউরোপীয় সেনাগণ কিছু মাত্র মদ প্রাপ্ত হয় নাই। এই জন্য, এবং কর্ম্মে নিয়মিত নিযুক্ত থাকাতে, তাহারা বেশ সুস্থ ছিল ও সুচারু রূপে কার্য্য করিয়াছিল।

৩। আবিসিনিয়া, আশাণ্টি, রেড্ রিভার ও জোয়াকির যুদ্ধে বৃটিশ সেনা কোন প্রকার মদ না খাইয়াও, কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

৪। এক সৈন্য দলে দেখা গিয়াছে যে, ২৮ জন গুরুতর অপরাধীর মধ্যে এক জনও অপায়ী ছিল না, ২৫ জন কয়েদীর মধ্যে কেবল এক জন অপায়ী ছিল, এবং ২৬৪ জন সামান্য দোষীর মধ্যে ১৯ জন অপায়ী ছিল। সৈন্যেরা সুরাপান না করিলে, দুষ্কর্ম্ম অতিশয় হ্রাস হয়।

জেলে যে একেবারে মদ ছাড়ান হয় ও তাহার কত উপকারিতা দেখা যায়, তাহার তিনটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা অনেক বার দেখা গিয়াছে যে, কিছু দিন কয়েদ হওয়াতে, অনেক সুরা-পায়ী আমরণ পান ত্যাগ করিয়াছে ;—

১। একবারে মদ ছাড়িলে যে, ব্যারাম হয় না, তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, বিলাতে প্রায় ৩২০০০ কয়েদীকে কারাগারে মদ স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না ; তথাপি, তাহাদের গড় সুস্থতা অন্য সকল শ্রেণীর অপেক্ষা ভাল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মদ খায়। যদিও জোর করিয়া মদ ছাড়ানতে তাহারা কিছু দিনের জন্য দুর্ব্বল ও ফ্যাকাসে বর্ণ হয় ; কিন্তু তাহাতে তাহাদের শারীরিক কোন ক্ষতি হয় না।

২। একটি জেলের অধ্যক্ষ কুড়ি বৎসর অধ্যক্ষতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তথায় ঐ সময়ের মধ্যে কুড়ি হাজার লোক কয়েদ হয়। (ইহাই সম্ভব যে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মদ্য পান করিত।) তাহাদিগকে মদ ও সকল প্রকার উত্তেজক পানীয় হইতে একেবারে বিরত করাতে, এক জন

লোকও রোগাক্রান্ত হয় নাই; বরং, সকলেরই স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাল হইয়াছিল।

৩। ভারতবর্ষের সমুদয় জেলে কয়েদীদিগকে তামাক ভিন্ন কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া হয় না; তাহাতে অনেক নেশাখোর কয়েদীর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যায়।

সুরা ভিন্ন চিকিৎসা করাতে, কিরূপ ফল হয়, তাহার দুইটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল ;—

১। সুরা ব্যবহার না করিয়া সকল রোগ চিকিৎসা করিবার-জন্য লণ্ডনে ১৮৭৩ সালে এক হাঁসপাতাল স্থাপিত হয়। ডাক্তারেরা অতি আবশ্যক বিবেচনা করিলে, সুরা ব্যবহার করিতে পারেন। ১৮৮৬ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত ২৩,০০০ (out-patient) বাহিরের রোগীর মধ্যে কেবল তিন জনকে সুরা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু কোন উপকার হয় নাই। ঐ সময়ের মধ্যে ৩ ৫০০ রোগী হাঁসপাতালে ছিল; ইহাদের মধ্যে ১ ৬৪৪ জন সুরাপায়ী। এখানে রোগীর গড় মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৬॥০ জন।

২। বৃটিশ ডাক্তারদিগের সুরাপান-নিবারিণী সভার সভ্যগণ ১৮৭৬ সালের ৩০এ মে হইতে ১৮৭৭ সালের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১০৮২ জন লোককে মদ না দিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাহার ফল নিম্নে দেওয়া গেল ;—

রোগের নাম।	আরোগ্য।	মৃত।
প্রসবান্তর রক্তস্রাব (Post-partum hoemorrhage)	১৫	
আশ্চর্য্য অস্ত্রচিকিৎসা (Important surgical operations)	২১	০
বসন্ত (small pox)	২২	২
বিষম অস্থিভগ্ন (Compound fracture) ...	১	০
হাম (Measles)	২৭২	৯
আরক্তিম জ্বর (Scarlatina)	১৪৫	৪
গলনালীর পীড়া (Diphtheria)	৫২	৫
মোহ জ্বর (Typhus fever)	১২	০
বাতশ্লেষ্মজ্বর (Enteric fever)	৩৮	৩
বিসর্প (Erysipelas)	৪৬	০
বিষফোটক (Carbuncle)	৯	০
বাতজ্বর (Rheumatic fever)	৭৫	০
মদ্যোন্মত্ততা (Delirium tremens) ...	২১	১
তরুণ ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ (Acute pneumonia) ...	৫১	২
শিশুদিগের শ্বাসনলী প্রদাহ (Infantile bronchitis)	২৬	৫১
	১৪৫	৩৭

বিলাতে মাদক-নিবারণ বিষয়ক সাহিত্যের যে কত দূর উন্নতি হইয়াছে, নিম্নে তাহার কতক গুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ পুস্তক, পুস্তিকা, চিত্র ও সংবাদপত্র বিলাতের গৃহে গৃহে পঠিত হইতেছে। উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনার জন্য ইহাঁরা অকাতরে ব্যয় করেন। ইহাতে মনোহর, তেজস্বী ও

বিস্ময়-জনক সংবাদ,গল্প,বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয় লক্ষ লক্ষ লোকের মনে সুরা রাক্ষসীর প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিতেছে ;—

১ম। শ্রীমতী ওয়াইট্ ম্যানের "Haste to the Rescue" নামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া, অনেক স্ত্রীলোক পান-নিবারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

২য়। হালিফাক্স নগরের চার্লস ওয়াট্সন নামক এক ব্যক্তি কয়েক মাস মধ্যে ৮০ লক্ষ পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সকল পুস্তিকার ওজন প্রায় ৭৫০ মণ।

৩য়। ডাক্তার বি, ডবলু, রিচার্ডসনের "Temperance Lesson Book" নামক স্কুলের এক পাঠ্য পুস্তক ৪৫ হাজার কাপি বিক্রয় হইয়াছে। মূল্য এক শিলিং।

৪র্থ। শ্রীমতী ব্যাল্ফুরের "Burnish Family" নামক সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রাপ্ত নবন্যাস ১৮৫৭ সালে ছাপা হইয়া, নয় মাসের মধ্যে ৩৭ ০০০ হাজার কাপি বিক্রয় হইয়াছিল। মূল্য এক শিলিং।

৫ম। শ্রীমতী উডের "Dansebury House" নামক ১০০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত নবন্যাস প্রায় দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার বিক্রয় হইয়াছে। মূল্য এক শিলিং।

৬ষ্ঠ। F. R. Lees নামক ডাক্তার "The Alliance First essay on Temperance Legislation" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া ১ ১০০৲ টাকা এবং শ্রীমতী ওল্ডহ্যাম "By the Trent" নামক নবন্যাস লিখিয়া, এবং রেভারেণ্ড জেমস্ স্মীথ, M. A. নামক সাহেব "The Temperance Reformation and the Christian Church" নামক পুস্তক লিখিয়া, প্রত্যেকে ২৫০০৲

টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। নিরেনব্বই খানি প্রেরিত হস্ত-লিপির মধ্যে "By the Trent" নামক নবন্যাস খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।

৭ম। National Temperance League নামক সভার "National Temperance Publication Depot" নামক এক বৃহৎ পুস্তকালয় আছে। তাহাতে সুরাপান সম্বন্ধে পুস্তক, পুস্তিকা, সংবাদপত্র ও ছবি প্রভৃতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। পুস্তকের তালিকা বিনা মূল্যে ও বিনা ডাক খরচায় পাওয়া যায়। তালিকা খানিই ৪৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। কত শত রকম পুস্তকাদি আছে, ইহাতেই বুঝা যায়। পুস্তকাদি আবশ্যক হইলে, এই ঠিকানায় পত্র ও মূল্য পাঠাইতে হয়;—Manager, National Temperance Publication Depot, 337 Strand, Lodon.

৮ম। আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে "National Temperance Society" নামক সভার এক পুস্তকালয় আছে, তাহাতে প্রায় ১৫০০ রকমের পুস্তক, পুস্তিকা ও চিত্র বিক্রয় হয়। পুস্তকাদি আবশ্যক হইলে, এই ঠিকানায় পত্র ও মূল্য পাঠাইতে হয়;—J. N. Stearns, Esq., National Temperance Society and Publication House, 51 Reade Street, New York City, U. S., America.

৯ম। বিলাতে এ বিষয়ে অনেক সংবাদপত্র বাহির হয়। কতিকগুলি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করিতেছি;—

The Alliance News, The Organ of the United Kingdom Alliance. Weekly, 1d, ৩৩ বৎসর এই সুন্দর

পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বর্ত্তমান আকার, "Bengalee" বা "সোমপ্রকাশ" এর অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাতে যে সমুদয় বিবিধ বক্তৃতা, গল্প, প্রবন্ধ বা সংবাদ লিখিত থাকে, তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত, দুঃখিত বা চমকিত হইতে হয়। ১৮৮৬ সালে এই কাগজের আয় ৩৮৭১ পাউণ্ড (প্রায় ৫৭০০০৲ টাকা) হইয়াছিল।

The Band of Hope Chronicle. Monthly, ½d.

Band of Hope Reivew. Monthly, ½d. ইহাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে।

The British Temperance Advocate. Organ of the British Temperance League. Monthly, 1d.

British Woman's Temperance Journal, Monthly, 1d.

British Workman, Monthly, 1d. ইহাতে পরিপাটী চিত্র থাকে।

Church of England Temperance Chronicle. Organ of the Church of England Temperance Society, Weekly & monthly, 1d.

The good Templars' Watchward. The Official Organ of the grand Lodge of England. Weekly 1d.

League Journal, Organ of the Scottish Temperance League. Weekly, 1d.

The Medical Temperance Journal. The Organ

of the British Medical Temperance Association. Published quarterly, 6d.

The Reformer. Weekly, 1d.,

The Temperance Record. The Organ of the National Temperance League. Weekly, 1d.

Temperance World and Blue Ribbon Chronicle. Weekly, 1d

—এই সকল সংবাদ পত্র আবশ্যক হইলে, এই ঠিকানায় পত্র ও মূল্য পাঠাইতে হইবে ;—Manager, National Temperance Publication Depot, 337 Strand, London, W. C., England.

১০ম। উত্তর আমেরিকাতে মাদক-নিবারণ সম্বন্ধে ৯৪ খানি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক সংবাদপত্র বাহির হয়।

মাদক-নিবারণ সভাতে কত অধিক লোকের সমারোহ হয়, তাহার কয়েকটি উদাহরণ লিখিতেছি ;—

১। ১৮৭৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বরে লণ্ডনের কনসার্ট রুমে এক সভা হয়, তাহাতে প্রায় ৩২,০০০ লোক উপস্থিত ছিল।

২। ১৮৮৬ সালের ১৪ই জুলাই Crystal Palace নামক স্থানে গুড্ টেম্পলার দিগের এক উৎসবে দুই দল লোক এক তানে গান করিয়াছিল ; প্রত্যেক দলে ৫,০০০ লোক ছিল।

৩। ১৮৮৭ সালের ২রা জুলাই তারিখে ম্যাঞ্চেষ্টার মহামেলায় অপায়ীদিগের যে এক উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে ৪০,০০০

লোক উপস্থিত ছিল। সে দিন তথায় কোন প্রকার মদ বিক্রয় হয় নাই।"

৪। ১৮৮৭ সালে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে United Kingdom Alliance নামক সভার ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার ৩০২০টি অধিবেশন হয়, এবং ঐ সকল অধিবেশনে প্রায় ৭ ৯২ ৩১০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল।

৫। ১৮৮৭ সালে N. T. League এর সাম্বৎসারিক উৎসবে পাঁচ সহস্র বালক বালিকা একত্রিত হইয়া রাজপথে গান করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিয়াছিল।

মাদক-নিবারণ কার্য্যের জন্য বিলাতবাসীরা কিরূপ রাশি রাশি অর্থ সাহায্য করেন, তাহার পাঁচটি উদাহরণ দেখুন ;—

১। ইটন নামক এক ব্যক্তি British Temperance League নামক সভাকে এক কালে ৭৫০০ পাউণ্ড (প্রায় ৭৫ ০০০টাকা) দান করেন।

২। United Kingdom Alliance নামক সভাতে কোন সভ্য বৎসরে ২০৲ টাকা, কেহ বা ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দান করেন।

৩। ১৮৭০ সালে United Kingdom Alliance নামক সভা এক লক্ষ পাউণ্ড (আজ কাল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা) সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিলেন; অমনি তিন জন লোক পাঁচ হাজার পাউণ্ড হিসাবে পনর হাজার পাউণ্ড সহি করিলেন; তিন জন লোক ছয় হাজার পাউণ্ড সহি করিলেন; বার জন লোক এক হাজার পাউণ্ড হিসাবে বার হাজার পাউণ্ড সহি করিলেন; ২৬ জন লোক পাঁচ শত পাউণ্ড হিসাবে ১৩ ০০০ পাউণ্ড সহি করিলেন; এবং ৮।৯ শত লোক ২৫০।১০০।৫০

কিম্বা ১০ পাউণ্ড হিসাবে, বাকী প্রায় সমস্ত টাকা সহি করিলেন।

৪। লণ্ডনের National Temperance League নামক সভার কর্ম্মঠ সম্পাদক Robert Raeকে সম্প্রতি ২০ ০০০৲ টাকার অধিক পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল।

৫। প্রায় চতুর্ব্বিংশতি পংক্তি ব্যাপী তিনটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরা-পান-নিবারক সঙ্গীত লেখার জন্য ৫, ৩ ও ২ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

এ বিষয়ে কোন কার্য্য করিতে গেলে, কত অধিক লোকের মত গ্রহণ করা হয়, তাহার চারিটি দৃষ্টান্ত দেখান গেল ;—

১। ১৮৭৬ সালের মে মাসে ১৩ ৫০০ ধর্ম্মযাজক আর্কবিশপ্ অফ্ ক্যাণ্টারবরিকে এই বলিয়া এক দরখাস্ত করেন যে, মদ্য-পানের ক্ষতি সমূহের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য লর্ড সভায় প্রস্তাব করা হউক।

২। রবিবারে সুরা বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ডের ১১ ৩২ ৬০৪ জন রমণী (১৬ বৎসর অপেক্ষা অল্প বয়স্কা বালিকা বাদে) প্রায় ৯ মণ ওজনের এক সুবৃহৎ আবেদন পত্র স্বাক্ষর করিয়া ১৮৮৭ সালের ৩০এ ডিসেম্বরে মহারাণীকে প্রদান করিয়াছেন। অনেক শুঁড়ীর কন্যা এবং স্ত্রী ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। একটি ক্ষুদ্র নগরে ৪২ জন শুঁড়ী ছিলেন, তন্মধ্যে, ৩৮ জন শুঁড়ীর স্ত্রী স্বাক্ষর করিয়াছেন ; অবশিষ্ট কেবল চারি জন শুঁড়ীর স্ত্রী স্বাক্ষর করেন নাই।

৩। ষ্টিভেন্সন সাহেব ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ দেশে রবিবারে শুঁড়ীর দোকান বন্ধ করিবার যে প্রস্তাব করেন, তাহা সমর্থন

করিবার জন্য ৫ ৮২ ০৮৭ জন লোক পার্লামেণ্ট প্রজা সভায় ৩ ৫২৪ খানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন।

৪। আমেরিকার ওহিও প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের কাছে স্থানীয় অধিকাংশ প্রজাদিগের মতে সুরা-ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য ৮০ ০০০ হাজারের অধিক দরখাস্ত প্রেরিত হইয়াছিল।

নিম্নে বিলাতের ও আমেরিকার কতক গুলি প্রধান প্রধান মাদক-নিবারিণী সভার নাম ও স্থূল বিবরণ দেওয়া গেল ;—

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টার নগরে "United Kingdom Alliance" নামে এক সভা স্থাপিত হয়। অধিকাংশ কর-দাতার মতানুসারে একেবারে মদ বিক্রয় বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা মধ্যপথ অবলম্বন করে নাই, বিক্রয় একেবারে বন্ধ করাই ইহার মূল মন্ত্র। এই সভা ৩৪ বৎসর অনবরত তেজের সহিত কার্য্য করিতেছে। অনেক বড় লোক এই সভার সভ্য। ১৮৮৬ সালে এ সভার আয় প্রায় ২ ৬০ ০০০৲ টাকা হইয়াছিল ; এবং ঐ টাকা ব্যয় হয়। Sir Wilfrid Lawson, Bart., M. P., ইহার সভাপতি। সম্পাদক দ্বয়—Mr. T. H. Barker ও Mr. James White, 44 John Dalton Street, Manchester.

১৮৬২ সালে Church of England Temperance Society স্থাপিত হয়। সভার প্রধান রক্ষাকর্ত্রী (Patroness) রাজ-রাজেশ্বরী কুইন ভিক্টোরিয়া। Arch-bishops of Canterbery & York ইহার সভাপতি দ্বয়। ১৮৮৬ তে ইহার আয় প্রায় লক্ষ টাকা। ৭ ৩৩ ১৫০ জন লোক পরিমিত-পায়ী ও অপায়ী সভ্য ; তন্মধ্যে, ৩,০০০ ধর্ম্ম-যাজক। ইহার বাৎসরিক

আয় প্রায় লক্ষ টাকা। প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ, Rev. G. Howard Wright, M. A., 7 Palace Chambers, Bridge Street, Westminister, S. W., London.

১৮৫৬ সালে National Temperance League স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ তে আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। The Right Hon. & Right Rev. F. Temple, D. D., Lord Bishop of London, ইহার সভাপতি। সম্পাদক—Mr. Robert Rae, 337 Strand, London, W, C.

১৮৭৫ সালে British Temperance League স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ তে প্রায় ৩৭ ০০০৲ টাকা আয় হইয়াছিল। এই সভা হইতে প্রতি মাসে যে সুন্দর চিত্রিত পত্র বাহির হয়, তাহা প্রায় ১৭ ০০০ খানি বিক্রয় হয়। সম্পাদক—Rev. H. J Boyd, 29 Union Street, Shefield.

Scottish Temperance League নামক সভা ১৮৪৪ সালে স্থাপিত হইয়া অনেক কার্য্য করিয়াছে। ১৮৮৬ সালে প্রায় এক লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল; তন্মধ্যে, পুস্তক বিক্রয় করিয়া ৫৪ ০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। সভাপতি—Sir William Collins. সম্পাদক, Mr. William Johnston, 108 Hope Street, Glasgow.

১৮৫১ সালে নিউইয়র্ক নগরে Independent Order of Good Templars স্থাপিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রায় ১৩ ০০০ স্থানে ৭ ০০ ০০০ পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই বৃহতী সভার অপায়ী সভ্য। সম্পাদক—Mr. J. B. Collins, 168 Edmund Street, Birmingham.

১৮৩৫ সালে ইংলণ্ডে Independent Order of Rechabites (Salford Unity) নামক রোগ ও মৃত্যুকালীন অর্থ সাহায্যকারী এক সভা স্থাপিত হয়। সভ্য-সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহাঁরা বর্ত্তমান। ইহাতে সুস্থ অবস্থায় এক পেনী দিলে, রোগের সময় ৩০ পেনী পাওয়া যায়। সম্পাদক—Mr. R. Cambell. 96 &, 98, Lancaster Avenue, Fennel Street, Manchester.

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক নগরে National Temperance Society নামক সভা স্থাপিত হয়। এই সভা ১০০০ প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা ছাপাইয়াছেন এবং এক বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায় প্রায় ১৫০০ প্রকার পুস্তকাদি বিক্রীত হয়। পুস্তকের তালিকা বিনা মূল্যে পাওয়া যায়। যিনি এই সভা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে, কিম্বা কোন পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি J. N. Stearns, Esq., Corresponding Secretary and Publishing Agent, 58 Reade Street, New York City, U. S., America, এই ঠিকানায় পত্রাদি পাঠাইবেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় National Woman's Christian Temperance Union নামক পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহতী স্ত্রীলোকদিগের সভা স্থাপিতা হইয়াছে। প্রায় দশ হাজার নগর ও গ্রামে ইহার শাখা সমূহ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং ইহার সভ্য সংখ্যা ২৩৬৯৬২ জন। এইসভা হইতে Miss. Mary Allen West প্রতি সপ্তাহে "The Union Signal" নামক এক বৃহৎ সংবাদপত্র বাহির করেন। ইহার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪০

হাজার। এই সভায় গত বৎসর ১২ ৮৪২ ডলার আয় হইয়াছিল; এবং ইহার শাখা সমূহ হইতে ৩ ৬৫ ৫৪৩ ডলার আয় হইয়ছিল। গত বৎসর এই সভা হইতে পুস্তকাদিতে ৫০০ ০০ ০০০ পৃষ্ঠা বিক্রীত হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে ১ ০০ ০০০ ডলার (প্রায় দুই লক্ষ টাকা) লাভ হইয়াছিল। এই সমুদয় পুস্তিকাদি যে কত দূর মনোহর, তাহা বলা যায় না। পুস্তকাদির তালিকার জন্য Geo. C. Hall, Bus. Manager, W. T. P. A., কে লিখিতে হয়। Miss Francis E. Willard, Evanston, Ill., U. S., America, ইহার President এবং Mrs. Caroline B. Buell, 161 La Salla St. Chicago, Ill., U. S, America, ইহার Corresponding Secretary.

১৮৮৩ সালে World's Woman's Christian Temperance Union নামক সভা এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল প্রকার উত্তেজক, বিষাক্ত, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ও বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য স্থাপিত হয়। এই সভা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইহার সভ্যগণ পৃথিবীর সমুদয় শাসন-কর্ত্তাকে সুরা-ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য ভূমণ্ডলের সকল দেশের অন্ততঃ, কুড়ি লক্ষ স্ত্রীলোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র প্রদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সভার কর্ম্মচারিণীগণ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি বোষ্টন নগরের কোমলপ্রাণা শ্রীমতী বৃদ্ধা লিয়াভিট পরদুঃখে কাতরা হইয়া চীন, জাপান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশে গমন করিয়া তত্তদ্দেশের রাজাদিগের নিকট সুরা ও অহিফেন বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য আবেদন-পত্র প্রজাদিগের নিকট স্বাক্ষর করাইতেছেন,

মনোহর স্বরে অনর্গল মর্ম্ম-স্পর্শী বক্তৃতা করিতেছেন এবং শাখা সভা স্থাপন করিতেছেন। Mrs Margaret B. Lucas, Charlotte St., Bedford Square, London, England, ইহার President এবং Mrs. Mary Clement Leavitt (of Boston), 1012, Tenth St, N. W. Washington, D. C., U. S., America, ইহার Corresponding Secretary.

এতদ্ভিন্ন, Western Temperance League, Central Association for Stopping the Sale of Intoxicating Liquors on Sunday, Irish Temperance League, Unitted Kingdom Band of Hope Union, British Medical Temperance Association (প্রায় তিন শত অপায়ী চিকিৎসক যাহার সভ্য), Catholic Total Abstinence League of the Cross, British Women's Temperance Association, United Working Women's Teetotal League, United Order of the Total Abstinent Sons of Phoenix, United Kingdom Railway Temperance Union, প্রভৃতি সভা ও তাহার সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া সুরাপান-নিবারণ রূপ পবিত্র কার্য্যে অসাধারণ যত্ন, উৎসাহ, অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া মানবজাতির মঙ্গল সাধন করিতেছে।

এতদ্ভিন্ন, কত শত পুরুষ এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের আশা ত্যাগ করিয়া, এবং অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, অনবরত কার্য্য করিতেছেন। কত রমণী দুর্বৃত্ত মাতালদিগকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া পানত্যাগ করিতে অনু-

রোধ করিতেছেন; তাহাদিগের রোগ হইলে, শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতেছেন; এবং শুঁড়ীদিগের লাঞ্ছনা ও অনেক নীচাশয় লোকের বিদ্রূপ সহ্য করিয়া' মদ্যপায়ীদিগকে দোকানে প্রবেশ করিতে বারণ করিতেছেন। ধন্য তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগ! ধন্য তাঁহাদিগের অধ্যবসায়!

যেখানে লক্ষ লক্ষ শুঁড়ীর দোকান জীবন্ত মানুষ গুলিকে গিলিয়া ফেলিবার জন্য বিকট রাক্ষসের ন্যায় রাস্তার ধারে ধারে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে; এবং লক্ষ লক্ষ বারাঙ্গনা রাক্ষসী মায়াবিনী সহচরী রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেখানে কোমল-মতি বালক বালিকাদিগকে নীতিশিক্ষা ও মিষ্ট কথা দ্বারা সাবধান করিবার জন্য; কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণের দাস, অদূরদর্শী, তরল-মতি, চপলেন্দ্রিয় যুবক যুবতীদিগকে বিবেকের চালনা ও পবিত্র আমোদ বিস্তার দ্বারা মন ফিরাইবার জন্য; এবং দুর্ব্বলচেতা পুরুষ ও রমণীদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য; শত শত সাধু বীরের আমরণ পরিশ্রম আবশ্যক। যাঁহারা এই কার্য্যের জন্য মনঃপ্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা শত শত পরিবারের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবন-চরিত পাঠ করিতে করিতে মন পুলকিত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

রবিবারে মদ বিক্রয় বন্ধ করাতে যে অনেক সুফল ফলিয়াছে, তাহার রাশি রাশি প্রমাণ দেওয়া যায়। নিম্নে দুই চারিটি প্রমাণ দেওয়া গেল;—

১। রবিবারে বিক্রয় বন্ধ করিয়া স্কটলণ্ডে ১৮৮২ সালে এই ফল ফলিয়াছে যে, শুক্রবার রাত্রি ১২টা হইতে শনিবার

রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বার হাজার লোক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল; কিন্তু শনিবার রাত্রি ১২টা হইতে রবিবার রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ১৫০০ লোক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল। শনিবার রাত্রি ১১টা হইতে সোমবার প্রাতে ৭।৮টা পর্য্যন্ত বিক্রয় বন্ধ ছিল।

২। স্কট্‌লণ্ডে রবিবারে সুরা বিক্রয় বন্ধ হওয়াতে, পাচ বৎসরের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ সুরাপান কমিয়া গিয়াছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫২ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ২ ১১ ২৫ ৭১২ গ্যালন মদ খরচ হয়; কিন্তু ১৮৮০ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ১ ৯৩ ৯০ ২৫০ গ্যালন খরচ হয়; শতকরা ৮ গ্যালন কমিয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সে ঐ নিয়ম না থাকাতে, ঐ সময়ের মধ্যে শতকরা ৭৬ গ্যালন খরচ বাড়িয়া যায়।

৩। আয়র্লণ্ডে রবিবারে সুরা বিক্রয় বন্ধ হওয়াতে, যে উপকার হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তথাকার সর্ব্বোচ্চপদস্থ ব্যক্তি the Right Hon. Lord Chancellor of Ireland ১৮৮১ সালের ৩রা অক্টোবরে বলিয়াছিলেন,—'ইহাতে আশার অতিরিক্ত ফল হইয়াছে।' ১৮৭৭ সালে (যথন রবিবারে বিক্রয় হইত), ১ ১০ ৯০৩ জন মাতাল দণ্ডিত হয়; কিন্তু ১৮৭৮ সালের মধ্যে রবিবারে বিক্রয় বন্ধ হওয়াতে, ১৮৮০ সালে (যথন রবিবারে বিক্রয় হইত না), ৮৮ ০৪৮ জন মাতাল দণ্ডিত হয়। ১৮৭৮ সালে ১ ৬০ ৮৩৬ জন অন্য রূপ দোষের জন্য দণ্ডিত হয়; কিন্তু ১৮৮০ সালে ১ ৫১ ৭৭৮ জন দণ্ডিত হয়। ১৮৭৭ সালে ১ ২১ ৬৯ ৯১৫ পাউণ্ড (স্বর্ণ মুদ্রা) মদের খরচ হয়; কিন্তু ১৮৮০ সালে ৯১ ৭৪ ৮০৩ পাউণ্ড খরচ হয়।

১৮৭৪ সালে ইউনাইটেড ষ্টেটের কতকগুলি ভদ্র মহিলা এক

আশ্চর্য্য উপায়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে কোন সুরা ব্যবসায়ীকে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে দোকান বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতেন, এবং সেই ব্যক্তি অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে, কতকগুলি স্ত্রীলোক দলবদ্ধ হইয়া সেই মদের দোকানের সম্মুখে বসিয়া উপাসনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিতেন, এবং যাহারা সুরা ক্রয় করিতে যাইত, তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতেন। ৩।৪ ঘণ্টা পরে, এক দল স্ত্রীলোক এই রূপ কার্য্য হইতে অবসর লইতে না লইতে, আর এক দল সেই স্থান অধিকার করিতেন। এরূপে সুরা বিক্রয় প্রায় বন্ধ হওয়াতে, শুঁড়ীরা স্ত্রীলোকদিগের নামে ক্ষতি পূরণের অভিযোগ করিল। এ দিকে, তাঁহারা নিজেদের অর্থ হইতে জরিমানা দিতে লাগিলেন। ইহাঁরা কিছু দিনের মধ্যে অনেক মদের দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য অধিক দিন চলে নাই; কিন্তু এই অদ্ভুত সেনাদল হইতে, National Women's Christian Temperance Union নামক এক প্রকাণ্ড স্থায়ীসভা স্থাপিত হইল। এই সভা কত প্রকার হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, এবং দেশের কত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, এ পুস্তকে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিবার সুবিধা নাই। সেই সকল আশ্চর্য্য কার্য্যকলাপের বিবরণ পাঠ করিতে করিতে প্রাণ বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হয়, এবং সেই সকল পূজনীয়া ললনাদিগকে বার বার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়।

এই সকল চেষ্টা ২০।৩০ বৎসর ব্যাপী হইলেও, অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে। কোন প্রকার জাতীয় বদ্ধমূল

কুনীতি সংস্কারের পক্ষে ২০।৩০ বৎসর অতি অল্প সময়; এবং উপরি উক্ত প্রকার চেষ্টা সামান্য চেষ্টা; তথাপি, প্রভূত সুফল ফলিয়াছে। পূর্ব্বে বিলাতে মদ্য পান না করিলে, লজ্জিত হইতে হইত; কিন্তু এক্ষণে ঠিক্ তাহার বিপরীত ভাব হইয়াছে। এক্ষণে অনেক বৃহৎ ভোজে স্বাস্থ্যপান(health-drink) করিবার জন্য এক বিন্দুও সুরা পান করা হয় না। পূর্ব্বে অনেকে মদ্যকে স্বাস্থ্য-রক্ষার এক পরম উপায় বলিয়া জানিত; কিন্তু এক্ষণে চিকিৎসকগণও অতি অল্প-সংখ্যক রোগের কোন কোন অবস্থায় সুরা ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে কেহ পান নিবারণের চেষ্টা করিলে, তাহাকে উন্মাদ বলিয়া দেশ শুদ্ধ লোক উপহাস করিত; কিন্তু এক্ষণে কেহ্ সুরা-পানের পক্ষে কোন কথা বলিলে, তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করা হয়। এই সকল চেষ্টায় দেশের কত মঙ্গল হইয়াছে, তাহার কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে দেওয়া গেল;—

১। বিলাতের সর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লর্ড স্যালিস্‌বরি ১৮৮৬ সালের মে মাসে হাউস অফ্ লর্ডস্ সভায় বলিয়াছিলেন যে, সুরা বিক্রয় বন্ধ করিতে প্রজাদিগের ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এত বলবতী হইয়াছে যে, পার্লামেণ্টের কোন হাউসের এত ক্ষমতা নাই যে, ঐ ইচ্ছা অধিক দিন প্রতিরোধ করিতে পারে।

২। ১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে যে পার্লামেণ্ট গঠিত হয়, তাহাতে স্থানীয় মত (local option) অনুসারে মদ বিক্রয় বন্ধ করিতে ইচ্ছুক, এরূপ ২৮২ জন প্রজাসভার (House of Commons) সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন; ইহার মধ্যে ১৬৯ জনের একেবারে বিক্রয় বন্ধ করিবার মত ছিল।

৩। ১৮৭৬ সালে বিলাতের প্রত্যেক লোক গড়ে পাঁচ গ্যালন মদ খাইত; কিন্তু ১৮৮৬ সালে ৩৷৷০ গ্যালন খাইয়াছে।

৪। ১৮২০ সালে বিলাতের প্রত্যেক ব্যক্তির গড় মদের খরচ ২ পাউণ্ড ৮ শিলিং ছিল; ১৮৬০ সালে ২ পাউণ্ড ১৮ শিলিং ছিল; ১৮৭৬ সালে ৪ পাউণ্ড ৯ শিলিং ছিল; এবং ১৮৮৬ সালে ৩ পাউণ্ড ৭ শিলিং হইয়াছে।

৫। বিলাতে মাদক নিবারণের চেষ্টায় শুঁড়ীরা ভয়ে সভা স্থাপন করিয়াছে, এবং "Licensed Victuallers' Guardian" প্রভৃতি সংবাদ পত্র বাহির করিতেছে। ইহাদের এক খান কাগজে সে দিন লেখা ছিল;—"যুদ্ধ কালে যেমন বিপক্ষ সেনা দুর্গ অবরোধ করে, সকল শুঁড়ীর দোকানের সেই রূপ অবস্থা হইয়াছে।" আর এক সময়ে ইহারা বলিয়াছিল,—"ঝড়ে পড়িলে, জাহাজের যে রূপ অবস্থা হয়, মদের ব্যবসায়ও সেই রূপ হইয়াছে। সাহায্য করিবার জন্য সুদূরে কোন জাহাজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।"

৬। আমেরিকায় পান-নিবারণের চেষ্টার অনেক ফল হইয়াছে। তথাকার শুঁড়ীদিগের "Wine and Spirit Review" নামক এক সংবাদ পত্র অতি দুঃখে লিখিয়াছিল যে, "ইউনাইটেড ষ্টেটের মদ্য বিক্রয় রূপ এক মহা বিস্তৃত ব্যবসায়, যাহা ইতিহাসের পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, যাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল, তাহা এক্ষণে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। পান-নিবারণের ইচ্ছা প্রজাদিগের মনে দৃঢ় সংলগ্ন রহিয়াছে। বোধ হয়, এই ইচ্ছা বলবতী হইয়া মদের ব্যবসায় একেবারে বন্ধ করিবে। সমাজের সকল প্রকার লোক

ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদের দলের কেহ এই ব্যবসায় রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে না।"

৭। পান-নিবারণের চেষ্টা প্রথমতঃ শিক্ষিতদিগের মধ্যেই ফলবতী হয়। এই জন্য, ক্যানন ফ্যারার ১৮৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বরে বলিয়াছেন,—পূর্ব্বে যেমন ধনী ও গৃহস্থের গৃহে মত্ততারূপ পাপ প্রবল ছিল, এক্ষণে দরিদ্রের গৃহে সেই রূপ হইয়াছে।

৮। আজ কাল বিলাতে পাঁচ ভাগের প্রায় তিন ভাগ লোক পান করে না।

৯। বিলাতে প্রায় ৮ ০০০ হাজার ব্যাণ্ড অফ্ হোপ্ আছে; এবং ঐ সকল দলে প্রায় ৯ ৫০ ০০০ বালক আছে।

১০। বিলাতের প্রায় ১০ ০০০ সেনা ও ১০ ০০০ নাবিক সুরাপান করে না।

১১। বিলাতের প্রায় ৪০ লক্ষ লোক সুরাপান করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে।

১২। আমেরিকার মেন নামক প্রদেশে গত পঁচিশ বৎসর সুরা বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে। কেবল ঔষধার্থে, শিল্প কার্য্যের জন্য, এবং গির্জ্জায় Sacrament নামক অনুষ্ঠানের জন্য গভর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী ব্যক্তি কোন লাভ না লইয়া, এবং এক খাতায় ক্রেতার নাম ধাম লিখিয়া লইয়া, নির্দ্দিষ্ট মূল্যে মদ বিক্রয় করিতে পারে।

১৩। ক্যান্সাস, আইওয়া ও রোড আইল্যাণ্ড প্রদেশে মদ বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে। ক্যান্সাস প্রদেশে ডাক্তার ও রোগী কিম্বা তাহার কোন বন্ধু 'কেবল রোগের জন্য ক্রয় করিতেছি'

এই ভাবে প্রতিজ্ঞা করিলে, কেবল ক্ষমতা-প্রাপ্ত ঔষধ বিক্রেতা-গণ ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে মদ বিক্রয় করিতে পারে।

১৪। এতদ্ভিন্ন, কত শত ঘোর মাতাল যে একেবারে পান-ত্যাগ করিয়াছে, সহজে তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে সকল পুরুষ ও রমণী সুরা-দানবীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া সাংসারিক কার্য্য, পান-নিবারণ কার্য্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে যোগ দিতেছেন, যদি অনেকে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের বিবরণ প্রকাশ করা যাইতে পারে।

১৫। ১৮৮৭ সালের অগষ্ট মাসে পার্লামেণ্টের কতকগুলি সভ্যের এক ভোজ হয়। প্রজাবন্ধু জন ব্রাইট তাহার সভাপতি হন। তিনি মহারাণীর স্বাস্থ্যপান করিবার পূর্ব্বে বলিয়া-ছিলেন, "কতকগুলি লোক এই উপলক্ষে মদ্যপান করেন; কিন্তু অপর কতকগুলি লোক (তন্মধ্যে আমি এক জন) অধিকতর পুরাতন ও স্বাস্থ্যকর পানীয়কে (জলকে) ভাল বিবেচনা করেন।"

১৬। ১৮৬৮ সালে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র ইংলণ্ডের ১৩৯৭টি গ্রামে কোন প্রকার মদের দোকান ছিল না। ঐ সকল গ্রামের লোক সংখ্যা ২ ২২ ২৫৮। এই সকল গ্রামবাসীদিগের বুদ্ধি, নীতি এবং সুখ, সুরাবিদ্বেষীদিগের আশানুযায়ী পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল।

১৭। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে ১৮২৩ সালে চোয়ান স্পীরিট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খরচ হইয়াছিল। তখন প্রত্যেক লোকে গড়ে ৭৷৷০ গ্যালন পান করিয়াছিল। ১৮৩০ সালে

প্রত্যেক লোকে ২।০ গ্যালন; এবং ১৮৮৬ সালে প্রত্যেক লোকে ১।০ গ্যালন পান করিয়াছিল।

১৮। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের ১৪টি ষ্টেটে এরূপ রাজ-নিয়ম আছে যে, স্কুলের ছাত্রদিগকে শরীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য-রক্ষার বিষয়ে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মানবদেহে সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ফল শিক্ষা দেওয়া হইবে।

১৯। স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড ও ওয়েল্‌সে রবিবারে সুরা বিক্রয় করা হয় না।

২০। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের জন-সংখ্যা ১৫ লক্ষ ছিল, এবং পান-মত্ততার জন্য ১০০০ জনের মধ্যে ২১ জন দণ্ডিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৫৫ লক্ষ হইয়াছে, এবং পান-মত্ততার জন্য ১০০০ জনের মধ্যে কেবল ৪জন দণ্ডিত হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের রাজত্ব কালে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সুরাপানের বিধি না থাকাতে, মত্ততা রূপ পাপ ভারত-বাসীকে পশুতুল্য করে নাই। কিন্তু এক্ষণে অর্থলোভী ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সুরা বিক্রয় বন্ধ না করিয়া, প্রজাদিগের শরীরকে রুগ্ন এবং মনকে কলুষিত করিয়া ঘোরতর অত্যাচার করিতেছেন। ইহা গভীর দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, ভারতবাসী-দিগের মধ্যে ইংরাজ রাজত্ব কালে পাননিবারণ করিতে আমা-দের যেরূপ চেষ্টা করা উচিত, বোধ হয়, তাহার শতাংশের একাংশও করা হয় নাই। কেবল ভারতবর্ষের ইউরোপীয় সেনাদিগের মধ্যে উচিত মত চেষ্টা হইতেছে, তাহার ফলও

সেই রূপ হইতেছে। সুরা-রাক্ষসীর পীঠস্থান কলিকাতায় যেরূপ চেষ্টা হইয়াছে, তাহা "সেনাদিগের পান নিবারণী সভা"র বিবরণের পর লিখিতেছি।

রেভারেণ্ড জেল্‌সন গ্রেগ্‌সন সাহেব পূর্ব্বে পরিমিত পায়ী ছিলেন। একদা, আমেরিকার প্রসিদ্ধ বক্তা মহাত্মা গফের এক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, ইনি বুঝিতে পারিলেন যে, অপরকে সুরার প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে গেলে, আপনাকে একেবারে সুরাপান ত্যাগ করিতে হয়। তখন তিনি এই মনস্থ করিলেন যে, যখন তিনি মদ ছাড়িলে, অপরে তাঁহার দৃষ্টান্তে মদ ছাড়িবে, তখনই তিনি মদ ছাড়িবেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, জামালপুরে এক জনকে দৃষ্টান্ত দ্বারা মদ ছাড়াইতে আবশ্যক হওয়াতে, তিনি নিজে মদ ছাড়িলেন। পরে, এই ব্যক্তির চেষ্টায় আগ্রায় ১৮৬২ সালে ভারত সৈনিকদিগের মধ্যে "Soldiers' Total Abstinence Association" নামক এক সভা স্থাপিত হয়। ইনি ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর অনবরত কার্য্য করিয়া ইউরোপীয় সেনা-দিগের মধ্যে প্রায় ৪৮ ০০০ লোককে অপায়ী দলভুক্ত করেন। তন্মধ্যে, এক্ষণে প্রায় ১২ ০০০ ইউরোপীয় সেনা, অর্থাৎ, সমুদয় ইউরোপীয় সেনার ছয় ভাগের এক ভাগ অপায়ী রহিয়াছে। এই সকল সেনাদিগের মধ্যে মদের খরচ ও পান-জনিত রোগের খরচ, অনেক কম করাতে, ইনি আমাদিগের পরম বন্ধু ও অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে প্রিয়তম বঙ্গবাসিগণ! ইহাঁর উদ্যম, অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা কর। ১৮৬২ হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া এই

কার্য্য করেন; ১৮৭৯ হইতে ১৮৮২ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে ৩০০৲ টাকা মাসিক বেতন পান; ১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ পর্য্যন্ত ৪০০৲ টাকা মাসিক বেতন পান; এবং স্বদেশ যাত্রা কালে এক বারে ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার পান। এক্ষণে ইনি কার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিলাতে বাস করিতেছেন। ১৮৮৬ সালে এই ভারত-ব্যাপী বৃহতী সভার প্রায় ২১ ০০০৲ টাকা আয়, ও ব্যয় হইয়াছিল। এই সভা হইতে "On Guard" নামক এক সুন্দর মাসিক পত্র ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া বাহির হইতেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সমেত ২৲ টাকা মাত্র। এই সভা এবং ইহার কার্য্য বিষয়ে যিনি আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি Rev. E T. Beatty, Secretary, Soldiers' Total Abstinence Association, Beneras, ঠিকানায় পত্র লিখিলে, জানিতে পারেন।

মহারাণীর তৃতীয় পুত্র সেনাপতি ডিউক্ অফ্ কনট্, ভূতপূর্ব্ব বড় লাট দ্বয় লর্ড লিটন ও লর্ড রিপণ, এবং প্রধান সেনাধ্যক্ষ ত্রয় সার্ ফ্রেডারিক্ হেন্‌স্, সার্ ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট ও সার ফ্রেডারিক্ রবার্টস্, ইহাঁরা সকলেই অর্থ ও উৎসাহ দ্বারা এই সভাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সভার চেষ্টায় বঙ্গদেশীয় সেনাদিগের মধ্যে রম্ নামক মদের খরচ অনেক কমিয়াযায়; যথা—

১৮৬৯ সালে	২ ৭০ ০০০ গ্যালন।
১৮৭৭ সালে	১ ৩৪ ০০০ গ্যালন।
১৮৮৪ সালে	৭১ ০০০ গ্যালন।

সম্প্রতি সেনাদিগকে রম্ পান করিতে দেওয়া বন্ধ হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে অল্প তীব্র মদ দেওয়া হয়।

১৮৪৬ সালে কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ধনী বাবু মতিলাল শীল, সুবর্ণবণিক্‌দিগের মধ্যে মদ্যপান করিলে, জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে, এরূপ প্রথা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ সালে কলিকাতায় ৺ প্যারীচরণ সরকার "Bengal Temperance Society" নামক সভা স্থাপিত করেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তাহার শাখা সভা স্থাপিত হয়; এবং প্যারী বাবু "Well-Wisher" নামক এক সুন্দর মাসিক পত্র ও কতকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক বাহির করিয়া অতিশয় পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ ও উৎসাহের সহিত ১০।১২ বৎসর কার্য্য করিয়া অনেক বঙ্গবাসীর মনে মদের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়াছিলেন। ৺ মহারাজা কমলকৃষ্ণ, ৺ রমানাথ ঠাকুর, ৺ হরচন্দ্র ঘোষ, ৺ কেশবচন্দ্র সেন, ৺ সিঃ এইচঃ এঃ ডাল, ৺অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কে, এস্, ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড প্রভৃতি গণ্য মান্য ব্যক্তিগণও ঐ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ১৮৭৫ সালে প্যারী বাবুর মৃত্যু হওয়াতে, ঐ সভা নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ডাক্তার ভুবনচন্দ্র সরকার, L. M. S., ইহার সম্পাদক। ইহাঁর ঠিকানা,—৭৭নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

১৮৭০ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন "Indian Reform Association" ও তৎসঙ্গে তাহার এক মাদক নিবারণী শাখা সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে "মদ না গরল?" নামক সংবাদ পত্র ১৮৭১ সালের এপ্রেল মাস হইতে ১৮৭৪ সালের

জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিন বৎসর বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। এক্ষণে এ সভা মৃতপ্রায়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭৬ সালে কলিকাতায় এক আশা-দল (Band of Hope) স্থাপিত করেন। এক্ষণে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইহার সভাপতি। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, M. A., B. L., পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, M. A., ডাক্তার জে, এন্, থোবর্ণ, অনরেবল আনন্দমোহন বসু, M. A ও ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, M. D., ইহার সহকারী সভাপতি। বাবু হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদক। সভ্য সংখ্যা প্রায় ৮০০। "বিষ-বৈরী" নামক মাসিক-পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হয়। অর্থ ও কর্ম্মঠ লোকের অভাবে আজ কাল ইহা দ্বারা যৎসামান্য কার্য্য হইতেছে।

Church of England Temperance Societyর Old Church Branch নামক এক শাখা কলিকাতায় ১৮৮২ সাল হইতে বর্ত্তমান আছে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় Welland Memorial Hall, 29 Zigzag Lane, Bowbazar, স্থানে অধিবেশন হয়। তথায় চা-পান, সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা ও চিত্র প্রদর্শিত হয়। এস্থানে সর্ব্বজাতীয় জন সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে। বাৎসরিক আয় প্রায় ৪০০৲ টাকা। ইহার তত্ত্বাবধারণে ১০ নং ওয়েষ্টন লেনে এক সুরাবিরোধী পান্থ-নিবাস আছে। এই সভার সভ্যসংখ্যা ২১৪ জন অপায়ী ও ১৬ জন পরিমিত পায়ী। Mr. C. T Wood (15 Zigzag Lane) ইহার সম্পাদক।

ভারতবর্ষে Independent Order of Good Templars

নামক জগদ্ব্যাপী সভার ১১২টি শাখা সভা স্থাপিত আছে, এবং প্রায় ৪ ০০০ সভ্য আছে। সর্ব্বজাতীয় লোক 'সুরাপান করিব না ও সুরাপান নিবারণের চেষ্টা করিব'—এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, এবং কতকগুলি সঙ্কেত ও সাঙ্কেতিক বাক্য গোপনে রক্ষা করিব বলিয়া স্বীকার করিলে, এই সভাভুক্ত হইতে পারে। ইহাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সাদরসম্ভাষণ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কলিকাতায় ৪টি শাখা লজ (Lodge) আছে; যথা— No. 7 Havelock Lodge, 309 Bowbazar Street (near Lall Bazar); No. 14 Temple of Peace, the same address; No. 97 Brotherly Love Lodge, 62 Bowbazar Street; No. 112 Unique, Fort William. প্রত্যেক লজের সপ্তাহে এক দিন সন্ধ্যা-কালে অধিবেশন হয়। যাঁহারা এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে পারেন;— J. Cayne, Esq., 95 Chunam Gully, Calcutta.

সুরাপান নিবারণের উপায়।

যাঁহারা মদ্যপানের ক্ষতি স্বীকার করেন, এবং নিবারণ করিবার চেষ্টা করা উচিত বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার কি উপায়ে চেষ্টা করা উচিত, এই বিষয় লইয়া এত মত-ভেদ হয় যে, লাভের মধ্যে সকল প্রকার চেষ্টার পক্ষেই ব্যাঘাত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগকে নম্রভাবে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে,তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকে যদি নিবারণ চেষ্টার দুই চারিটি উপায়কে কেবল মাত্র উপায় স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারা সকলেই ভ্রান্ত। যেমন মদ্যপানের অনেক কারণ আছে, সেই রূপ নিবারণেরও অনেক উপায় আছে; অধিকাংশ উপায় অবলম্বন না করিলে, সম্পূর্ণ রূপে সফলতা লাভ করা যাইবে না। নিম্নলিখিত উপায় গুলি, এবং এতদ্ভিন্ন, অনেক উপায়ের কোন না কোন উপায় যিনি প্রাণের সহিত অবলম্বন করিবেন, তিনিই কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন। ইহাও সকলের জানা উচিত যে, দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। এক জন লোকের পক্ষে যে উপায় কার্য্যকারী হইবে, অন্য লোকের পক্ষে তাহাতে কোন কার্য্য না হইতে পারে; কিন্তু বীজ বপন করিলেই, যেমন বৃক্ষ ও ফল দেখা যায়, তেমনি এই সকল উপায়ের ফল অনেক স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইবে না; কেননা, অনেক ফল মানসিক; কিন্তু চেষ্টার ফল ফলিবেই ফলিবে।

নিম্ন লিখিত কারণ গুলি হইতে সুরাপানের উৎপত্তি হয়। পান নিবারণ করিতে গেলে, কারণ গুলি যাহাতে না থাকে, তাহার চেষ্টা করা উচিত ;—

১। পাপ-প্রবৃত্তি। ২। চিত্ত-দৌর্ব্বল্য। ৩। কুসংসর্গ। ৪। অসদ্দৃষ্টান্ত। ৫। শাসনের অভাব। ৬। অনিষ্টের বিষয় না জানা। ৭। পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস। ৮। সভ্যতা বলিয়া ভ্রান্তি। ৯। অসার সুখ ভোগেচ্ছা। ১০। সাংসারিক কষ্ট। ১১। সৎ আমোদের অভাব। ১২। আলস্য ও কর্ম্মাভাব। ১৩। অতিরিক্ত অনুচিত শ্রম। ১৪। অতিরিক্ত বা অপাচ্য দ্রব্য আহার। ১৫। ঘোরতর দারিদ্র্য। ১৬। মর্ম্মান্তিক যাতনা। ১৭। আবশ্যকীয় বস্ত্রের অভাব। ১৮। মদ ক্রয় করিবার সুবিধা, ইত্যাদি।

পান-নিবারণের উপায় চতুর্ব্বিধ যথা—

প্রথম,—ব্যক্তিগত উপায়।

১। প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করা।

২। যেখানে মদ্যপান হয়, সেখানে না থাকা।

৩। যত বড় বন্ধু হউন না কেন, অনুরোধ করিলে, বিন্দু মাত্র মদ না খাওয়া।

৪। শুঁড়ীর দোকানে প্রবেশ না করা।

৫। পানকে অতিশয় ঘৃণা করা।

৬। নিকটে মদ না রাখা।

৭। মদ্যপানের ক্ষতি-বিষয়ক পুস্তক পাঠ করা।

৮। পান নিবারণ সভায় যোগ দেওয়া।

৯। অসার সুখের প্রতি লোভ না করিয়া, ধর্ম্মসুখ ভোগ করিবার উপযুক্ত হওয়া।

১০। পবিত্র আমোদ অনুসন্ধান করা।

১১। অতিরিক্ত অনুচিত শ্রম না করা।

১২। অতিরিক্ত বা অপাচ্য দ্রব্য আহার না করা।

১৩। পরিষ্কার বায়ু সেবন করা।

১৪। নিত্য নিয়মিত শ্রম করা।

১৫। স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিতে চেষ্টা করা।

১৬। অহিফেন, গাঞ্জা, তামাক প্রভৃতি নেশা না করা।

১৭। বারবনিতাদিগের সহিত সংশ্রব না রাখা।

বিশেষতঃ সুরা-বশীভূত পায়ীর পক্ষে;——

১৮। মদ্যপানের সময় কোন আবশ্যকীয় কার্য্যে বা বিশেষ আমোদজনক ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইয়া অতিবাহিত করা।

১৯। মাংস, ডিম্ব বা গরম মশলা প্রভৃতি না খাওয়া।—Charles O. Groom Napier, F. G. S, তাঁহার "Vegetarianism a Cure for Drunkenness" নামক পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন যে, ২৭ জন সুরাসক্ত ব্যক্তি এই উপায়ে আরোগ্য লাভ করে।—কথিত আছে, মার্কিনদেশস্থ কোন চিকিৎসক এই সহজ ব্যবস্থা দ্বারা সহস্রাধিক লোককে আরাম করেন।

২০। আমেরিকার ডাক্তার কেনের মতে টার্টার এমেটিক (tartar emetic) নামক ঔষধ মাতালের পানেচ্ছা নিবারণের এক উত্তম উপায়। ৮ গ্রেণ ঐ ঔষধ ৪ আউন্স গরম জলে ফেলিয়া, তাহার আধ আউন্স রোগীর প্রিয় এক পাঁইট মদ্যে মিশাইবে; এবং সেই টুকু সমস্ত দিনে ২।৪ বার খাইবে।

২১। মাতালের কোন আত্মীয় কিম্বা বন্ধু, মাতাল প্রতি-দিন যত মদ খায়, তাহাতে প্রায় আধ ড্র্যাম ইপিকাকুহানহার আরক (Vin. Ipecac.) গুপ্তভাবে মিশ্রিত করিয়া দিলে, মদ খাইবামাত্র বমি হইয়া যাইবে। এরূপ কিছু দিন করিলে, সুরাপান করিবার পিপাসা হয় না ও সুরার প্রতি এক প্রকার ঘৃণা জন্মিতে পারে। সুস্থকায় যুবার পক্ষে উপরি উক্ত পরিমাণ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, বয়স ও অবস্থানুসারে পরিমাণের তারতম্য করা উচিত।

২২। এক ব্যক্তি নিম্ন-লিখিত উপায়ে পান-লালসা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল ;—"কুড়ি বৎসরের অধিক কাল আমার তীব্রসুরা-পানাভ্যাস হয়। সেই সময়ের মধ্যে তিন মাসের জন্যও আমি ঘন ঘন পান হইতে বিরত হইতে পারি নাই। আধ আউন্স কোয়াশিয়া (quassia) চূর্ণ মিশ্রিত এক পাঁইট ভিনিগার (vinegar) চা-পান করিবার ছোট চাম্‌চের এক চাম্‌চে লইয়া কিঞ্চিৎ জলে মিশাইয়া, সুরাপান করিবার তীব্র ইচ্ছা হইলেই, তাহা পান করিতাম। এই রূপ করিলেই, আমার সুরাপান-লালসা নিবৃত্ত হইত, এবং প্রচুর পরিমাণে উত্তেজনা ও বল লাভ করিয়াছি, এরূপ বোধ হইত। দুই বৎসর আমি মদ আস্বাদ করি নাই, এবং ইহার জন্য আমার কোন লোভও নাই।"—C. H.

২৩। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক জারের মতে, মদ্য ও আসব পানে বিরক্তি জন্মাইবার জন্য সল্‌ফর (sulphur) ও ল্যাকেসিস (lachesis) আট দিন অন্তর প্রযুক্ত হইলে, উপ-কার দর্শে। ব্র্যাণ্ডি-সেবীদের জন্য প্রথমোক্ত ঔষধ ব্যবহার

বাঞ্ছনীয় না হইলে, হেপার সল্‌ফর (heper sulphur) ও আর্সে-
নিক (arsenic) আট দিবস অন্তর প্রয়োগ করিলে, উপকার
দর্শে। সাতিশয় বিয়র (beer) পানাসক্তি নিবারণ জন্য আমি
পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নক্স্ ভমিকা (nux vomica) ও রস্‌টক্স (ross.
tox.) ব্যবহার করিয়াছি। (৩০ ক্রম ব্যবহার করা যাইতে
পারে।) —হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিধান।

২৪। এক ব্যক্তি এক যুবাকে ঝাড়ান (mesmerism)
দ্বারা অজ্ঞান করিয়া এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, 'আমি
তোমাকে ১৪ দিনের জন্য ওয়াইন পান করিতে নিষেধ করি-
তেছি।' আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই যুবা ঝাড়কের
অসাক্ষাতে বিয়র পান করিত; কিন্তু ওয়াইনের গ্লাস মুখের
কাছে ধরিলেই সমস্ত মাংস পেশী অবশ হইয়া যাইত।

—St. James Gazette.

২৫। "New York Son" নামক সংবাদপত্রে ব্রুক্‌লিন
নগরের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন,—আমি ১৮৫৭
হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন পর্য্যন্ত এত অধিক পরিমাণে
মদ্য পান করিয়াছিলাম যে, আমি এমন কোন্ লোকের বিষয়
জানি না, বা শুনি নাই, যে ব্যক্তি আমার অপেক্ষা অধিক পান
করিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে নিম্ন লিখিত উপায় দ্বারা
অনেক লোকের পানেচ্ছা এক বারে নিবারণ করিয়াছিলাম।
জলপিপাসা কিম্বা সুরাপানেচ্ছার উদয় হইলেই, দুই তিন ঢোঁক
জল খাইবে। এক সপ্তাহ মধ্যে সুরাপানেচ্ছা দূর হইবে। আবার
কখন সুরার প্রতি আসক্তি উপস্থিত হইলে, ঐরূপে জল পান
করিবে। আমি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিন হইতে এই প্রকার

অভ্যাস করি, এবং সেই পর্য্যন্ত তীব্র পানীয় পান করিবার ইচ্ছা উপস্থিত হয় নাই।—"Temperance Record," April 17, 1879.

২৬। রক্তবর্ণ পেরুভিয়ান বার্ক (red Peruvian bark, i. e., Cinchona rubra), যাহাকে ঔষধ বিক্রেতারা "Quill bark" বলে, উহা এক পাউণ্ড চূর্ণ করিয়া এক পাঁইট জল মিশ্রিত সুরাসারে (diluted alcoholএ) ভিজাইয়া রাখিবে। পরে, তাহা ছাঁকিয়া উত্তাপ দ্বারা শুষ্ক করিয়া, এক পাউণ্ডকে আধ পাঁইট করিবে। তিন ঘণ্টা অন্তর মাতালকে ঐ ঔষধ এক চা-চাম্‌চে দিবে, এবং প্রথম দুই এক দিন ঔষধ খাইবার সময়ের মধ্যে মধ্যে জিহ্বা ঐ ঔষধ দিয়া দুই এক বার ভিজাইতে হইবে। তৃতীয় দিন আধ চাম্‌চে, চতুর্থ দিন সিকি চাম্‌চে, এবং ক্রমশঃ ঔষধের মাত্রা ১৫, ১০, এবং ৫ ফোঁটায় পরিণত করিতে হইবে। পাঁচ দিন হইতে পনর দিন এই চিকিৎসা করিতে হয়; দুশ্চিকিৎস্য রোগে ৩০ দিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিতে হয়। ডাক্তর ডিঃ অঙ্গার প্রায় ৩০০০ ঘোর মাতালকে এই ঔষধ দিয়া আরাম করেন। —"Medical Times and Gazette."

২৭। ই. এস. টম্‌সন, M. D., নামক ডাক্তারের মতে সাইট্রেট অব্ কুইনাইন এণ্ড আয়র্ণ (citrate of quinine and iron), এক ড্র্যাম; লবঙ্গের আরক (spirit of cloves), আধ আউন্স; জল আধ পাঁইট। প্রত্যহ দুই বার চা-চাম্‌চের দুই চাম্‌চে পান করিবে।

—How to Cure and Prevent Desire for Drink.

২৮। উপরি উক্ত ডাক্তার টম্‌সনের "Will It Injure My

Health ?" নামক পুস্তিকাতে আর একটি ঔষধের ব্যবস্থা আছে। কোয়াশিয়া চূর্ণ (quassia chips), সিকি আউন্স শীতল জলে আধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মদ্য-পান করিবার গ্লাসের এক গ্লাস একেবারে পান করিতে হয়। পান করিবার সময় চা-চাম্‌চের দুই এক চামচে মল্ট-সার (malt extract) মিশ্রিত করা যাইতে পারে।—এ দেশে সাধারণ লোকের পক্ষে নিমের ছাল গরম জলে সিদ্ধ করিয়া,তাহার ক্বাথ আবশ্যক অনুসারে পান করিলে যথেষ্ট হয়।

২৯। কেহ কেহ বলেন যে, চা ও কাফি পান করিলে, সুরাপান-পিপাসা কথঞ্চিৎ হ্রাস হইতে পারে।

৩০। আমার বোধ হয় যে, হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত কতক গুলি ব্রত পালন করিলে, অথবা প্রাণায়াম প্রভৃতি কতকগুলি নিত্যক্রিয়া অবলম্বন করিলে, সুরাসক্তি লাঘব হয়।

দ্বিতীয়,—পারিবারিক উপায়।

১। সন্তান ও স্ত্রীলোকদিগকে পানের ক্ষতি বিশেষরূপে জ্ঞাত করা।

২। তাহাদিগকে মদ্যপানসম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়া।

৩। বাড়ীতে মদ না আনা।

৪। গৃহে মদ্যপানের ক্ষতিবিজ্ঞাপক দুই চারি খানি চিত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া।

৫। সুরা-নিবারক সঙ্গীত গান করা।

৬। পরিবারমধ্যে কেহ মদ্যপান করিলে, তাহাকে

কঠিন রোগাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া, পান হইতে বিরত করিতে কোন প্রকারে উদাসীন না হওয়া।

৭। গৃহ্ মধ্যে পবিত্র আমোদে রত হওয়া।

৮। সমস্ত দেশকে মদ্যপান হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরিবার মধ্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা।

তৃতীয়,—সামাজিক উপায়।

১। সুরাপানের ক্ষতিবিষয়ক বক্তৃতা দান।

২। কথোপকথন-চ্ছলে উপদেশ দান।

৩। সভা স্থাপন।

৪। অল্প মূল্যে পুস্তিকা ও পুস্তক বিক্রয়।

৫। উত্তেজনা পূর্ণ পত্র ছাপাইয়া বিতরণ।

৬। ক্ষতি বিজ্ঞাপক চিত্র বিক্রয়।

৭। নাটক ও নবন্যাস প্রণয়ন।

৮। দুই চারি জন বালক ঐ সম্বন্ধে সাধারণের সমক্ষে পুস্তক দেখিয়া প্রশ্নোত্তর করিবে।

৯। সংবাদপত্র বাহির করা।

১০। পুস্তকালয় স্থাপন করা।

১১। মাদক-নিবারণ সঙ্গীত গান করা।

১২। নাট্যশালায় ঐ বিষয়ে অভিনয় করা।

১৩। সুরাপানের ক্ষতি জ্ঞাত করিবার জন্য কবিতা লেখা।

১৪। প্রতিজ্ঞা-পত্রে সহি করান।

১৫। চিকিৎসকদিগের মত সংগ্রহ ও মুদ্রিত করা।

১৬। শাস্ত্র হইতে মত সংগ্রহ করা।

১৭। বিবিধ প্রকার (statistics) সুরাপানের ক্ষতির হিসাব প্রকাশ করা।

১৮। মাতালদিগের দুরবস্থার দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা।

১৯। এই প্রচার-কার্য্যের জন্য ধনভাণ্ডার সংস্থাপন করা।

২০। পান-নিবারক বচন ছাপাইয়া রাস্তায় রাস্তায় মারিয়া দেওয়া।

২১। দল বাঁধিয়া রাস্তায় রাস্তায় সংকীর্ত্তন করা।

২২। শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখে থাকিয়া, যাহারা মদ কিনিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে বারণ করা।

২৩। মাদকনিবারিণী সভার দ্বারা জন সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পবিত্র আমোদ আহ্লাদ করা।

২৪। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের নিম্নভাগে মাদক-নিবারণ বচন ছাপান।

২৫। নিশানে মাদক-নিবারক বচন লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় উড়ান।

২৬। পান না করিয়াও যে অসাধারণ পরিশ্রম করা যায়, তাহা জন সাধারণকে প্রত্যক্ষ দেখান।

২৭। এ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি লিখিবেন, কিম্বা এই কার্য্য করিতে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিবেন, তাঁহাকে পুরস্কার দান।

২৮। কতকগুলি লোক একত্র হইয়া সংবাদপত্র বা পুস্তকাদি পাঠ, গান বাজনা, জলযোগ, নানা প্রকার খেলা ও গল্প প্রভৃতি পবিত্র আমোদ করিতে পারে, এরূপ পরিষ্কার ও বায়ু সেবনোপযোগী স্থান রক্ষা করা।

২৯। যে সকল পায়ীরা মদ্যপান অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পদকাদি পুরস্কার দেওয়া।

৩০। মদ্যবিক্রয়রূপ ঘৃণিত ব্যবসায় অবলম্বনকারীদিগকে মানব জাতির শত্রু বলিয়া প্রচার করা।

৩১। সমাজের নেতারা প্রকাশ্য সভায় পান করিলে, তাঁহাদের নাম প্রচার করা।

৩২। পায়ীদিগকে সামাজিক দণ্ড দেওয়া।

৩৩। পানের পক্ষ মতের ঘোরতর প্রতিবাদ করা।

৩৪। কতকগুলি লোকের আমরণ এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হওয়া।

৩৫। বিশেষ রূপে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া।

৩৬। যে সকল বিলাতবাসীরা আমাদিগের মধ্যে বিলাতে পাননিবারণের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের দোষ জানান।

৩৭। পুস্তকাদি বা সংবাদপত্রে মদ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিতে না দেওয়া।

৩৮। এরূপ হাঁসপাতাল স্থাপন করা, যেখানে সুরাভিন্ন চিকিৎসা করা হইবে।

৩৯। যে সকল মাতালের আত্মীয়বন্ধু নাই, তাহাদিগের রোগ হইলে, সেবা করা।

৪০। অনাথ মাতালদিগের জন্য বাসস্থান স্থাপন করা।

৪১। মাতালদিগকে মদের পরিবর্ত্তে স্নিগ্ধ, সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর পানীয় পান করিতে দেওয়া।

৪২। সুরাপায়ীকে বিবাহ না করা।

৪৩। সুরাপায়ীকে চাকরী না দেওয়া।

৪৪। জমিদারদিগের নিজে অপায়ী হইয়া সদৃষ্টান্ত দেখান ও প্রজাদিগের মধ্যে পান-নিবারণ চেষ্টা।

৪৫। জমিদারদিগের উচিত, মদের দোকানের জন্য জমি বা বাড়ী বিক্রয় কিম্বা ভাড়া না দেওয়া।

৪৬। প্রকাশ্য সভায় মদ্যপান-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া।

৪৭। বালকবালিকাদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার বিষয়, ও মাদক-সেবনের ক্ষতির বিষয়, এবং সামাজিক ও পারিবারিক মিত-ব্যয়িতার নিয়মাবলী সংগ্রহ করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করা ও তাহাদিগকে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া।*

৪৮। কতকগুলি সৎস্বভাবাপন্ন লোককে ঝাড়ক, অর্থাৎ mesmeriser করা, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা মাতালদিগকে ঝাড়াইয়া, একেবারে পান করিতে নিষেধ করান।

চতুর্থ,—রাজনৈতিক উপায়।

ইহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই কর্ত্তব্য আছে। এ বিষয়ে প্রজার সাহায্য ব্যতীত রাজা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। মদ্যপান নিবারণ জন্য কি কি নিয়মের পরিবর্ত্তন ও কি কি নিয়ম স্থাপনের আবশ্যক এবং তাহার যুক্তি ও প্রমাণ দেখান; এবং যখন রাজকর্ম্মচারী, মদ্য-বিক্রেতা, মদ্যপায়ী কিম্বা জন সাধারণ ঐ সকল নিয়ম পালন না করিয়াও ধরা পড়িতেছে না, তখন উহাদিগকে ধরাইয়া দেওয়া প্রজার কর্ত্তব্য।

---

* এরূপ শিক্ষা দেওয়া যে, কত দূর আবশ্যক, তাহা বলিতে পারি না। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের এই হিতকর বিষয়ে লক্ষ্য নাই।

প্রজাদিগের ন্যায্য মতানুসারে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করা, রাজার কর্ত্তব্য। একেবারে সুরা প্রস্তুত, বিক্রয় ও আমদানি বন্ধ করাই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক উপায়; কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে রাজা ও প্রজা এই উপায় এক্ষণে অবলম্বন করিবেন না জানিয়াই, নিম্ন লিখিত কতকগুলি উপায় লিখিতেছি। বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে যে সকল সুনিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করি নাই।

১। মদের উপর টেক্স বৃদ্ধি।

২। মদের উপর কর বৃদ্ধি।

৩। দোকানের লাইসেন্স-ফি বৃদ্ধি।

৪। স্থানীয় বয়ঃপ্রাপ্ত প্রজাদিগের অধিকাংশের মত না লইয়া, নূতন দোকান না খোলা; ও তাহাদিগের মতে বর্ত্তমান দোকান স্থানান্তরিত করা। *

৫। খোলাভাটিতে উৎপন্ন মদের পরিমাণানুসারে কর লওয়া: ও খোলাভাটি সম্বন্ধে কতকগুলি সুনিয়ম স্থাপন করা এবং তদনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য, দেশের কতকগুলি উপযুক্ত লোককে অবৈতনিক ভাবে নিযুক্ত করা।

৬। দোকানে নাচ গান বাজনা করিতে না দেওয়া।

৭। লোককে পান-মত্ত অবস্থায় দোকানে পান করিতে বা মদ ক্রয় করিতে না দেওয়া।

---

* এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ অনরেবল কৃষ্ণদাস পাল এই দুই প্রকার মতে যাহাতে কার্য্য হয়, গভর্ণমেণ্টের নিকট এই দরখাস্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন।

৮। দোকানে রাত্রে লোক থাকিতে না দেওয়া।

৯। কেবল রাস্তার ধারে দোকানের দরজা রাখা।

১০। সন্ধ্যার সময় দোকান বন্ধ করা।

১১। ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালকবালিকাকে ক্রয় বা বিক্রয় করিতে না দেওয়া।

১২। যে সকল মদ্য-বিক্রেতা আবকারী নিয়ম ভঙ্গ করিবে, তাহাদিগকে পুনরায় বিক্রয়ের অনুমতি না দেওয়া।

১৩। অধিক বেতন-ভোগী ও কতকগুলি অবৈতনিক গোয়েন্দা নিযুক্ত করা।

১৪। রবিবারে বিক্রয় বন্ধ করা।

১৫। ছাত্রবৃত্তি ও এণ্ট্রান্স ক্লাসের নিম্ন শ্রেণীতে এ সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করাইয়া পরীক্ষা লওয়া।

১৬। সাধারণের আবশ্যকীয় ৫।৭টি আবকারীর স্থূল নিয়ম বড় অক্ষরে ছাপাইয়া শুঁড়ীর দোকানের সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দেওয়া।

১৭। মাদক-নিবারিণী সভাকে এবং মাদক-নিবারণ-কার্য্যকারীকে গভর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য করা।

১৮। ক্রেতাদিগকে মদের দোকানে বসিতে না দেওয়া।

১৯। দোকানের সম্মুখে কোন মনোমুগ্ধকর দ্রব্য, বিজ্ঞাপন, ছবি ও লোক থাকিতে না দেওয়া।

২০। মাতালের জরিমানার টাকা ও কয়েদের সময় বৃদ্ধি করা।

২১। মদ্যপায়ী নিজ বাটীতে মত্ত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা প্রতিবেশীর বাটী হইতে দেখা বা শুনা গেলে, শাস্তি দেওয়া।

২২। ঘৃণিত হোটেল প্রথা উঠাইয়া দেওয়া।

২৩। বিখ্যাত মাতালেরা কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তাহা-দিগকে পাগলের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, অন্ততঃ এক মাসের জন্য কোন প্রকার মদ্য পান করিতে না দিয়া, অবরুদ্ধ করিয়া রাখা।

২৪। মদের দোকান ভিন্ন অন্যত্র অডিকলম অধিক পরি-মাণে বিক্রয় করিতে না দেওয়া।

২৫। যাহারা ছয় মাসের মধ্যে দুই বার মাতাল হইবার জন্য দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ধাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত করা।

২৬। যখন মাতলামী কিম্বা পান-জনিত দুষ্কর্ম্মের জন্য কোন লোককে দণ্ডিত করা হইবে, সেই সময়ে মদ্য-বিক্রে তারও কিছু টাকা জরিমানা করা।

২৭। মদ্যপায়ী ও মদ্য বিক্রেতাগণ পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে মদ, খাবার ও অর্থ প্রভৃতি ঘুষ দিয়া বশীভূত রাখে; এই জন্য, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা, এবং তাহাদিগকে সর্ব্বদাই স্থানা-ন্তরিত করা।

২৮। মদের দোকানে অন্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে দেওয়া অনুচিত। লোকে অন্য দ্রব্য কিনিতে গিয়া, প্রলো-ভনে পড়ে। অনেকে অন্য দ্রব্য কিনিবার ছল করিয়া দোকানে প্রবেশ করে ও মদ্য ক্রয় করে।

২৯। শুঁড়ীদের লোকদিগকে বাড়ী বাড়ী মদ লইয়া যাইতে দেওয়া ও মদের বোতলাদি আনিতে দেওয়া অনুচিত।

৩০। ধারে মদ বিক্রয় করিতে দেওয়া অনুচিত।

৩১। প্রতি বৎসর, (১) কত লোকের মদ খাইয়া কি রোগে মৃত্যু হইয়াছে, (২) কত লোক মাতলামী করিয়া দণ্ডিত হইয়াছে, (৩) কত লোক মত্ত অবস্থায় কি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, (৪) কত লোক মদ খাইয়া কি রূপে খুন করিয়াছে, (৫) কত লোক মদ খাইয়া পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে ছিল, (৬) কত লোক মদ খাইয়া পাগ্‌লা-গারদে গিয়াছে, (৭) কত দেশী ও বিলাতী মদ বিক্রয় হইল, (৮) কত টাকার মদ বিক্রয় হইল, (৯) বিক্রীত মদের উপাদান উৎপন্ন করিতে দেশের কত ভূমি ও শস্য নষ্ট হইল, (১০) কত লোক মদ ক্রয় করিল, (১১) কত লোক মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে নিযুক্ত ছিল, প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়গুলি যেন সাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়।

প্রতিজ্ঞাপত্রের বিষয়।

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে ইহা স্থির করা খুব ভাল যে, সে কখন নেশা করিবে না।

—বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা ডাক্তর স্যামুএল জন্‌সন।

বরং, আমার পুত্রকে অতিশয় ঘৃণিত ও অপরিষ্কৃত মদের দোকানে লইয়া যাইতে, এবং তথায় তাহাকে আধ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে পারি; কিন্তু তাহাকে অতি সম্ভ্রান্ত মদ্যপায়ীদিগের সমাজে লইয়া পারি না। —বিখ্যাত বক্তা জন গফ।

কোন প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিব না বলিয়া, সকলেরই নিম্নলিখিত মত কোনপ্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করা উচিত;—

প্রতিজ্ঞাপত্র। সংখ্যা—

এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি কখন চিকিৎসকের মতানুসারে ঔষধার্থ ভিন্ন অন্য কোন কারণে * কোন প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিব না এবং অপরকে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করিতে সাধ্যমত নিষেধ করিব।

নাম—

তারিখ— জাতি—

কর্ম্ম—

সাক্ষী— বয়স—

সম্পূর্ণ ঠিকানা—

---

* যাঁহারা তামাক ছাড়িতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা এই স্থানে 'তামাক ভিন্ন' কথাটি লিখিতে পারেন।

যে দ্রব্য সেবন করিলে নেশা হয়, অথবা শরীর ও মন অল্প বা অধিক পরিমাণে উত্তেজিত হয়; যাহাতে অনেক প্রকার রোগ জন্মে; যাহা নিত্য সেবন করিলে, সহজে ত্যাগ করা যায় না; যাহা বিষশ্রেণীর মধ্যে গণ্য; যাহা রোগে ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়; এবং যাহা আহারীয় দ্রব্য অপেক্ষা অতি অল্প পরিমাণে সেবন করিলে, চেতনা দূর ও মৃত্যু হয়; তাহাই মাদক দ্রব্য। সকল প্রকার মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিম, সিদ্ধি, মাজুম, তাড়ি, মাদৎ, পাচুই, তামাক, চুরুট, ও নস্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য।

স্বাক্ষর-কারীর (বা স্বাক্ষর-কারিণীর) বয়স ১৬ বৎসর কিম্বা তাহার অধিক হওয়া আবশ্যক।

প্রতিজ্ঞাপত্রসমূহ স্বাক্ষরিত হইলে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট সে গুলি রক্ষিত হইবে, এবং তাঁহারা অমুক লোকের নিকট অমুক তারিখ ও সংখ্যার স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাইলাম, এই মর্ম্মে স্বাক্ষরকারীকে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করিয়া, এক রসিদ পত্র দিবেন। যিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন, তিনি যেন ঐ রসিদপত্র ফেরত দিয়া নিজস্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র ফেরত লইয়া আসেন। তদবধি তিনি অপায়ীদল চ্যুত হই-বেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহাদের নিকট প্রতিজ্ঞাপত্র সমূহ সঞ্চিত থাকিবে, তাঁহারা যখন জানিতে পারিবেন যে, স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র ফেরত দিয়া রসিদপত্র ফেরত দেওয়া হইবে; এবং তাঁহাদিগের নাম অপায়ীদিগের তালিকার মধ্যে হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে। অপায়ীদিগের ঐ সমুদয় তালিকা দেশের এক এক মধ্যস্থ ঠিকানায় সংগৃহীত করা হইবে।

দেখা গিয়াছে যে, এই প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করাইতে, যত অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয়, তাহার অনেক অধিক উপকার হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞাপত্রের উপকার।

১। পাঁচ জনের সমক্ষে স্বাক্ষর করিলে, প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এ বিষয়টি বেশ স্মরণ থাকে। পরে পানেচ্ছার উদয় হইলে, আপনার মনকে প্রবোধ দিবার সুবিধা হয়।

২। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, পাঁচ জনে নিন্দা করিবে, কিম্বা আত্মীয় স্বজন দুঃখ করিবে, এই ভয়ে অনেকে মাদক-সেবন হইতে বিরত হয়।

৩। কেহ সেবন করিতে অনুরোধ করিলে, অধিক বাক্য-ব্যয় না করিয়া, 'আমি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছি'—এই কথা বলিয়া সহজে অনেক স্থলে অনুরোধ এড়াইতে পারা যায়; কারণ, কোন ভদ্র লোক তাঁহার বন্ধুর সাধু সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতে পারেন না।

৪। অপায়ীর সংখ্যা জানা যায়; এবং তাহা হইতেই পায়ীর সংখ্যা জানা যায়।

৫। মাদক সেবনের সহিত প্রকাশ্যে বিরোধ ঘোষণা করা হয়।

৬। সমাজের নেতাদিগের নাম এই তালিকার মধ্যে দেখিয়া, অনেকে এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারে।

৭। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে স্বাক্ষরকারী এ বিষয় অল্প বা অধিক অন্দোলন করে, তাহাতেও কতক উপকার হয়।

৮। প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাকে, অনেকে অধীনতা মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহা নয়। একটি পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করাকে বরং স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা বলাই উচিত।

৯। স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে সিকি লোকও প্রতিজ্ঞা পালন করিলে, অনেক উপকার।

১০। ইহা অনেক বার দেখা গিয়াছে যে, প্রতিজ্ঞাপত্রের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে পান ত্যাগ করিয়াছে।

১১। যদি আমাদের দেহ ও মন রাজ্যের মধ্যে সুর-দানবীকে পদার্পণ করিতে দেওয়া অনুচিত বিবেচনা হয়; তাহা হইলে, প্রতিজ্ঞাপত্র দ্বারা সীমা উত্তমরূপে চিহ্নিত করা যায়।

১২। স্বাক্ষরকারীরা দৃঢ় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐ ভিত্তি পার হইয়া এক পা বাহিরে গেলেই, পদ-স্খলন হইয়া পানমত্ততারূপ গভীর কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। যাঁহারা স্বাক্ষর করেননি, তাঁহারা চোরা বালির ধারে ধারে বেড়াইতেছেন।

১৩। আনন্দোৎসব, পারিবারিক দুর্ঘটনা, নিদারুণ যন্ত্রনা প্রভৃতি ঘটনাতে অনেকে এক আধ দিন সামান্য পানকে তত দোষাবহ বিবেচনা করেন না। তাঁহারা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, এরূপ পানে কিছু ক্ষতি নাই। এই যুক্তি অনুসারে পিচ্ছিল ভূমিতে বিচরণ করাতেও কিছু ক্ষতি নাই। ইহা জানা উচিত যে, দুই এক বার পান করিয়াই অনেকের পানাসক্তি জন্মিতে পারে; অতএব, পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়াই ভাল। আর

এক কথা এই যে, তুই এক বার পান করিলেই, মদ্যপানরূপ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইল।

১৪। অপায়ীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, যাঁহারা কেবল সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য বিরত হইয়াছেন; দ্বিতীয়, যাঁহারা পতিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের নিজেদের জন্য বিরত হওয়া একান্ত আবশ্যক; তৃতীয়, যাঁহারা পতিত হইতে পারেন, সাধারণতঃ, যুবা ব্যক্তিরাই এই শ্রেণীভুক্ত, এবং অনেক বয়স্থ ব্যক্তি, যাঁহারা সম্পূর্ণ পান-বিরতি ভিন্ন অন্য কোন পথ নিরাপদ বলিয়া স্থির করিতে পারেন না, এই শ্রেণীর অন্তভূ ত। ইহা সহজেই দেখান যাইতে পারে যে, শেষোক্ত দুই শ্রেণী প্রতিজ্ঞাপত্র দ্বারা অনেক সাহায্য পাইতে পারেন এবং তাঁহাদের পক্ষে উহা আবশ্যক। ইহাও প্রমাণ করা সহজ যে, প্রথমোক্ত শ্রেণী যখন দৃষ্টান্তের জন্যই বিরত হন, অতএব, অপর দুই শ্রেণীকে প্রকৃত পক্ষে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে, স্বাক্ষর করিবার দৃষ্টান্ত দেখান, তাঁহাদের একান্ত আবশ্যক।

প্রতিজ্ঞাপত্র-বিরোধীর মত খণ্ডন।

১ম আপত্তি। চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদি করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করা হয় না কেন?

উত্তর। যখন আবশ্যক হইবে, করা উচিত। তবে কি না সকলেই সহজে এই সকল দুষ্কর্ম্মের আদি হইতে শেষ অবস্থাকে ঘৃণা করে। ইহাদের মূলে কু-অভিপ্রায় রহিয়াছে। কিন্তু অনেকে কিছু স্ফূর্ত্তি, বা স্বাস্থ্য-লাভ, বা দুঃখনিবারণের জন্য পান আরম্ভ করিয়া অবশেষে নষ্ট হয়। অনেকে, মাতাল হইবার

মূল কারণ যে পরিমিত মদ্যপান, তাহাকে দূষনীয় বিবেচনা করেন না।

২য় আপত্তি। স্বাক্ষর করিলে, লোকে পায়ী বা মাতাল বলিয়া সন্দেহ করিবে।

উত্তর। যদি তুমি পায়ী বা মাতাল ছিলে না, এরূপ হয়, লোকনিন্দাভয় বৃথা; কিন্তু সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অপায়ীরও স্বাক্ষর করা উচিত। যদি তুমি পায়ী বা মাতাল ছিলে, এরূপ হয়, তাহা হইলে, স্বাক্ষর করাতে লোকে জানিবে যে, তোমার নৈতিক বল আছে। জন্মাবধি লোভে না পড়িয়া অপায়ী থাকা অপেক্ষা, লোভ দমন করিয়া পায়ী হইতে অপায়ী হওয়া, অধিক প্রশংসনীয়।

৩য় আপত্তি। অনেকে মাদকসেবন করিবে, মনে মনে ইহা নিশ্চয় জানিয়াও স্বাক্ষর করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিবে।

উত্তর। যদি বলেন, এই জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যক নাই; তাহা হইলে, আমি জিজ্ঞাসা করি, টাকা ফিরিয়া দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেই, টাকা ধার দেন কেন? কন্যাকে ভরণ পোষণ করিব বলিলেই, কন্যা দান করেন কেন? যাহারা কপট, মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইবে, তাহারা মনুষ্য নামের উপযুক্ত নয়; তাহাদের কোন সদ্গতি নাই; এবং তাহাদের চাতুরি হইতে সাবধান হইবার অতি অল্পই উপায় আছে।

৪র্থ আপত্তি। অনেকে বলিবেন, প্রতিজ্ঞা আবার কি? প্রতিজ্ঞা করিব কেন? ইহা এক খেয়াল বৈত নয়?

উত্তর। এ জীবনে আমাদিগকে অনেক প্রতিজ্ঞা করিতে

হয়। কোনরূপ প্রতিজ্ঞা না করিলে, কেহ আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। বিবাহকালে, মন্ত্র-গ্রহণ করিবার সময় গুরুর নিকট, এবং বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার সময়, কতকগুলি মৌখিক প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে হইলে, অনেককে অনেকবার লেখাপড়া করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, জীবনের অনেক গুরুতর বিষয়ে অজ্ঞাত ভাবে শত শত প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। পাঁচ জন কোন স্থানে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে স্বীকার না করিলে, সভার অধিবেশন হওয়া সম্ভব হয় না; মাঝী নিরাপদে নদী পার করিবার চেষ্টা করিতে রাজী হইলেই, লোকে নৌকায় আরোহণ করে; কোন ব্যক্তি ভোজন করাইবে বলিলেই, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি শূন্য-উদরে নিজের বাড়ী হইতে বাহির হয়; ইত্যাদি। যখন আমরা প্রায়ই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তখন সুরাপানরূপ পাপকে ভাল বাসিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিতে দোষ নাই। এই প্রতিজ্ঞাবলে অনেক অপায়ী ও পায়ী বাঁচিয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। প্রতিজ্ঞা করা যে এক খেয়াল, এই কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিয়া সুরার সহিত প্রকাশ্য সংগ্রাম ঘোষণা করুন।

৫ম আপত্তি। 'আমি সকল প্রকার পাপ হইতে বিরত থাকিব',—এই রূপ বিস্তৃত ভাবপূর্ণ প্রতিজ্ঞা করিলেই, আরও ভাল হয়।

উত্তর। মানুষ এত দুর্ব্বল চিত্ত যে, এরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অক্ষম; কিন্তু আমরা একটি পাপ হইতে অনায়াসে বিরত হইতে পারি।

৬ষ্ঠ আপত্তি। যখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেই, পাপে পতিত হইতে হইবে, তখন কাহারও ইচ্ছা করিয়া পতিত হইবার সম্ভাবনা মধ্যে উপনীত হওয়া উচিত নয়।

উত্তর। সুরা-পান-রূপ পাপ করিব না, ইহা যখন সকলেরই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত; তখন সেই প্রতিজ্ঞা বাক্য বা লেখনী দ্বারা পাঁচ জনের সমক্ষে প্রকাশ করা কেন অনুচিত, বুঝিতে পারি না। তবে পাপে পতিত হইতে পারি বলিয়া যে, 'পাপ করিব না,' এই প্রতিজ্ঞা করা, অসঙ্গত নয়।

অন্য প্রকার প্রতিজ্ঞা।

১। যাঁহারা সুরার দাস হইয়া পড়িয়াছেন এবং সহজে নিষ্কৃতি পাইতেছেন না, তাঁহারা কয়েক জন মিলিয়া নিম্ন-লিখিত প্রকার কোন বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কোন বন্ধুর কাছে শুনিলাম যে, কিছু দিন পূর্ব্বে নিম্ন-লিখিত ঘটনাটি এক খানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল;—ভারতবর্ষের কোন গ্রামে ২৫ জন লোক এই মর্ম্মে এক খানি কাগজে লিখিয়া সহি ও রেজিষ্টারি করিল যে, ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ মদ খায়, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহাকে মদ খাইতে দেখিবে, তাহারা প্রত্যেকে তাহাকে সেই স্থানে ২৫ বার করিয়া জুতা মারিবে। এক সময়ে তাহাদের মধ্যে কয়েক জন লোক এক জনকে কোন প্রকাশ্য স্থানে মদ্যপান করিতে দেখিয়া, প্রত্যেকে তাহাকে জুঁতা দ্বারা পঁচিশ বার প্রহার করে। সে ব্যক্তি আদালতে তাহাদের নামে নালিশ করাতে, তাহারা বিচারককে পূর্ব্বোক্ত লেখাপড়া দেখায়। বিচারক তাহা-

দিগকে কোন শাস্তি না দিয়া, এই আদেশ করেন যে, ঐ ২৫ জন ব্যক্তি একত্র মিলিয়া ঐ লেখাপড়া না-মঞ্জুর না করিলে, তাহা- দিগকে ঐ বন্ধন অনুসারে আমরণ কার্য্য করিতে বাধ্য করা হইবে।

২। যাঁহারা একেবারে আমরণ এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে সাহস করেন না, তাঁহারা প্রথমতঃ, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পান হইতে বিরত হইব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন, এবং তত দিনের জন্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলে, ও উপকার লাভ করিলে,আরও দীর্ঘ কালের জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে, এবং সেবারে কৃতকার্য্য হইলে, আমরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারেন।

৩। কোন কোন ব্যক্তি দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, আপনাকে আপনি প্রতিজ্ঞাপত্রের লিখিত মত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন; যথা—কেহ বা হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারেন, কেহ বা প্রচুর অর্থ দান করিতে পারেন, কেহ বা কিছু কালের জন্য কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়া অনু- তাপাদি করিতে পারেন, কেহ বা সমবেত আত্মীয় বন্ধুগণের সমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে পারেন, ইত্যাদি। ইহার পর,তিনি দৃঢ়তর শাস্তির উল্লেখ করিয়া,পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন।

সুরাপান ও সুরা-ব্যবসায় সম্বন্ধে এ দেশের আইন।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনে (Indian Penal Cade, Act XLV of 1860) পান-মত্ততা সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি ধারা লিখিত আছে ;—

৮৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিবার সময়ে সেই কার্য্যের প্রকৃতি, কিম্বা সে যাহা করিতেছে, তাহা যে অসৎ বা আইন-বিরুদ্ধ, ইহা নেশা-হেতু জানিতে অক্ষম হইলে, তাহা অপরাধ নহে। কিন্তু এ স্থলে ইহা আবশ্যক যে, যে দ্রব্য তাহার নেশা উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে, কিম্বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেবন করান হইয়াছিল।

৮৬ ধারা। যে যে স্থলে কোন কৃত কার্য্য বিশেষ জ্ঞান বা অভিপ্রায় দ্বারা কৃত না হইলে, অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় না, সেই সেই স্থলে কোন ব্যক্তি নেশার অবস্থায় সেই কার্য্য করিলে, তাহার প্রতি এরূপ বিচার করা হইবে যেন, যদি তাহার নেশা না হইত, তাহা হইলে, তাহার যেরূপ জ্ঞান থাকিত, তাহার সেরূপ জ্ঞান ছিল। কিন্তু যদি এমন হয় যে, সেই দ্রব্য, যাহা তাহাকে মত্ত করিয়াছিল, তাহা তাহার অজ্ঞাতসারে কিম্বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেবন করান হইয়াছিল, তাহা হইলে, সেই কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

৯০ ধারা। কোন ব্যক্তি নেশার জন্য কোন বিষয়ের প্রকৃতি এবং ফলাফল বুঝিতে অসমর্থ হইয়া যদি তাহাতে রাজী হয়, তাহা হইলে, সেই রাজী হওয়া এই আইনের কোন ধারাতে ব্যক্ত হইতেছে, এমত রাজী হওয়া বলা যায় না।

৯৮ ধারা। কোন কার্য্য, যাহা অন্যত্র নিশ্চয়ই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, ঐ কার্য্যকারীর নেশার জন্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না বটে ; কিন্তু সকলেরই সেই কার্য্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সেরূপ ক্ষমতা আছে, যেরূপ ক্ষমতা তাহার থাকিত, যদি সেই কার্য্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত।

৪৬৪ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অসৎ ভাবে কিম্বা কু-অভিসন্ধিতে এমন কোন ব্যক্তি দ্বারা কোন দলিল সহি, শীলমোহর, প্রস্তুত, বা বদল করাইয়া লয়, যে ব্যক্তি নেশার জন্য ঐ দলিলে কি কি লেখা আছে, তাহা জানিতে পারে না, কিম্বা কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা বুঝিতে পারে না, তাহা হইলে, বলা হয় যে, সে ব্যক্তি মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করিয়াছে।

৫১০ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি নেশার অবস্থায় সাধারণের গমনাগমনের কোন স্থানে উপস্থিত হয়, কিম্বা এমন কোন স্থানে উপস্থিত হয়, যে স্থানে প্রবেশ করিলে, তাহার অনধিকার প্রবেশের অপরাধ হয়, এবং তথায় এরূপ ভাবে কার্য্য করে, যাহাতে কোন ব্যক্তির বিরক্তি জন্মায়, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অনধিক কাল বিনা পরিশ্রমের সহিত কারাবাস, কিম্বা দশ টাকার অনধিক অর্থ জরিমানা, অথবা উভয় বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

বঙ্গ দেশের যে যে স্থলে ১৮৬১ সালের সুপ্রিম গভর্ণমেণ্টের

৫ আইন জারি আছে, সেই সেই আইনের ৩৪ ধারা অনুসারে ৫০৲ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড করা হয়, কিম্বা আট দিনের অনধিক কাল কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সাধারণের গোচরার্থ বেঙ্গল এক্‌সাইজ এক্টের কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। কেহ যেন এই নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য না করেন; এবং কাহাকেও করিতে দেখিলে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য স্থানীয় পুলিসে সংবাদ দেন। আবকারী-নিয়ম-ভঙ্গকারীদিগকে ধরাইয়া দিতে পারিলে, আইন ভঙ্গের জন্য জরিমানার টাকা, এতদ্ভিন্ন, বোর্ডের ইচ্ছানুসারে ২০০৲ টাকার অনধিক পুরস্কার পাওয়া যায়।

লাইসেন্স ভিন্ন যে কেহ কোন প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিবে, তাহার প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

—৫৩ ধারা, ১৮৭৮ সালের ৭ আইন।

যে কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য-বিক্রেতা, তাহার দোকানে মাতলামী, গোলমাল বা জুয়া খেলিতে দিবে, কিম্বা মাদক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কোন বস্ত্র, গহনা প্রভৃতি দ্রব্য গ্রহণ করিবে, তাহার প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।—৬৭ ধারা, ১৮৭৮ সালের ৭ আইন।

মাদক দ্রব্য বিক্রেতা সৈন্য কিম্বা বার বৎসরের অল্প বয়স্ক লোককে দেশী মদ বিক্রয় করিতে পারিবে না; কিম্বা নামজাদা বদমায়েশদিগকে মাদকের দোকানে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবে না।

শুঁড়ীর দোকানের সংখ্যা কমাইবার জন্য যেন মিউনিসি-

প্যালিটি সমূহ নিম্ন-লিখিত ধারা অনুসারে লাইসেন্স দিবার অধিকার পাইবার চেষ্টা করেন। বঙ্গ দেশের অনেক মিউনিসিপলিটি এই ভার লইবার উপযুক্ত না হইতে পারে; কিন্তু এই দায়ীত্ব বহন করিতে সক্ষম মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহ এই ভার নিজেদের স্কন্ধে লইয়া মদ্যবিক্রয়ে বাধা দিন; এবং 'পানমত্ততা বৃদ্ধি করিতেছেন' এই অখ্যাতি হইতে গভর্ণমেণ্টকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করুন।

স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যে কোন মিউনিসিপ্যালিটিকে লাইসেন্স দিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

—৮৪ ধারার মর্ম্ম, ১৮৭৮ সালের ৭ আইন।

আবকারী বিভাগে নিম্ন-লিখিত উপায়ে রাজস্ব আদায় হয়;—(১) পাইকারী লাইসেন্স ফি; (২) খুচরা লাইসেন্স ফি; (৩) যত মাদকদ্রব্য বিক্রয় হইল, তাহার উপর টেক্স; (৪) যে সকল দ্রব্য হইতে দেশী মদ প্রস্তুত হয়, তাহার উপর টেক্স; সদরভাটিতে প্রত্যেক ভাটির উপর টেক্স; (৬) খোলাভাটির লাইসেন্স।

আবকারী বিভাগ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে মহৎ উদ্দেশ্য বার বার স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লেখা গেল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্য পালন করিবার জন্য প্রজাদিগের মতানুসারে একেবারে বিক্রয় বন্ধ না করিয়া, কর আদায় করাকে পানদোষ কমাইবার এক মাত্র উপায় স্থির করিয়া অতিশয় ভ্রমে পড়িয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট বলেন,—একেবারে বন্ধ করিলে, পাপী প্রজারা লুকাইয়া মদ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবে। এ কথায় অতি অল্পই সার আছে। যদি গভর্ণমেণ্ট আবকারীর কোটি

কোটি টাকা আয়ের মধ্য হইতে কিছু টাকার মায়া ছাড়িয়া, সেই টাকায় অধিক গোয়েন্দা নিযুক্ত রাখেন, তাহা হইলে, পল্লী-গ্রামের মধ্যে অতি অল্প চেষ্টাতেই গুপ্ত চোয়ান ধরা পড়ে। গুপ্ত চোয়ানের ভয়ে মদ বিক্রয় করিতে দেওয়াও যেমন, আর চুরির ভয়ে চোরগুলিকে কিছু কিছু টাকা দেওয়াও তেমনি। আর এক কথা এই যে, কলিকাতার মধ্যে ২০।৩০ খান বাড়ীর পর পর মদ বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দিতেছ, হে খৃষ্টান গভর্ণমেণ্ট! ইহাও কি গুপ্ত চোয়ানর ভয়ে? যদি তাহা বল, তবে তোমাকে মুক্তকণ্ঠে 'মিথ্যাবাদী' বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইব না। কলিকাতার মধ্যে যে গুপ্তভাবে অধিক পরিমাণে মদ চোয়ান হইতে পারে, ইহা ক্রমান্বয়ে শত শত কলিকাতাবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেও স্বীকার করিবে না। হা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট! তোমায় শত ধিক্! তুমি প্রভু যীশু খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অধিকাংশ কলিকাতাবাসীর ও অন্যান্য প্রধান নগরবাসীদিগের অমতে অর্থের লোভে নিদ্রিত বকরাদার হইয়া, পাড়ায় পাড়ায় মদ বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়া, সহস্র সহস্র লোকের এবং শত শত বংশ ও পরিবারের সর্ব্ব-নাশ করিতেছ! ইংরাজ রাজ! মিনতি করি, এই ঘৃণিত ব্যবসায় বন্ধ কর।

গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সুরা-ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা অপেক্ষা, আবকারী আয় ত্যাগ করা উচিত।

—১৮৭৪ সালে লর্ড নর্থ ব্রুকের সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন।

মাদকদ্রব্যের উপর কর বসাইয়া পানদোষ কমাইবার উদ্দেশে

গভর্ণমেণ্ট আবকারী মহল স্থাপন করিয়াছেন। —২য় ধারা, রেভিনিউ বোর্ডের নিয়মাবলী, ১৮৭৭ সাল।

পানদোষ বাড়িতে সাধ্যমত না দেওয়া যে, গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা যেন আবকারী আয়ের লোভে গভর্ণমেণ্ট ভুলিয়া না যান। —১৮৮৩।৪ সালে বঙ্গের ছোট বাহাদুরের মন্তব্য।

মোট মদের খরচ নিয়মিত করা, এবং সম্ভবতঃ, সংশোধন ও হ্রাস করা, গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, আবকারী নিয়ম এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য সুচারু রূপে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, যে পরিমাণে রাজস্ব নষ্ট হইবে, প্রজাদিগের মধ্যে নৈতিক ভাব এবং পরিশ্রম করিবার অভ্যাস বৃদ্ধি হওয়াতে, এই ক্ষতি শত গুণে পূর্ণ হইবে। মত্ততা রূপ পাপ, যাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা হ্রাস করিবার জন্য যদি সুরা হইতে রাজস্ব ত্যাগ করিবার আবশ্যক হয়, গভর্ণমেণ্ট আগ্রহের সহিত তাহা করিতে প্রস্তুত। যাহা হউক, মদ্যপান হ্রাস হওয়া অসম্ভব; অতএব, ইহাকে বাধা দেওয়াই গভর্ণমেণ্টে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। —লর্ড রিএ, মাদ্রাজের গভর্ণর।

আমাদের গভর্ণমেণ্ট অনেক সময় কথায় এক রূপ, কাজে অন্য রূপ; বিশেষ, আবকারী সম্বন্ধে এই ভয়ানক দোষ স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হয়। কে না জানেন যে, কতকগুলি টাকার লোভে বঙ্গবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া, খোলাভাটি প্রথা প্রচলিত হইয়াছে? কে না জানেন যে, রেভিনিউ বোর্ড আবকারী কর্ম্মচারীদিগকে গুপ্ত ভাবে কলে কৌশলে সুরা-ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে উপদেশ দিতেছেন? কে না জানেন যে, কর্ম্মচারিগণ উৎকোচ প্রভৃতির লোভে ব্যবসায় সম্বন্ধে শুঁড়ীদিগকে সাহায্য করিতে-

ছেন? কিন্তু দোষারোপ করিলেই, খৃষ্টান গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি মিষ্ট কথায় ও চাতুরীপূর্ণ যুক্তি দ্বারা মুখবন্ধ করিতেছেন।

১৮৮৬ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে British and Colonial Temperance Congressএর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে তাঁহারা বলেন যে, "ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রজাদিগের মধ্যে পান-মত্ততা ভয়ানক রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। আবকারী আয়ের জন্য মদের দোকান বৃদ্ধি করাই, ইহার প্রধান কারণ।" তাঁহাদের প্রার্থনায় এবং ষ্টেট্ সেক্রেটেরীর আদেশানুসারে ১৮৮৭ সালের ২৫এ জুনে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এক উত্তর (Despatch) পাঠান। তাহাতে লিখিত আছে যে, 'ভারতবর্ষের প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ বৎসরে গড়ে দেড় বোতল তীব্র মদ খায়। বিলাতবাসীদিগের এরূপ অবস্থা হইলে পরিমিতাচারিতার পরাকাষ্ঠা হইত।' ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে, অধিকাংশ ভারতবাসী সুরাপান করে না। কিন্তু এ স্থানের পায়ী ও মাতালদিগের অবস্থা যে বিলাতের পায়ী ও মাতালদিগের অবস্থার সহিত সমান, কিম্বা তদপেক্ষা মন্দ, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে। যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট যতই কেন চক্ষে ধূলি দিয়া দেখান না যে, মদ্যপান বৃদ্ধি হইতেছে না, এবং মদের দোকান কমান যাইতেছে; তথাপি, বহু-সংখ্যক উপযুক্ত লোকের প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, বৃটিশ শাসনে মদ্যপান রূপ পিশাচ অসংখ্য প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেছে। স্থানাভাব বশতঃ কেবল মাত্র কতকগুলি মত নিম্নে লিখিতেছি;—

ভারত গভর্ণমেণ্ট এমন এক ব্যবসায় চালাইবার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, যাহা দ্বারা মদ্যপান ও পান-মত্ততা রূপ ভয়ানক ক্ষতি দেশ মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে।

—পাদরি টমাস ইভান্স।

বৃটিশ জাতি ভারতবর্ষকে অপ্রমত্ত দেখিয়াছিল; কিন্তু রাজস্ব আদায়ের জন্য পান-মত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

—আর্চডিকন ফ্যারার।

যদি কাল ইংরাজেরা ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হন, তাহা হইলে, তাঁহারা যে এখানে কখন বাস করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান চিহ্ন স্বরূপ কতকগুলি মাতাল রাখিয়া যাইবেন।

—বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব আর্চডিকন জ্যাক্রেজ।

ইংরাজ শাসনাধীনে পান-মত্ততা অসামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। —সার জন শোর, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট।

পার্লামেণ্ট এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স বর্ত্তমান থাকাতেও সুরা দানবীই যেন ভারতবর্ষকে জয় করিয়া তাহার রাজত্ব রক্ষা করিতেছে, ও দাস-ব্যবসায় চালাইতেছে।

—সিন্ধু প্রদেশের গভর্ণর সার চার্লস নেপিয়ার, ২৯এ জুলাই ১৮৪৬।

এই দেশে বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভ হইতে পানমত্ততা রূপ পাপ ভয়ানক রূপে বিস্তৃত হইতেছে। —রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর।

ইংরাজ রাজত্ব কালে পান-মত্ততা ভারতবর্ষে মড়কের ন্যায় দ্রুত বেগে বিস্তৃত হইতেছে। —"Friend of India."

হে গবর্ণমেণ্ট! দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, করভার-গ্রস্ত ভারত হইতে সুরাস্রোত দূর কর। —"সময়," ১০ই ভাদ্র ১২৯৪।

আজ ইংরাজ-নীতির কল্যাণে ভারত নেশার সাগরে ডুবি-

য়াছে! এই রূপ আর যদি দিন কতক থাকে, তাহা হইলে, এ নেশার সাগরে ডুবিতে ডুবিতে ভারতকে শেষে যে ভারত সাগরে মিশিতে হইবে, তাঁহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

—"বঙ্গবাসী," ২৬এ আষাঢ় ১২৯৪।

রাজা সহায় হইয়া (সুরা) গরল-ভাণ্ড ভারতবাসীদিগের হাতে তুলিয়া দিতেছেন। —"সঞ্জীবনী" ৪ ভাদ্র ১২৯৪।

আমি দেখিয়াছি যে, গভর্ণমেণ্ট যেরূপ আবকারী প্রথা অনুসারে কার্য্য করেন, তাহা দ্বারা পান-মত্ততা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। —স্যামুয়েল স্মীথ, পার্লামেণ্টের জনৈক সভ্য।

আমি দেখিয়াছি যে, গভর্ণমেণ্ট শুঁড়ীর মত হইয়া, ভারতবর্ষীয় জাতিদিগকে তীব্রমদ প্রদান করিতেছেন; এবং এ বিষয়ে সাধ্যমত উৎসাহ ও সাহায্য করিতেছেন।

— ডবলু, এস্, কেন, পার্লামেণ্টের জনৈক সভ্য।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আবকারী প্রথা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

—বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, M. A., এক্সাইজ কমিশনের জনৈক সভ্য।

সুরাপানের বিরুদ্ধে মত।

শত শত বা সহস্র সহস্র বীর, সাধু, পণ্ডিত, সমাজ-সংস্কারক, শাস্ত্র-প্রণেতা, রাজনীতিজ্ঞ, শাসন-কর্ত্তা, চিকিৎসক, প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের লোক সুরাপানকে নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অতি অল্প-সংখ্যক লোকেরই মত এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইল;—

মদ্যমপেয়মদেয়মনিগ্রাহ্যম্। ——বেদ।

অর্থ। সুরা পান করিবে না; দান করিবে না, এবং দান গ্রহণ করিবে না।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক।

অর্থ। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্বর্ণ-চুরি, গুরু-পত্নী-গমন এবং এতদনুষ্ঠাতাদিগের সহিত এক বৎসর সংসর্গ, এ গুলিকে মহাপাতক কহে।

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাৎ ততঃ॥
গোমূত্রমগ্নিবর্ণম্বা পিবেদুদকমেব বা।
পয়ো ঘৃতং বা মরণাৎ গোশকৃদ্রসমেব বা॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯১,৯২ শ্লোক।

অর্থ। দ্বিজ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য মোহ-প্রযুক্ত সুরা পান করিলে, তাহার অগ্নিবর্ণ, অর্থাৎ জ্বলন্ত সুরা পান করা উচিত। এরূপ করিয়া সশরীরে দগ্ধ হইলে, পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে; অথবা, অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, গব্য ঘৃত, কিম্বা গোময়-জল, যত ক্ষণ না মৃত্যু হয়, তত ক্ষণ পান করিবে।

সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯৪ শ্লোক।

অর্থ। সুরা অন্নের মল, পাপকেও মল বলা যায়; এই হেতু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কদাচ সুরা পান করিবে না।

যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানা মশ্নতা হবিঃ॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯৬ শ্লোক।

অর্থ। মদ্য, মাংস, সুরা এবং আসব; যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচের খাদ্য। এই হেতু, দেবতার হবির্ভোজী ব্রাহ্মণের ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত নয়।

অমেধ্যে বা পতেন্মত্তো বৈদিকং বাপ্যুদাহরেৎ।
অকার্য্যমন্যৎ কুর্য্যাদ্বা ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ॥

—মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ৯৭ শ্লোক।

অর্থ। ব্রাহ্মণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া অশুচি স্থানে পড়িতে পারে, বেদবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ব্রহ্মহত্যাদি অন্য কোন অকার্য্য করিতে পারে; (অতএব, ব্রাহ্মণের মদ্য পান করা উচিত নহে)।

যস্য কায়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাব্যতে সকৃৎ।
তস্য ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ সগচ্ছতি॥

মনুসংহিতা, ১১ শ অধ্যায়, ৯৮ শ্লোক।

অর্থ। যে ব্রাহ্মণের দেহগত বেদ মদ্যে এক বারও সংস্পৃষ্ট হয়, তাঁহার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হয়, তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজঃ।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান্॥
অসম্ভোজ্যা হ্যসংযোজ্যা অসংপাঠ্যা বিবাহিনঃ।
চরেয়ুঃ পৃথিবীং দীনাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥
জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্॥

—মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়, ২৩৭, ২৩৮,২৩৯ শ্লোক।

অর্থ। (যাঁহারা কথিতমত প্রায়শ্চিত্ত না করিবেন, রাজা তাঁহাদিগকে নিম্ন লিখিত প্রকারে দণ্ড দিবেন।) গুরুপত্নি-গমনে (তপ্ত-লৌহ দ্বারা ললাটে) যোনিচিহ্ন দেওয়া হইবে, সুরাপানে সুরাপাত্রের চিহ্ন দেওয়া হইবে, সুবর্ণাপহারে কুক্কুর-পাদচিহ্ন দেওয়া হইবে, এবং ব্রহ্মহন্তার ললাটে এক কবন্ধ পুরুষের চিহ্ন দেওয়া হইবে। উহাদের সহিত ভোজন ও যাজন ক্রিয়া করিবে না, উহাদিগকে অধ্যয়ন করাইবে না, উহাদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিবে না। উহারা সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া দীন ভাবে পৃথিবী পর্য্যটন করিবে। জ্ঞাতি বর্গও মাতুলাদি এই সকল কৃতচিহ্ন ব্যক্তিদিগকে ত্যাগ করিবে,দয়া করিবে না, এবং নমস্কার করিবে না; ইহাই মনুর অনুশাসন।

অজ্ঞানাদ্বারুণীং পীত্বা পাশ মূত্র পুরীষয়োঃ।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥ —যমঃ।

অর্থ। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের লোক যদি না জানিয়া সুরাপান করে, তাহা হইলে, মূত্র ও বিষ্ঠা খাইয়া পুনঃ-সংস্কার লাভ করিবে।

তস্মান্নপেয়ং বিপ্রেণ সুরাং মদ্যং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণ্যাপি নপেয়া বৈ সুরা পাপভয়াবহা॥

—ভবিষ্য পুরাণ।

অর্থ। অতএব, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সুরা মদ্য কখনই পান করা উচিত নয়; কারণ, সুরা পাপ ও ভয়ের আধার।

মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।

—কালিকা পুরাণ।

অর্থ। যে ব্রাহ্মণ মদ্য দান করে, সে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম হইতে চ্যূত হয়।

বানকামোব্রাহ্মণোহি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।

—ভৈরবতন্ত্র।

অর্থ। ঔৎকর্ষলাভেচ্ছু ব্রাহ্মণ মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করিবে না।

কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকো ভারতবাসিনঃ।
গৃহে গৃহে সুরাং পীত্বা বর্ণভ্রষ্টা ভবন্তি হি॥

—উৎপত্তি তন্ত্র, ৬৪ পটল।

অর্থ। কলি কালে ভারতবর্ষে ভারতবাসীরা গৃহে গৃহে সুরা পান করিয়া বর্ণভ্রষ্ট হয়।

কামাৎ পীত্বা সুরাং বিপ্রো মরণান্তিক মাচরেৎ।

—শ্রীমৎস সূক্ত মহাতন্ত্র, চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রে ৩৬ পটল।

অর্থ। ব্রাহ্মণ লোভবশতঃ সুরাপান করিলে, প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্য উষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরাম্ আস্যে মৃতঃ শুধ্যেত।

—গোতম।

অর্থ। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ সুরা সিঞ্চন করিবে, এই রূপে মৃত হইলে, সে শুদ্ধ হইবে।

অগম্যাগমনং কৃত্বা মদ্যগোমাংসভক্ষণং।
শুদ্ধ্যেচ্চান্দ্রায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজাপত্যেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ সান্তপনাচ্ছূদ্রঃ পঞ্চাহোভির্ব্বিশুদ্ধতি॥

—গরুড় পুরাণ, ২২ অধ্যায়।

অর্থ। বিপ্র অগম্যাগমন কিম্বা মদ্য বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে, চান্দ্রয়ণ ব্রত আচরণ করিয়া শুদ্ধ হয়। ঐ রূপ পাপ করিলে, ক্ষত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, বৈশ্য সান্তপন ব্রত অবলম্বন করিয়া, এবং শূদ্র পঞ্চাহ ব্রত অবলম্বন করিয়া, শুদ্ধি লাভ করে।

অদ্রেয়ঞ্চাপ্যপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ।
দ্বিজাতীনামনালোচ্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতং॥
তস্মাৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
পীত্বা পততি কর্ম্মভ্যস্ত্বসম্ভাষ্যো দ্বিজোত্তমঃ॥

—শ্রীকূর্ম্ম পুরাণ, উপবিভাগ, ১৬ অধ্যায়।

অর্থ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পক্ষে মদ্য সর্ব্বদাই অদ্রেয়, অপেয়, অস্পৃশ্য কিম্বা অনালোচ্য, ইহাই স্থির কথা; এ

জন্য, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে মদ্য বর্জ্জন করা উচিত। ব্রাহ্মণ মদ্য-পান করিলে, কর্ম্ম হইতে পতিত হয়, এবং সম্ভাষণের অনুপযুক্ত হয়।

যা ব্রাহ্মণী সুরাপী স্যান্ন তাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তি।
—ইতি শ্রুতিঃ ॥

পতত্যর্দ্ধশরীরেণ ভার্য্যাং যস্য সুরাং পিবেৎ।
পতিতার্দ্ধ শরীরস্য নিষ্কৃতির্নোপপদ্যতে ॥

অর্থ। ব্রাহ্মণী সুরাপান করিলে, দেবতারা তাঁহাকে পতি-লোকে লইয়া যান না। যাহার স্ত্রী সুরাপান করে, তাহার অর্দ্ধ শরীর পতিত হয়, এবং অর্দ্ধ শরীর পতিত হইলে, সেই ব্যক্তি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

সুরাপানে বিকলতা স্খলনং বচনে গতৌ।
লজ্জামানচ্যুতিঃ প্রেমাধিক্যং রক্তাক্ষতা ভ্রমঃ ॥
—কবিকল্পলতা, ১ম স্তবক, ৩ কুসুম।

অর্থ। সুরাপান করিলে, বাক্যে এবং গতিতে বিকলতা ও স্খলন উপস্থিত হয়; মান্যলাভেচ্ছা ও লজ্জাশীলতা দূরে যায়; ভ্রম জন্মায়; এবং প্রেমের আধিক্য ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়।

চতুর্ব্বর্ণৈরপেয়া স্যাৎ সুরা স্ত্রীভিশ্চ নারদ।—বায়ুপুরাণ।

অর্থ। হে নারদ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং স্ত্রীলোক, ইহাঁদের সুরাপান করা উচিত নহে।

সুরাপানে ব্রাহ্মণো রূপ্যতাম্রসীসকান্যতমং
অগ্নিকল্পং পীত্বা শরীরত্যাগাৎ পূয়তে। —দেবল।

অর্থ। ব্রাহ্মণ মদ্য পান করিলে, শুদ্ধ হইবার জন্য রৌপ্য, তাম্র বা সীসা দ্রব করিয়া পান করিয়া, প্রাণত্যাগ করা উচিত।

সুরাপানে কামকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষেপেৎ।
মুখে তয়া বিনির্দগ্ধে মৃতঃ শুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ ॥—বৃহস্পতি।

অর্থ। কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপান করিলে, তাহার মুখের ভিতর জ্বলন্ত সুরা ঢালিয়া দেওয়া উচিত। তাহার এই রূপে মৃত্যু হইলে সে শুদ্ধ হয়।

সুরাপশ্চার্দ্রবাসসা চাগ্নি বর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
—অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, এবং পৈঠিনসি।

অর্থ। সুরাপায়ী আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অগ্নিসম সুরা পান করিবে।

সুরাম্বুঘৃতগোমূত্রপয়সামগ্নিসান্নভম্।
সুরাপোঽন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ —যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থ। সুরাপায়ী, সুরা, জল, ঘৃত, গোমূত্র বা দুগ্ধ অগ্নিতুল্য উষ্ণ করিয়া, পান করিয়া মরিলে পর, শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

যো ব্রাহ্মণোঽদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিন্
মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মো ব্রহ্মহাচৈব স স্যাৎ
অস্মিন্ লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ ॥

—শুক্রাচার্য্যের শাপ, মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৯ অধ্যায়।

অর্থ। অদ্য হইতে পৃথিবীতে যে কোন মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ, কোন দিন সুরাপান করিবে, তাহাকে ধর্ম্মচ্যুত ও ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। সে ইহলোকে ও পরলোকে ঘৃণিত হইবে।

বিষস্য যে গুণা দৃষ্টাঃ সন্নিপাত-প্রকোপনাঃ।
তএব মদ্যে দৃশ্যন্তে বিষেতুবলবত্তরাঃ ॥ —চরক।

অর্থ। বিষে সন্নিপাত-প্রকোপনকারী যে সকল গুণ দেখা যায় ; মদ্যরূপ বিষে সে সকল অধিকতর পরিমাণে দেখা যায়।

ওজঃ নামক শারীর ধাতু জীবনী শক্তির সাক্ষাৎ আধার। সেই ধাতুর দশটি গুণ আছে। আর মদ্য-পদার্থে ঐ দশ গুণের বিপরীত দশটি গুণ আছে ; সুতরাং, মদ্যপানদ্বারা জীবনী-শক্তির সর্ব্বতোভাবে, অন্ততঃ, আংশিক রূপে অনিষ্ট হইবেই হইবে। —চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১২ অধ্যায়।

মদ্য সেবনে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ এবং মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহাতেই উন্মাদ, মদ, মূর্চ্ছাদি, অপস্মার ও অপতানক প্রভৃতির মধ্যে অন্যতম উপস্থিত হওয়াতে, স্মৃতি বিভ্রংশ ও তাবৎ নিকৃষ্ট লক্ষণ জন্মায়। এই হেতু, মদ্যদোষজ্ঞ ব্যক্তিরা মদ্যকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। —চরক, চিকিৎসিত স্থান, ১২ অধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতা চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি মহর্ষিগণ মদ্যকে শরীর ও মনের ঘোরতর অহিতকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় দূত ইজ্‌রাএলদিগের উদ্ধারকারী জগদ্বিখ্যাত বীর স্যামশনের মাতাকে মদ খাইতে ও শিশু স্যামশনকে মদ খাওয়াইতে বারণ করিয়াছিলেন। —বাইবেল।

মদ বিদ্রূপকারী, এবং তীব্র পানীয় উন্মত্ত করে। যে ব্যক্তি ইহাদের দ্বারা মুগ্ধ হয়, সে মূর্খ। —সলমনের প্রবাদ বাক্য।

তুমি মদ্যপান বা স্পর্শ করিও না।—বৌদ্ধ ধর্ম্মের পঞ্চম আজ্ঞা।

সুরাপান ভাল নয়। —মহাত্মা পল।

সুরা পাপের জননী।—মুসলমানদিগের আদি গুরু মহম্মদ।

যদি আমাদের মধ্যে সুরা বিক্রয় না হইত, তাহা হইলে,

আমাদের জাতির মধ্যে দরিদ্রতা, দুষ্কর্ম্ম ও যন্ত্রণা নিশ্চয়ই অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত। —বৃটিশ প্রজাদিগেরনেতা বিখ্যাত জন্ ব্রাইট্।

ভারত গভর্ণমেণ্টের আবকারী আয় যে দিন দিন অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রজাগণ পাপ ও অবনতির গভীর পঙ্কে ক্রমশঃ ডুবিতেছে।

—ভারত-হিতৈষী কর্ণেল হেন্‌রি এস. অল্‌কট্।

মদ্যপান সকল প্রকার মড়কের অপেক্ষাও অধিক অপকারী।

—বিলাতের সর্ব্ব প্রধান শুঁড়ী সার্ চার্লস বক্সটন।

মাদক দ্রব্য হইতে বিরত থাকিও।

—মৈত্রী ও বৃহদারণ্যেয় উপনিষদ্, এবং ভগবদ্গীতা।

শতমুখী সুরারাক্ষসী মনুষ্যদিগের এত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে যে, তাহা অকাল, মড়ক ও যুদ্ধ দ্বারা যে সমুদয় অনিষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদয় অপেক্ষাও অধিক; কারণ, শেষোক্ত অনিষ্ট চিরস্থায়ী নহে। —বিলাতের মহামতি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন।

সুরাপান আমাদিগের উন্নতির পথে এক প্রধান অন্তরায়।

—ভারতবর্ষের পরম হিতৈষী মহাত্মা জন্ ব্রাইট্।

মত্ততা বলবানকে দুর্ব্বল করে এবং জ্ঞানীকে নির্ব্বোধ করে।

—লর্ড বেকন।

আমাদের শারীরিক নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যে এত হীন, সুরাপানই তাহার প্রধান কারণ। * * * মাতালের সুখ, পশুর সুখ; ইহা নীতি ও ধর্ম্মের মৃত্যু আনয়ন করে।

—মহামতি কেশবচন্দ্র সেন।

বৃটিশসেনাদিগের মধ্যে মত্ততাই সকল প্রকার পাপ কার্য্যের মূল। —ডিউক অব্ ওয়েলিংটন।

মদ্যপানদ্বারা উৎপন্ন রোগ ও মদ্যপান-প্রবৃত্তি বংশ-পরম্পরা সংক্রামিত হয়। ——বিজ্ঞানবিদ্ চার্লস্ ডারুইন।

মদ্যপান উঠিয়া গেলে, শতকরা ৯০টি জেলের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। —ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান বিচারপতি।

ভারতবর্ষ যত প্রকার সামাজিক পাপে কলুষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে, সুরাপান দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা নীচতা ও বিপদ ঘটিয়াছে।

—বিখ্যাত পাদরি টমাস ইভান্স।

ভারত সৈন্যদিগের মধ্যে পায়ীদিগের দুষ্কর্ম্ম, অপায়ীদিগের দুষ্কর্ম্ম অপেক্ষা ৪০ গুণ অধিক।

—His Excellency Lord Napier of Magdalla, Field Marshal, ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ।

সুরা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক পরিপাকের ব্যাঘাত করে।

—সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, M. D.

যখন সয়তান নিজে যাইতে পারে না, তখন সে মদকে প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠাইয়া দেয়। —তালমুদ নামক গ্রন্থ।

মদ্যপান ক্রমশঃ প্রজাদিগের রীতি ও নীতি দূষিত করিতেছে।—ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টের বিক্রমপুর গ্রামের ৪৯৩ জন বাসিন্দা।

হে স্বাধীন প্রজা! তুমি কোন মনুষ্যের অধীন নয় বলিয়া স্বাধীনতার যে গর্ব্ব কর; কিন্তু তুমিই ঘৃণিত মদের বোতলের ক্রীত দাস। —টমাস্ কার্লাইল্।

কোন্ কোন্ ঔষধে কি কি গুণ, এ বিষয়ে যত ডাক্তার (Metera Medica) লিখিয়াছেন, সকলেরই মতে সুরাসার যত প্রকার মারাত্মক উদ্ভিজ্জ বিষ আছে, তন্মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজস্কর ও ভয়ানক। —ডাক্তর সি., এ., লি।

যত পাপ-কার্য্য ঘটে, তাহার বার আনা ভাগ শুঁড়ীর দোকান হইতে উৎপন্ন হয়। —জজ ওয়াটম্যান।

সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে নিত্য মদ্যপান ক্ষতিকর। —ডাঃ পেরেরা।

সুস্থ ব্যক্তিরা মদ্যপান না করিলে, ভাল থাকে।

—ডাক্তার রিঙ্গার।

সুরাপান হইতে পরস্পর যে সৌহৃদ্য জন্মে, তাহাতে বিন্দু মাত্র প্রেম থাকে না। —গ্রন্থকর্ত্তা থ্যাকারে।

কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য-পান করিবার জন্য আনন্দ ও উল্লাস সহকারে উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া সুরাপাত্র হস্তে ধারণ করা অপেক্ষা, শিক্ষিত ও মান্য লোকদিগের পক্ষে, হীনতর কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। —ডবলু চেম্বার্স।

মদের দোকানগুলি শূকরের বাসস্থানের সমান।

—বিখ্যাত কবি উইলিয়ম কাউপার।

তীব্র মদ্যপান এত দূর আলস্য, দুষ্কর্ম্ম, রোগ, অভাব এবং দুঃখ উৎপন্ন করে যে, অন্য সকল কারণ একত্রিত হইয়াও সেরূপ করিতে পারে না।

—"টাইমস্" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র; ১৯এ জানু, ১৮৬৩।

মদের দোকান গুলি ইংলণ্ডের ভয়ানক অপকার করিতেছে।

—সার্ ওয়াল্টার্ স্কট্।

মত্ততারূপ পাপের ফল এত প্রকার ও এত ভয়ানক যে, তাহার স্থূল বিবরণের তালিকা করাও ক্লেশসাধ্য।

—মত্ততা বিষয়ে পার্লামেণ্টের ১৮৩৪ সালের রিপোর্ট।

মদ্যপান করিয়া মনুষ্য স্বাস্থ্য ও নীতি নষ্ট করে।

—"টেলিমেকস" প্রণেতা আর্ক বিশপ ফেনেলন।

যদি কেহ অপরের বিশ্বাস, স্বাস্থ্য, জীবন কিম্বা পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহার মদ্যপায়ী হওয়া অনুচিত।

—জন বেনিয়ান, Author of "Pilgrim's Progress."

অতি পুষ্টিকর শস্য এই উদ্দেশে পচান ও চোয়ান হয় যে, তাহা হইতে এমন ক্ষতিকর দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, যাহা মনুষ্য কিম্বা পশুর জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত নয়। —রেভারেণ্ড ডাক্তর ডফ্।

আমাদের সাধারণ পাপের মধ্যে পান-মত্ততা অপেক্ষা অধিক জঘন্য পাপ আর কি আছে? —মহাকবি মিল্টন্।

আর কিছু নামে যদি নাহি ডাকা যায়,
রাক্ষসী বলিয়া তবে ডাকি গো তোমায়।—শেক্ষপিয়ার।

মদ কুনীতির জীবন্ত অবতার। —টমাস্ কার্লাইল্।

এই নরহত্যাকারী চতুরকে বিনাশ করিতে আমদের সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। —লর্ড চেষ্টার ফিল্ড্।

সুরাপান, অর্থের ক্ষতি, শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক অসুখ, আধ্যাত্মিক দুর্গতি সকল প্রকার অনিষ্ট ফল উৎপন্ন করে। —পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, M. A.

আমি যত দেশ ও নগর পরিভ্রমণ করিয়াছি, সর্ব্বত্র দেখিয়াছি যে, যেখানে মদের দোকানের সংখ্যা যত অধিক, লোকের কষ্টও সেখানে তত অধিক। —ওলিভার গোল্ডস্মিথ্।

সুরাপান দুষ্কর্ম্ম, দরিদ্রতা, রোগ এবং ক্ষিপ্ততা প্রভৃতি অধিকাংশ অনিষ্টোৎপত্তির কারণ। —৩০০০ ধর্ম্ম যাজক।

আমেরিকার ৫০০০ চিকিৎসক সুরার বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন।

এল্কোহল এক প্রকার বিষ। রসায়ণ ও শরীর-তত্ত্বে ইহা

বিষ বলিয়াই গণ্য হয়। —ডাক্তার জেমস্ মিলার, F.R.C.E.,
Surgeon in Ordinary to the Queen.

পার্লামেণ্টের ভিতর এবং বাহিরে ধনী সুরা-প্রস্তুতকারী-দিগকে দেখিলে, আমার ঘৃণা হয়। —গ্রন্থকর্ত্তা জর্জ এলিয়ট্।

আমরা আমাদের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী ও ভৃত্য অপরিমিত পান দোষের জন্য হারাইয়াছি এবং তজ্জন্য, আমাদিগকে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়াছে। অতএব, আমার পান-নিবারণ কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।
—জে., আর., ম্যাপ্লস্, কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানির কর্ত্তা।

মানব জাতি যত প্রকার দ্রব্যের গুণ জ্ঞাত আছে, তাহার মধ্যে সকল প্রকার প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিবার জন্য মদ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও কার্য্যকারী; অগ্নির পক্ষে কাষ্ঠ যেরূপ, ইন্দ্রিয় ভোগ লালসার পক্ষে ইহা সেই রূপ।—বিখ্যাত দার্শনিক লর্ড বেকন।

অপ্রমত্ত ব্যক্তি বিচার শক্তির দ্বারা সকল প্রকার পাপ কিম্বা দুষ্কর্ম্মের প্রতি আসক্তি দমন করিতে পারে; কিন্তু মদ মনের সকল প্রকার গুপ্ত বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া দেয় ও তাহার গুণ প্রকাশিত করে। ইহা মানসিক প্রবৃত্তি সমূহকে উন্মত্ত করে, এবং যে সকল বিষয় হইতে প্রবৃত্তিগুলি উৎপন্ন হয়, সেই সকল বিষয়ে আকৃষ্ট করে। মদ নিস্পৃহাকে ভালবাসায় পরিণত করে, ভালবাসাকে সন্দিগ্ধচিত্ততে পরিণত করে, এবং সন্দিগ্ধচিত্তকে মত্ততাতে পরিণত করে। ইহা সচরাচর সৎ-প্রকৃতিযুক্ত লোককে উন্মত্ত করে, এবং তমঃপ্রধান লোক-দিগকে খুনী করে।

—এডিসনের "Spectator" নামক পত্রিকা।

ইহা অতি অপদার্থ কথা যে, মদ ভিন্ন কার্য্য করা যায় না।

—গ্রন্থকর্ত্তা সিড্‌নে স্মীথ।

সকল প্রকার মদ হইতে এমন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না, যাহাদ্বারা রক্ত, মাংসপেশী, কিম্বা দেহের মধ্যে জীবনীশক্তির আধার এরূপ কোন অংশের উৎপন্ন করিতে আবশ্যক হয়।

—বিখ্যাত রসায়ন তত্ত্ববিদ্ ব্যারন্ লীবিগ্।

বিয়র (নামক মদ্য) মনুষ্যদিগকে অলস ও নির্ব্বোধ করে।

—জর্ম্মনিদেশের রাজনীতিজ্ঞ বিশমার্ক।

বিয়রপায়ীকে দেখিলে, সুস্থ বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহার রোগ হইতে মুক্ত হইবার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। —"Scicutific American."

প্রমত্তকর ও ক্ষতিকর মদ, যাহা শরীর ও মনকে দুর্ব্বল করে, আমা হইতে তাহা দূরে থাকুক। —মহাকবি হোমর।

যে ব্যক্তি প্রমত্তকর পানীয় পান করে, সে এমন কি, এই পৃথিবীতে নিজের মূল উৎপাটন করে। —বুদ্ধদেব।

সুরাপানদ্বারা মানসিক কোন উপকার নাই। উহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে। কেহ কেহ বলেন যে, সুরা-সেবনে আধ্যাত্মিক উপকার আছে। যাহাদিগের ঈশ্বরো-পাসনায় সুরা সেবনের আবশ্যক হয়, তাহাদিগের ঈশ্বরোপাসনায় আদোবে অধিকার জন্মে নাই। পরিমিত-পান করা কেমন, না বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা; ঐ ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। —বিখ্যাত চিন্তাশীল রাজনারায়ণ বসু।

মদ্যপান যে ইউরোপীয় আচারব্যবহার ও সভ্যতাতে উপ-নীত হইবার এক আবশ্যকীয় উপায়, এই ধারণার প্রাদুর্ভাব

দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয়।—এ. ভি. বেষ্ট, এম্. ডি., Secy., Health Section, Bengal Social Sc. Association.

এই সুরারাক্ষসীর সহিত অবশ্য যুদ্ধ করিতে হইবে; কারণ, ইহা সহস্র সহস্র লোককে গ্রাস করিতেছে।—সি.এইচ্. স্পর্জন।

সুরাসার যে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি করে, এ কথা বলা নিশ্চয়ই ভ্রম। বরং ইহা বিপরীত কার্য্যই করে।—ডা. সার্ উইলিয়ম গল।

আমি সুরা-ব্যবসায়কে আমাদের দেশের এক অভিশাপ বলিয়া বিবেচনা করি; আমাদিগের মধ্যে কতকগুলি আশাপ্রদ যুবা ইহার হাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যদি ইহা কৃষক ও কারীকরদিগকে আক্রমণ করে, তবে ইহা আমাদের সমাজের রস ও মজ্জা খাইয়া ফেলিবে। —অন. কৃষ্ণদাস পাল।

সুরাসার বাষ্পোৎসারণ, রস্মু্যৎপাদন ও পরিচালন দ্বারা আবশ্যকীয় উত্তাপ নষ্ট করে। —"Lancet," চিকিৎসাবিষয়ক পত্র।

পানমত্ততারূপ প্রধান শত্রুকেই ইংলণ্ডকে ভয় করিতে হয়।

—এম্প্রেস ভিক্টোরিয়ার মৃত পুত্র ডিউক অফ য়্যাল্‌বানি।

শীত-প্রধান দেশবাসী লোকেরা অনেকে মদিরা সেবন করে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদিগের শীত নিবারণের কোন সাহায্য হয় না। —ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্রের 'মদিরা', ৯০ পৃষ্ঠা।

হায়! ইহা কি কম দুঃখের বিষয় যে, মনুষ্যগণ তাহাদিগের মস্তিষ্ক অপহরণ করিবার জন্য, তাহাদের মুখের মধ্যে এক শত্রুকে রক্ষা করে! হায়! আমরা পরস্পর আমোদ, আনন্দ ও প্রশংসাবাদ করিতে করিতে আপনাদিগকে পশুতে পরিণত করিতেছি! —মহাকবি শেক্ষপীয়র।

ফ্রান্স দেশে মদের দোকানগুলি গরীবদিগের শিক্ষামন্দির

ও উপাসনালয়। শারীরিক ক্ষতিকর ম্যালেরিয়ার বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এবং নীতি-দূষিতকারী দ্বেষ ও প্রতিহিংসার মড়কের মধ্যে, মদের দোকান হইতে অপারাধী ও সমাজ-বিপ্লবকারী-দিগের উদ্ভব হয়। প্রবাদ আছে যে, ক্ষুধা কু-পরামর্শদাতা ; কিন্তু মদ্যপান তদপেক্ষা অধিক কুপরামর্শ দেয়। —চার্লস ডিকেন্স।

মত্ত ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধম পশুর ন্যায়।

—স্কট্‌লণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি রবার্ট বর্ণস।

মদ্যপানে মন, বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি নিস্তেজ ও প্রভাহীন হইয়া পড়ে, হৃদয়ের পবিত্র ভাব-সকল অসাড় হইয়া যায়, আত্মার আর স্ফূর্ত্তি থাকে না। যে পরিবার মধ্যে এই মহাপাপ প্রবেশ করে, সে পরিবারের দুর্গতির আর অন্ত নাই। এই বঙ্গদেশে কত সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অকালে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছে এবং অসময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে। কত কত বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাপাপ জন্য আপনাদিগের বুদ্ধি ও বিদ্যা হারাইয়া লোকের সম্মুখে ঘৃণিত ও অপমানিত হইতেছে। কত কত বিচক্ষণ ব্যক্তি বিবেক-শক্তি-চ্যুত হইতেছে এবং রিপুগণের বশীভূত হইয়া পশুর ন্যায় আচরণ করিতেছে। কত কত ব্যক্তি আত্মার অবনতি করিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে অনধিকারী হইয়া আপনাদিগের সুগতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছে। অতএব সাবধান! তোমাদিগের মধ্যে যেন এই পাপ প্রবেশ না করে। তোমরা অন্যকে মদ্য দিবে না। আপনারা মদ্যপান করিবে না—একেবারে তাহা স্পর্শ করিবে না। এই সনাতন ধর্ম্ম। —মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একটি জঙ্গলের মধ্যে বাঘ যেরূপ, একটি মনুষ্যের মধ্যে মদ সেইরূপ। —কোচীন-চায়না প্রদেশের এক প্রবাদ বাক্য।

স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য জলই শ্রেষ্ঠ পানীয়।

—ইংলণ্ডের ইতিহাস লেখক স্মলেট্।

মদ বল কিম্বা স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না।—সুকবি পোপ।

মনুষ্যজাতি মদ্যপান হইতে বিরত থাকিলে, সুস্থ ও সুখী হইতে পারে। —সুকবি মিল্টন।

মদ প্রজাদিগের মধ্যে সকল প্রকার প্রধান পাপের মূল। ইহা রোগ, বিবাদ, জুয়াচুরি, আলস্য, কর্ম্মের প্রতি ঘৃণা ও পারিবারিক অশান্তির মূল।

—গ্রীকদিগের জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মেণ্টর (মিনার্ভা)।

মদ্যপান-প্রথা জাতীয় দারিদ্র্যের প্রধান কারণ।

—The "Echo" (of London).

নিত্য মদপান করিলে, ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চিত থাকে না, লাম্পট্য বৃদ্ধি পায়, পাপ করিলে, মনে ক্লেশ হয় না, পাপ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, বল ও উদ্যম নষ্ট হইয়া আলস্য উপস্থিত হয়, এবং পারিবারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ঘটে।

—প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মদ্যপানের নৈতিক ফল অতিশয় মন্দ। যদি এই পাপ কৃষকজাতির মধ্যে বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, দেশের বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইবে।—অনরেবল রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমি বিশ বৎসরের মধ্যে যত নরহত্যা, ডাকাতি, মারপিট, পরস্ত্রী-গমন, বলাৎকার প্রভৃতি ভীষণ দুষ্কর্ম্ম ঘটিতে দেখিয়াছি, তাহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ মদের দোকানে অতিরিক্ত পান

হইতে ঘটিয়াছে। —লর্ড চিফ্ জষ্টিস হেল তাঁহার "Advice to my Grand Childreu" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন।

জগতের ইতিহাসে যত প্রকার হাতুড়ে চিকিৎসা দেখা গিয়াছে, তন্মধ্যে, এক্ষণে অধিকাংশ ডাক্তারেরা যেরূপ মদ্যপানের ব্যবস্থা করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা একগুঁয়ে হাতুড়ে চিকিৎসা। —ডাক্তার ডব্লু, বি, কার্পেণ্টার।

চল্লিশ বৎসরের বহুদর্শিতার পর, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে সাহসী হইয়াছি যে, শতকরা ৯৫ জনেরও অধিক বদ্ধ মাতাল জেলে থাকিয়া একেবারে মদ্যপান ত্যাগ করাতে, স্বাস্থ্যের উন্নতি লাভ করে। একেবারে পানত্যাগ ভিন্ন, মাতাল যে সুরার দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, ইহা কচিৎ দেখা যায়।

—এক জন কারাধ্যক্ষ।

আমার হাত দিয়া ৮৮৮০ জন লোক কারারুদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৯জন লোক স্বীকার করিয়াছে যে, মদ্যপান জন্য তাহাদের এই দশা ঘটিয়াছে। —এক কারাধ্যক্ষ।

৫০ হাজারের অধিক স্ত্রী এবং পুরুষের কারাবদ্ধ অবস্থা ১৯ বৎসর পরিদর্শন করিয়া বলিতে পারি যে, শতকরা ৭৫ জনেরও অধিক লোক মদ্যপান করিয়াই এই দশা প্রাপ্ত হয়।

—এক জন কারাধ্যক্ষ।

মাতাল স্ত্রীলোকদিগের সন্তানেরা মাতাল হয়। —এরিস্টটল।

এক জন মাতাল অন্য এক মাতালের জন্ম দেয়। —প্লুটার্ক।

সমাজ-সংস্কারদিগকে যত প্রকার পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়, পান-মত্ততা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

—ব্রুস, গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রীত্ব-কালীন হোম সেক্রেটরী।

আমরা যে দিকে চাই, পান-মত্ততার কুফল দেখিয়া স্তম্ভিত হই। —"The Liberal and New Dispensation."

পান-মত্ততাতে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের পাপ লক্ষিত হয়।

—হার্ব্বার্ট স্পেন্সর।

নেশা নির্জীব বাঙ্গালীকে দিন দিন আরও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছে। —"সুরভি ও পতাকা." ১লা পৌষ ১২৯৪।

মদ্য-ব্যবসায় প্রভু ও ভৃত্য উভয়কে মজায়। আর আমি এ ব্যবসায় করিব না।—আমেরিকার ধনী শুঁড়ী উইলিয়ম মিল।

মত্ততা সকল প্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

—সার্ চার্লস বক্সটন, বিলাতের এক জন বিখ্যাত শুঁড়ী।

এ দেশে মদ্যপানের প্রভাব দেখিয়া, আমরা সর্ব্বত্র স্তম্ভিত লজ্জিত, ঘৃণিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইতেছি।

—বিলাতের "টাইমস্" নামক সংবাদপত্র।

সুরাপায়ী প্রথমে নিস্তব্ধ থাকে, পরে তর্ক করে, পরে বচসা করে, পরে অসংলগ্ন বাক্য বলে, পরে অস্পষ্ট উচ্চারণ করে, অবশেষে প্রকৃত মত্ত হয়। —সুকবি লর্ড বাইরন্।

সুস্থ শরীরে সুরাপান একেবারে অনাবশ্যক। কলিকাতার অনেক গৃহস্থ ও ধনিগণ যে পান-দোষে স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, এ বিষয়ে কলিকাতাস্থ সকল চিকিৎসকই জানেন। —কলিকাতার প্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের চিকিৎসক ডাক্তার এইচ্. কেলী।

অপরিমিত পান করিয়া যত সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তদপেক্ষা কম সৈন্য হত হইয়াছে। —জেনারেল ফ্রিমণ্ট।

কোন মাতাল স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে পারে না।

—বাইবেল, ১ কোরিন্থিয়ান্স, ৬ অধ্যায়, ১০ শ্লোক।

সুরা অতি তীব্র ঔষধ। রোগের সময় অতি সাবধানে ইহা ব্যবহার করা উচিত।

—১৮৭১ সালে ২৬৯ জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের মত।

"সেনাগণ যত দুষ্কর্ম্ম করে, প্রায় সমুদয় সুরাপান জন্যই ঘটে। ভারতবর্ষে (ইউরোপীয়দিগের) সুরাপান আবশ্যক, এটি ভ্রান্ত মত।"

—উপরি উক্ত মতে ভারতবর্ষের ৪৩ জন ডাক্তার সহি করিয়াছেন; তন্মধ্যে, ৩৫ জন সার্জন মেজার; ছয় জন ডেপুটী সার্জন জেনারেল; এবং দুই জন সার্জন। ইহাদের মধ্যে ১৬ জন এম. ডি. উপাধিধারী আছেন। ইহাতে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ জে. এ. কোটস্, M. D., ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ চক্ষুরোগের চিকিৎসক ডাক্তর এইচ্. কেলীর নাম আছে।

পরিমিত পান হইতেও অনেক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। আমাদিগের ভারতবর্ষের প্রজাদিগের মধ্যে যে অপরিমিত পান অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা ইউরোপীয় সভ্যতার একটি দুঃখ-জনক কলঙ্ক। —ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল্।

সুরা যুদ্ধ কালে যে শুদ্ধ অনাবশ্যক, তাহা নহে; কিন্তু ক্ষতিকর। যুদ্ধযাত্রা কালে ইহাদ্বারা সৈনাগণ শ্রান্ত হইয়া পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাদ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত ও স্নায়ু সমুদয় শিথিল হয়; সুতরাং, কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটে। —মহাত্মা জেলসন্ গ্রেগসন।

মদ্যপান না থাকিলে, সেনাদিগের মধ্যে কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মের কথা শুনা যায় না। —ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি।

সুরা সর্পের ন্যায় দংশন করে।" —জ্ঞানী সলমন্।

নোয়ার সময়ে পৃথিবীতে মহাজল-প্লাবনে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল; মদের প্রভাবে শুষ্ক ভূমিতে তদপেক্ষা অধিক লোক হাবুডুবু খাইয়াছে ও ডুবিয়া মরিয়াছে।

—বিখ্যাত ব্যঙ্গ-কাব্য-লেখক সামুএল বট্‌লার।

চীন দেশীয় এক গল্প আছে যে, ৪ ০০০ বৎসর পূর্ব্বে চীনের সম্রাট্‌ দেশে মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করাতে, স্বর্গ হইতে তিন দিন সুবর্ণ বর্ষণ হইয়াছিল। মদ্যপানরূপ শাপ হইতে বিমুক্ত হইলে, ইংলণ্ডে বহু দিন সুবর্ণ-বর্ষণ হইবে। (অর্থাৎ, রাশি রাশি টাকা বাঁচিয়া যাইবে।) —আর্চডিকন ফ্যারার।

মানসিক শ্রম করিতে গেলে, সকল প্রকার উত্তেজক দ্রব্য হইতে বিরত হওয়া আবশ্যক।

—দার্শনিক আলেকজাণ্ডার বেন।

সুরাসার আর্সেনিকের (সোঁকা বিষের) ন্যায় সমান বিষাক্ত।

—আমেরিকার মধ্যে ওহিও প্রদেশস্থ ৪৫ জন চিকিৎসক।

তীব্র স্পীরিটকে কখনও আবশ্যকীয়, উপযুক্ত বা পুষ্টিকর খাদ্য বিবেচনা করা উচিত নহে।

—বিলাতের ৫৮৯ জন প্রধান চিকিৎসক ১৮৩৫ সালে লিখিয়াছেন।

"মানব-জাতির অধিকাংশ দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ ও দুষ্কর্ম্ম বিবিধপ্রকার-মদ্যপান হইতে উৎপন্ন হয়।

সকল প্রকার উত্তেজক পানীয় (যথা, তীব্র স্পীরিট, ওয়াইন্‌, বিয়র, এল্‌, পোর্টার, সিডার, ইত্যাদি) হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিয়াও অতি উত্তম রূপে স্বাস্থ্য-রক্ষা করা যায়।

যাঁহারা এই সকল পানীয় অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা

নিরাপদে ঐ সকল পানীয় সম্পূর্ণ রূপে একেবারে বা অল্প দিনের মধ্যে ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে পারেন।

যদি সকলে সুরা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকে, তাহা হইলে, মানব জাতির মধ্যে স্বাস্থ্য, উন্নতি, সুনীতি ও সুখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।"

A. M. Adams, M. D., Professor, Glasgow.

A. Billing, M. D., late Senior Physician to the London Hospital.

Sir Ben. C. Brodie, Bart., Surgeon to the Queen.

Sir W. Burnett, M. D., Physician General to the Navy, &c., &c., &c.

W. B Carpenter, M. D., &c., London.

W. F. Chambers, M. D., F. R. S., Physician to the Queen and to the Queen Dowger.

Sir J. Clark, Bart., M. D., Physician in Ordinary to the Queen and H. R. H. Prince Albert.

Sir P. Crampton, Bart., M. D., Surgeon General to the Forces, Ireland.

Sir J. Forbes, Bart., M. D., F. R. S., Physician in Ordinary to Her Majesty's Household.

G. Gregory, M. D., F. R. C. P., Physician to the Small-pox and Vaccination Hospitals, London.

F. Harvey, M. D., Physician to the Retreat for persons affected with disorders of the Mind, Dublin,

J. Jaffreys, F. R. S., F. G. S., London.

J. A, Laurie, M. D., Surgeon to the Glasgow Royal Infirmary.

Sir J. M. Gregor, Bart., M. D., F, R. S., Director-General of the Army Medical Department

Sir A. Murrow, M. D., Professor of Anatomy in the University of Edinburgh.

A. S. Taylor, F. R. S., Professor of Medical Jurisprudence and Chemistry in Guy's Hospital.

ইত্যাদি প্রায় দুই হাজার ডাক্তার উক্ত ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেক M. D. ও অন্যান্য উপাধিধারী ডাক্তারের নাম আছে। ভারতবর্ষের অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল ;—

J. Clen, Physician General, Bombay.

R. Wight, Inspector General of Hospitals.

T. Harrison, Staff Surgeon.

C. Morehead, M D, Principal, Grant Medical College.

W. Chambell, M. D., Super intendent, Lunatic Asylum.

John M. Lennan, Physician General, Bombay.

R. Sladen, Physician General, Madras.

W. B. Thomson. Superintendent, Eye Infirmary, Madras.

D. Brotten, M. D., Civil Surgeon, Beneras.

প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, বহুদর্শন এবং চিকিৎসকদিগের প্রমাণ হইতে আমাদিগের প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, তীব্র স্পীরিট পান করা কেবল যে অনাবশ্যকীয়, তাহা নহে, বরং, ক্ষতিকর; এবং ইহা সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার না করিলে, মনুষ্যদিগের মধ্যে স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, ও সুখ বৃদ্ধি পাইবে; অতএব, আমরা এতদ্দ্বারা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছি যে, যদি ইউনাইটেড ষ্টেটের প্রজাগণ, বিশেষতঃ, যুবাগণ সম্পূর্ণ রূপে ইহার ব্যবহার ত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহারা যে কেবল শারীরিক উপকার বৃদ্ধি করিবে তাহা নহে; কিন্তু তাহাদের দেশের ও পৃথিবীর উপকার সাধন করিবে।

James Madison (1809-1817 A. D.)

Andrew Jackson (1829-1837)

John Quincy Adams (1825-1829)

M. Von Buren (1837-1841)

Franklin Pierce (1853-1857)

John Tyler (1841-1845)

Z. Taylor (1849-1850)

Millard Fillmore (1850-1853)

Janes K. Polk (1845-1849)

James Buchanan (1857-1861)

Abraham Lincoln (1861-1865)

Andrew Johnson (1864-1869)

U. S. Grant (1869-1877)

——Presidents, United States, America,

অর্থাৎ, ইউনাইটেড ষ্টেটের সর্ব্বোচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিগণ।

বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে পান-মত্ততারূপ যে পাপ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, রোগ ও দুষ্কর্ম্মের মুখ্য কারণ।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর।

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, C. I. E.

পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৺ মহারাজা রমানাথ ঠাকুর।

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর।

৺ রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর।

রাজা দুর্গাচরণ লাহা।

নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর।

৺ জষ্টিস দ্বারিকানাথ মিত্র।

৺ জষ্টিস অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

Late H. Woodrow. Esq.

Late Th. Berigny, Fsq., M. D.

Late Rev. James Long, Esq.

মাদক-সেবনের বিরুদ্ধে কলিকাতার চিকিৎসকদিগের মত।

মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, চণ্ডু, অহিফেন, সিদ্ধি, তামাক, নস্য প্রভৃতি উত্তেজক বিষাক্ত মাদক দ্রব্য ব্যবহার করাতে, মানবজাতি অনেক পরিমাণে রোগ. দুঃখ ও দরিদ্রতা ভোগ করিতেছে; অশেষ প্রকার পাপ-কার্য্যে রত হইতেছে; এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

রোগ বিশেষে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে এই সকল দ্রব্য কখন কখন অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা আবশ্যক হইতে পারে।

যাঁহারা এই সকল দ্রব্য অল্প দিন, বা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের একেবারে এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত; এবং এই রূপ করিলে, কোন ক্ষতি হইবে না। যাঁহারা বহু দিন বা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ক্রমশঃ ত্যাগ করা উচিত।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, অনেকে এই সকল উত্তেজক বিষাক্ত মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করিয়া মনুষ্যত্ব-বিহীন হইতেছে; অতএব, আমরা সাধ্যমত এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার কমাইতে চেষ্টা করিব।

নাম।	উপাধি।	ঠিকানা।
বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	L. M. S.	কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, সনাতন বসাক	,,	৬৯ বিডন ষ্ট্রীট
,, দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত	কবিরাজ	৬৫ ঐ
,, তারাপ্রসন্ন গুপ্ত	কবিরাজ	৫৬ ঐ
,, মাধবকৃষ্ণদাস	L. M. S.	১৮০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

(আমার মতে রোগ বিশেষেও মাদকদ্রব্যব্যবহার আবশ্যক করে না)

বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	L.M.S.	১৬৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

(আমার মতে রোগীর কোন মাদক-দ্রব্য ব্যবহার আবশ্যক করে না)

বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত	L. M. S.	রামশরণ ভট্টাচার্য্যের লেন।
,, শশিভূষণ শ্রীমানি	L. M. S.	৩৭৩ অপার চীৎপুর রোড।
,, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	L. M. S.	১৯ দরমাহাটা ষ্ট্রীট।

নাম।	উপাধি।	ঠিকানা।
বাবু অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন	কবিরাজ	২০০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, গোপীমোহন রায়	কবিরাজ	৩০ মধুরায়ের গলি, সিমলা।
,, উপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত	কবিরাজ	ঐ
,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশারদ	কবিরাজ	২৪ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট
,, করুণাময় সেনগুপ্ত	কবিরাজ	১৩৩ অপার চীৎপুর রোড।
,, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাক্তার	কুঠিঘাটা, বরাহনগর।
,, উমেশচন্দ্র মিত্র	L. M. S	শ্যামপুকুর।
,, হীরালাল দাস	L. M. S.	২০ ঐ ষ্ট্রীট।
,, নিমাইচরণ বসাক	হোমিওপ্যাথিক	বেণেটোলা।
,, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত	L. R. C. P.	৭২ বেণেটোলা লেন।
,, জগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত	কবিরাজ	৩৪৯ অপার চীৎপুর রোড।
,, ধর্ম্মদাস বসু	L. M. S.	৩৪৪ ঐ
,, রসিকলাল গুপ্ত	কবিরাজ	১১১ কলেজ ষ্ট্রীট।
,, নবীনচন্দ্র লাহা	L. M. S	৫০ ঐ
,, রাখালচন্দ্র সেন	L. M. S.	১৫৮ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড।
,, নন্দলাল ঢোল	L. M S	১২৭ মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট।
,, পূর্ণচন্দ্র নন্দী	M. B.	৩৯২ অপার চীৎপুর রোড।
,, অন্নদাচরণ খাস্তগির	Late Civil Surgeon	৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট
,, লালমাধব মুখো	L. M. S., F. C. University, Vice-President Cal. Medical Society	যোড়াসাঁকো।
,, চুকড়ি ঘোষ	L. M. S.	২৬ সুকিয়াস ষ্ট্রীট।
,, ললিতচন্দ্র বসু	L. M. S.	৩৪৮ অপার চীৎপুর রোড।
,, জগন্নাথ সেন	G. M. C. B.	৫৭ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট।

নাম।	উপাধি।	ঠিকানা।
বাবু চন্দ্রশিখর হালদার	Ast.Sur. on pension	গঙ্গারাম দত্তের গলি
,, দুর্গাদাস গুপ্ত	M. B., Physician to the H. H. Maharaja of Coochbehar	২৩ মদন মিত্রের গলি।
,, বিনোদলাল সেনগুপ্ত	কবিরাজ	১৪৬ ফৌজদারি বালাখানা।
,, রাজেন্দ্রলাল দে	M. B.	৩২ কলুটোলা ষ্ট্রীট।
,, দয়ালচাঁদ সোম	M. B.	৬১ সিমলা ষ্ট্রীট।
,, হরনাথ রায়	L. M. S.	৫ সুকিয়াস ষ্ট্রীট।
,, কৈলাস নাথ মিত্র	L. M. S.	৪ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।
,, গোবর্দ্ধনদাস	ডাক্তার	২ রামজয় শীলের গলি।
,, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাক্তার	১৪ জোড়াবাগান ষ্ট্রীট।
,, নিত্যনিরঞ্জন মুখো	House Surgeon, Mayo Hospital.	
,, উপেন্দ্রনাথ মিত্র	M. B.	৫৬ বাঁশতলা ষ্ট্রীট।
,, যোগীন্দ্রনাথ	কবিরাজ	৩৭৭ অপার চীৎপুর রোড।
,, ভুবনমোহন সরকার	L. M. S.	৭৭ মুক্তরাম বাবুর গলি।
,, কুমুদনাথ ভট্টাচার্য্য	M. B.	১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, মহেন্দ্রলাল সরকার	M. D.	৫১ সাঁকারী টোলা।
,, নীলমাধব হালদার	Graduate, Medical College,	২০৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
,, নিতাইচরণ হালদার	L. M. S.	২ গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন।
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	L,M,S,	৭৯ পঞ্চাননতলা লেন।
,, শরচ্চন্দ্র পাল	F.T.S., Homeo.and Mesmeric Practitioner	৩৫৬ অপার চীৎপুর রোড।
,, শিখরকুমার বসু	L. M. S.	১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

নাম।	উপাধি।	ঠিকানা।
বাবু মহেন্দ্রনাথ দত্ত	L. M, S.	৬ বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট।
,, ব্রজেন্দ্রকুমার রায়	কবিরাজ	৫৫ রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীট।
,, অম্বিকাচরণ রক্ষিত		বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
,, গোকুলচন্দ্র ভাহুড়ি	L. M. S.	ঐ
(রোগীর মাদক-দ্রব্যের কোন আবশ্যক নাই)		
,, বটকৃষ্ণ দত্ত	L. M. S.	১৫ বৃন্দাবন বসাকের গলি।
নেজামত আলি সা কেদেরী *	বোগদাদের হাকিম	৭৪ অপার সার্কুলার রোড, রাজার বাজার।

---

* সময় ও পরিশ্রমের অভাবে এই ব্যবস্থাপত্রে অতি অল্প সংখ্যক চিকিৎসকের নাম স্বাক্ষরিত করান হইল।

সুরাপান নিবারিণী কবিতা ও সঙ্গীত।

মাতালের পরিবার।

স্থান—বেশ্যালয়। সময়—সন্ধ্যা।

(সাত বৎসরের বালক পিতার হাত ধরিয়া টানিতেছে।)

বাবা গো! তোমার তরে, মা আমার প্রাণে মরে,
তুমি না দেখিলে বাবা, কে দেখিবে বল না;
বাবা, তুমি ঘরে এস না।

সারা দিন গেল বয়ে, আছি উপবাসী হয়ে,
সুরেন নবীন কাঁদে, বোঝালে যে বোঝে না;
বাবা, তুমি ঘরে এস না।

চাল চাহিবার তরে, যাই যদি কারো ঘরে,
সবাই তাড়ায়ে দেয়, কেহ কথা কয় না;
বাবা, তুমি ঘরে এস না।

মা আমার একা ঘরে, পড়ে জল জল করে;
বলেন—'সহেনা প্রাণে, আর রোগ যাতনা!'
বাবা, তুমি ঘরে এস না।

দুধ বিনা সারা দিন মড়ার মতন ক্ষীণ,
হয়ে যে ধুঁকিছে খুকী, কাঁদিতে যে পারে না;
বাবা তুমি ঘরে এস না।

চেয়ে দেখ এক বার, চলিতে পারি না আর ;
মাথা ঘোরে দাঁড়াবার, শক্তি আর হয় না ;
বাবা, তুমি ঘরে এস না।
চক্ষের জলেতে ভাসি, বিষণ্ণ অন্তরে,
এরূপে ডাকিছে শিশু ; বহুক্ষণ পরে
মেলিল পাপিষ্ঠ শেষে আরক্ত নয়ন ;
আঁখি মেলে ক্রোধ ভরে করিয়ে তর্জ্জন,
কোমল অঙ্গেতে তার করিল প্রহার।
একে সে বালক, তাতে আছে অনাহার,
প্রহার খাইয়া বাছা মূর্চ্ছিত হইল ;
ঘুরিয়া পড়িল, দাঁতে কবাটী লাগিল।

—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

সুরাবিষ খেও না!

করে ধরি বঙ্গবাসি! সুরাবিষ খেও না!
ধনে প্রাণে মরিতেছ! চেতনা কি হবে না?
কত লোক মদ খেয়ে উৎসন্ন যেতেছে,
কত পরিবার মধ্যে হাহা রব উঠিছে।
কত শত কুলবালা পতিহীন হতেছে,
বিধবার নেত্রজল বিরলেতে ঝরিছে।
কত শিশু পিতৃহীন হয়ে কষ্ট পেতেছে ;
কত মাতা পুত্র বিনা হায় হায় করিছে।
লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া মদ যদি কিনিবে,
অকাল, দারিদ্র্য, দুঃখ কেন দেখা না দিবে?

রাশি রাশি অত্যাচারে বঙ্গ দেশ ডুবিল,
লম্পটতা, ব্যভিচার স্রোতে দেশ ভাসিল।
অর্থনাশ, কারাবাস, বংশনাশ ঘটিছে ;
অখাদ্য খেতেছে, আর কু-সন্তান লভিছে।
আর কত দিন বল রহিবে হে ঘুমায়ে ?
নরকে যেতেছ হায়! মনুষ্যত্ব হারায়ে।
রোগে শোকে জর্জ্জরিত শয্যাগত হইয়া,
কত যুবা অকালেতে যাইতেছে মরিয়া।
মদ-মত্ত-জনে কভু সুখে নিদ্রা যায় না ;
হিতাহিত বিবেচনা মাতালের থাকে না।
সুস্থ দেহ ব্যস্ত করে উনমত্ত হতেছ।
মদ খেয়ে পাগলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিছ!
অগ্নি-জল-ময় সুরা নর দেহে পশিয়া—
জীবনী-শক্তিকে দেয় ছারখার করিয়া!
আত্মহত্যা, পুত্রহত্যা, মাতৃহত্যা করিছে।
পতি-প্রাণা রমণীর পতি প্রাণ নাশিছে।
রাক্ষস বর্ব্বর প্রায় আচরণ করিবে,
তবু কি তোমার হায়! চেতনা না হইবে!
ঐ দেখ! মায়াবিনী সুরাপেত্নী নাচিছে!
পঙ্কিল অশান্তি-বারি চারি দিকে ঢালিছে!
ছেলেদের রক্ত পেলে দানবিনী বাঁচে রে,
গৃহকে শ্মশান করে দানবিনী হাসে রে!
কি কুক্ষণে বিলাতীয় মদ দেশে আসিল,
রক্ত খেয়ে বাঙ্গালীকে মৃতপ্রায় করিল।

মহারাণি! মদ্যপান উঠাইয়া দিলে না,
রসাতলে গেল দেশ প্রজা আর বাঁচে না।
যে ভারতে অনেকের একান্নও জোটে না,
তারা মদে কোটি কোটি টাকা দিতে ছাড়ে না।
সেই মূর্খ!—যেবা বলে মদ্যপান সভ্যতা;
ইংরাজেরা মদ খায়—সে কেবল মূঢ়তা।
কোন পশু কোন পক্ষী মদ খেতে চায় না;
অসার সুখের আশে তুমি মদ খেও না।
মিতাচারী, শান্তি-প্রিয় হিন্দুদের ভারতে,
মদ খেয়ে হিন্দুগণ ডুবিতেছে পাপেতে।
ব্রাহ্মণেরা মদ খেয়ে হইতেছে চণ্ডাল,
কে কারে শাসিবে, দলপতিরাই মাতাল।
পেটে ভাত নাই, কিন্তু মদ খেতে ছাড় না;
ছেঁড়া টেনা পরিধান, মদ বিনা চলে না।
সাবধান ওহে যুবা! কভু মদ ছুঁয়ো না,
এমনি মোহিনী মায়া থাকে না গো চেতনা!
বরম্ কামান-মুখে পারে লোক দাঁড়াতে,
মদ-মত্ত-জনে মদ চায় না কো ছাড়িতে।
গোটা কত হতভাগ্য চিকিৎসক জুটিয়া,—
নিত্য পান ভাল বলে, কু-ফল না জানিয়া।
অল্প অল্প মদ খেলে কভু জোর বাড়ে না,
যত কু-প্রবৃত্তি বাড়ে, সাধুভাব আসে না।
সত্য, প্রেম, সাধুভাব যায় সব চলিয়া,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ জুটে সব আসিয়া।

সৎ-সাহস মদ খেলে কখনই হয় না।
গোঁয়ার হইতে পারে বীর কভু হয় না।
ইচ্ছাশক্তি ক্ষীণ হয়ে বুদ্ধি নাশ হয় রে,
নেশা ছেড়ে গেলে ঘোর আত্মগ্লানি ঘটে রে।
শীতময় দেশে কত লোক মদ ছোঁয় না,
উষ্ণ দেশে সুরাবিষ পান কি বিড়ম্বনা!
ক্ষণিক উষ্ণতা বৃদ্ধি হতে পারে মদেতে,
বড় শীত হয় কিন্তু তার পর ক্ষণেতে।
চাবুক মারিলে কভু অশ্ব বল বাড়ে না।
মদ উত্তেজিত করে, নব বল আনে না।
শ্রমজীবী মদ্যপানে অকর্ম্মণ্য হতেছে।
দেহ পুষ্টিকারী দ্রব্য মদে বল কি আছে?
ঔষধার্থে কভু অল্প মদ পার খাইতে;
পান কর স্নিগ্ধ জল দেহ তৃপ্ত করিতে।
নির্ম্মল শীতল জল তৃষ্ণা দূর করে রে,
সুরা-তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে, সর্ব্ব দেহ দহে রে।
"সাবধান!" "সাবধান!" বিবেক বলিছে হে;
করে ধরি বঙ্গবাসি, সুরাপান ছাড় হে।
মাতাল দেখিয়া তব হয় না কি যাতনা!
মদ উঠাইতে মহারাণীকে গো বল না।
এস এস দশ ভাই এক প্রাণ হইয়া,
একতানে বলি এস দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া,—
"সুখ শান্তি চাও যদি ছাড় মদে মত না;
প্রেম-মদে, ধর্ম্ম-মদে মেতে যাই এস না।

কত কাল অচেতন থাকিবে হে বল না?
পবিত্র হইবে যদি সুরাবিষ খেও না।"
যদি বল এ কথায় কেহ কাণ দেবে না;
প্রেমের মোহিনী মায়া তুমি তবে জান না।
দয়াময়! দীনবন্ধো! এই মম বাসনা;—
মদ্যপান উঠে যাক, পূর্ণ কর প্রার্থনা।

বাউলের সুর—তাল খেম্‌টা।

"কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে"—সুর।

আসিয়ে মাদক দানব, নাশিল সব, ভারত ভূমে দেখ্ রে তোরা।

ঐ দেখ! ইডেন্ সৃষ্টি, খোলাভাঁটি, গরীব লোকদের ক'লে সারা; দেশী মদ শস্তা পেয়ে, অনেক খেয়ে, ধনে প্রাণে ম'লো তারা।

ছাড়িয়ে সকল কর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম, করে কেবল 'সুরা'! 'সুরা'! দু বেলা পায় না অন্ন, জরাজীর্ণ, বেড়ায় যেন দিশে হারা।

দেখ্ তাদের দারাসুত, দীনের মত, সার করিছে ভিক্ষা করা; হায়! তাদের দেখ্‌লে পরে, নয়ন ঝরে, যেন জনম বাপ মা মরা।

আবার ঐ বিলাতী মদ, করিল বধ, ছিল যত বাবু ভায়া; সাহেবী কত্তে গিয়ে, ব্রাণ্ডি খেয়ে, হল পিলে যকৃৎ জরা।

আহা! কি মোহে পড়ে, সকল ছেড়ে, মদের তরে, হলো সারা; মদ কিন্‌তে বেচ্চে বাড়ী, ঘড়ী, যুড়ী, শুঁড়ীর শেষে পায়ে ধরা।

মানুষকে পশু করে, থানায় ফেলে, বানিয়ে দিলে লক্ষ্মীছাড়া; হায় হায়! এ দেখেও কি, হয় না বুদ্ধি, ছাড়ে না মদ কেন তারা।

গাঁজা, গুলী, চণ্ডু খেয়ে, পাগল হয়ে, মচ্ছে কত গরিবেরা, মাদৎ, চরস, আর তালের রস, বাঙ্গলা দেশকে কল্লে সারা!

অনেকে আফিং ধরে, নিঝুম মেরে, কচ্ছে দেহ রোগে ভরা; সিদ্ধিটা বুদ্ধি নেশে, হেসে হেসে, লোককে করে চিন্তাজ্বরা।

তামাক চুরুট নস্যেতে হয় উদরাময়, দৌর্ব্বল্য আর মাথা ঘোরা; আনিয়ে যক্ষ্মা কাশী, প্রাণটি নাশি, করে হুকুম হাঁসিল তারা।

হায়! পেয়ে অমূল্য ধন, মানব জনম, খাও কেন ভাই গরল সুরা? এস পান করি সবে, শান্তি পাবে, হরি-নাম-গান মদিরা। —"সঙ্গীত-কল্পতরু।"

১২৯৪ সালের ২৩এ শ্রাবণে আমতার কতকগুলি ভদ্রলোক নিম্ন-লিখিত গান সংকীর্ত্তন করিতে করিতে খোলাভাটির সম্মুখ দিয়া সমস্ত গ্রামটী প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

রাগিণী জংলা কালাংড়া—তাল যৎ।

"মরি হায় হায়! ভাবিলে ভবের ভাব ভাবনা বাড়ায়"—সুর।

মরি হায় হায়!

১। সুরার তরঙ্গে বুঝি দেশ ভেসে যায়।

২। কোথা হতে সুরা এলো, দেশ ছারখার হ'ল, আবাল বনিতা বৃদ্ধ তারি পানে ধায়।

৩। কত যুবা যুবাকালে, পড়ে কালের কবলে, বৃদ্ধ পিতামাতাগণে শোকেতে ডুবায়।

৪। কত শত সাধ্যা সতী, অকালে হারায় পতি, হাহাকার রবে পূর্ণ করিছে ধরায়।

৫। জ্বলিছে এ বিষানল, ধূ ধূ করি অবিরল, পতঙ্গ সমান লোকে তারি পানে ধায়।

৬। পড়িয়া সেই অনলে, ধনে প্রাণে সদা জ্বলে, অকালে পতঙ্গ সম পরাণ হারায়।

৭। ভারতের কি দুর্দ্দশা, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল চাষা, অন্নাভাবে শীর্ণকায় তবু মদ খায়।

৮। তাই বলি এস ভাই, মদ খেয়ে কায নাই, ভাই ভাই মিলে যাই, সাধুজন প্রায়।

৯। দাও তুলে খোলাভাঁটি, মদ ছেড়ে হও খাটি, সবে মিলে কুতূহলে হরিগুণ গাই। —"সঞ্জীবনী।"

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

"কত কাল পরে, বল ভারত রে"—সুর।

কত দিন আর ঘুমাইবে বল,
দেখ রে চাহিয়ে দেশ ধ্বংস হল!
আসিয়ে মাদক ভারত ভূমেতে;
মোহ-মুগ্ধ ক'রে গ্রাসিল সকল।
যুবা বৃদ্ধ দলে ধরি একে একে,
নিপাত করিল জ্বালিয়া অনল।
কত রমণীকে বিধবা করিল,
কত শিশু দেখ, অনাথ হইল।
দেখ গৃহে গৃহে অনল জ্বালিল,

গ্রামে গ্রামে রব—'গেল!' 'গেল!'
কোথা হতে হায়! এ রাহু আসিল,—
কেমনে বল রে দেশেতে পশিল?
ধরিছে, মারিছে, গ্রাসিছে, দহিছে,
অকালে ঐ যে রে প্রলয় আনিল!
এ দেখে কেমনে, আছ থির হয়ে?
উঠ রে! জাগিয়ে, বিলম্বে কি ফল?
ভগবানে স্মরি বিনাশ রে অরি,
নইলে, ভারত ডুবিল ডুবিল!!

—"মাদক-নিবারণ সঙ্গীত।"

কীর্ত্তনাঙ্গ।

(সুরা ও সুধার কলহ।)

"বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।"—সুর।

প্রাণ মন উন্মাদিনী সুধা আমার।
"সুরা বলে, আমায় ভজে যত নারী নরে।
সুধা বলে, মানে আমায় স্বর্গের অমরে,
নরে গণ্য কে করে?
সুরা বলে, আমার ভক্ত, দেখ দেশময়।
সুধা বলে, পরে তারা পস্তাবে নিশ্চয়,
হবে, ধনে প্রাণে ক্ষয়॥
সুরা বলে, সকলেরে, সুখে রাখি আমি।
সুধা বলে, অন্তে তারা হবে নিরয়-গামী,
যখন ঘিরবে কাল-যামী॥

সুরা বলে, আমার গুণে মুগ্ধ ভারতবাসী।
সুধা বলে, নিজের গলায়, দিচ্ছে নিজে ফাঁসী,
তারা; ভুগ্‌বে দুঃখরাশি ॥

সুরা বলে, আমার মান্য, দেখ নাচে ভোজে।
সুধা বলে, সাধু যে, সে, তোমারে না খোঁজে,
সে যে তোমার 'কুহক' বোঝে ॥

সুরা বলে, আমার ভক্তের, কতই বাহার!
সুধা বলে, ঘরে তাদের, করে হাহাকার!
দুটি অন্ন মেলা ভার!

সুরা বলে, দেশের রাজা, আমার সহায়।
সুধা বলে, তার উপরেও রাজা আছে—হায়!
পরে, যে দণ্ডিবে তায় ॥

সুরা বলে, যথা তথা দেখ খোলাভাঁটি।
সুধা বলে, লোভে প'ড়ে গরিব হবে মাটী,
শেষে, বেচ্‌বে ঘটী বাটী ॥

সুরা বলে, আমায় কেহ ভুল্‌তে নাহি পারে।
সুধা বলে, তাইতে দেশ, গেল ছারেখারে,
ধরা ক্লান্ত পাপভারে ॥

সুরা বলে, আমার শিষ্যের, সখে ভরা প্রাণ।
সুধা বলে, ধরে তাই, বাস্তু-ভিটায় টান্,
পদে পদে হতমান ॥

সুরা বলে, আমার কাছে, সমান আত্মপর।
সুধা বলে, চৌর্য্য হত্যা, তব সহচর,
যাতে যেতে হয় শ্রীঘর ॥

সুরা বলে, বিশ্ব মাঝে, আমি মহারথী।
সুধা বলে, কু-প্রবৃত্তি তোমার সারথি,
সদা, তাই বিপথে গতি ॥
সুরা বলে, আমায় খেয়ে, মত্ত হয় নর।
সুধা বলে, আমায় খেলে রয় না ভবের ডর,
হয় অজর অমর ॥
এই রূপে উভয়েতে, বাক্‌বিতণ্ডা হয়।
লেখক বলে, ভেবে দেখুন পাঠক মহাশয়,
নেবেন, কাহার আশ্রয় ॥”
—শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

খেও না খেও না! ছুঁও না ছুঁও না! মদ বদ জিনিষ ভাই রে!
অপেয় অদেয় হেয় বস্তু অতি, মতিমান্ নরে করে হীনমতি,
অল্প দিনে ঘটে অশেষ দুর্গতি, সর্ব্বনাশের চাঁই রে।
বিনাশে পদ্ ঘটায় বিপদ, করে দুরাশয় করে চতুষ্পদ,
নরকের নদ্ পাতকের হ্রদ, মদ আপদের থাঁই রে।
সর্ব্বনেশে সুরা চাপে যার ঘাড়ে, কলেবর ত্যাগ করে গো ভাগাড়ে,
চিনি রিকাইন হয় তার হাড়ে, অলক্ষ্মীর বাড়ে চাঁই রে।
অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্যাগমন, অহরহ অপকর্ম্মে আকিঞ্চন,
অধর্ম্ম-ময়দানে করায় বিচরণ, বাছে না বলদ গাই রে।
—প্যারীমোহন কবিরত্ন।

বঙ্গবাসিগণের নিকট নিবেদন।

মদ্যপানের যে সমুদয় ভীষণ এবং রোমাঞ্চকর ফল পূর্ব্বে লিখিত হইল, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে,সে গুলি ভুল, অসত্য, অসম্ভব বা অতিরঞ্জিত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় যে, এরূপ মনে করাই ভ্রম; কারণ, আমাদিগের আত্মীয় ও বন্ধুদিগের মধ্যে সুরাপান-হেতু যে সকল ক্ষতি দেখা যায়, সে গুলি একত্র করিলে, সমগ্র দেশের কি ভীষণ পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে। নানা প্রকার তালিকা (statistics) সংগ্রহ করা, সুরাপানের ক্ষতি জ্ঞাত হইবার আর এক প্রকার উপায়; কিন্তু অনেকে বলেন, সুরা-বিদ্বেষীরা একদেশদর্শী; অতএব, তাঁহাদিগের দ্বারা লিখিত তালিকাদিতে বিশ্বাস করা যায় না। ইহা হইতে পারে যে, সুরা-বিদ্বেষীরা স্ব স্ব মত পোষণ করিবার জন্য, অনেক কথা বেশী করিয়া বলেন; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক এবং তাঁহাদিগের মধ্যে এত জ্ঞানী ও বিশ্বাস-যোগ্য লোক আছেন যে, তাঁহাদের কথায় অবশ্য অর্দ্ধেকও সত্য আছে। তাঁহারা সুরাপানের ক্ষতি যে পরিমাণে বর্ণনা করিয়াছেন, যদি তাহার অর্দ্ধেকও সত্য হয়, তাহা হইলে, পান-নিবারণ কার্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের স্কন্ধে গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। যাহা হউক, অনেক নিরপেক্ষ লোকের দ্বারা এবং গভর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে,সুরা-পানের কু-ফলের যে সমুদয় ভয়ঙ্কর হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই; তথাপি, আমি বলিতেছি, পরমেশ্বর করুন, যেন তাঁহাদের

উল্লিখিত ফল সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যা বলিয়া লিখিত হইয়াছে, প্রমাণিত হউক। হায়! হায়! মদ্যপানের ক্ষতি এত অধিক যে, বাহুল্য রূপে বর্ণন করা প্রায় অসম্ভব। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন সুরাপানের সমুদয় ক্ষতি জানিবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কি মানব-সমাজ হইতে এই ভয়াবহ পাপ দূর করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে প্রেম দেন নাই? কত মহাত্মা এই স্বর্গীয় প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ইচ্ছা করিয়া অনায়াসে অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া বিবিধ পাপ হইতে সমাজকে রক্ষা করেন নাই? তবে এস, প্রিয় বঙ্গবাসিগণ! মাদক-নিবারণের চেষ্টা করি, সময়ে কৃতকার্য্য হইব। যদি ধর্ম্মের জয় হইবে, এ বিশ্বাস থাকে, এবং যদি মানুষকে সুরা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করা ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা মানুষকে যে পরিমাণে ভাল বাসিয়া মাদক-নিবারণের জন্য কার্য্য করিব, ঠিক্ সেই পরিমাণেই কৃতকার্য্য হইব। মনে করিও না, একটু বারণ করিলেই লোকে আর মদ খাইবে না। মনে করিও না যে, সমস্ত বঙ্গদেশে দুই পাঁচ জন লোক সময়ে সময়ে বক্তৃতা করিলে, কিম্বা সামান্য চেষ্টা করিলেই, সুরাপান নিবারিত হইবে। যদি দশ জন স্বার্থত্যাগী সচ্চরিত্র লোক এই কার্য্যের জন্য দশ বৎসর প্রাণপণে খাটেন, তাহা হইলে, শত শত মাতাল মদ ছাড়িতে পারে। সহস্র সহস্র বৎসরের পাপ দূর করিতে অন্ততঃ এক শত বৎসর গত হইবে। তুমি নিতান্ত ভ্রান্ত, যদি তুমি মনে কর যে, সুরাপান নিবারণের জন্য এ দেশে যাহা করা উচিত, তাহার শতাংশেরও

একাংশ করা হইয়াছে। যখন দশ জন লোকও লক্ষ লক্ষ মাতালের, লক্ষ লক্ষ পরিবারের দুর্দ্দশা দেখিয়া, এক বৎসরও পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, প্রাণের সহিত, ভালবাসার সহিত, লোকগুলিকে মদ্যপান করিতে বারণ করে নাই, তখন কি করিয়া জানিলে যে, চেষ্টা করিলে, কার্য্য হয় না? কোটি কোটি টাকা যে মদে উৎসন্ন যাইতেছে, তাহা নিবারণ করিবার জন্য কি লক্ষ টাকাও ব্যয় করিবে না? যাহাতে লক্ষ লক্ষ পরিবারের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার জন্য কি এক সহস্র লোক প্রাণপণে খাটিবে না? প্রত্যেক মদের দোকানের সম্মুখে অন্ততঃ এক জন লোকও প্রতিদিন ৪।৫ ঘণ্টা ধরিয়া এক বৎসর কাল নির্ভয়ে, শান্ত-ভাবে, বিনয়-পূর্ব্বক লোকগুলিকে মদ ছাড়িতে বলে, কত শত মাতাল বাঁচিয়া যায়—যাহারা দুই গ্লাস মদ খাইত, তাহারা অন্ততঃ দেড় গ্লাস খায়, এবং শুঁড়ীদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়; কারণ, বিবেকের বাণী শুনিলে, পাপী পাপ করিতে ভয় পায়।

অনেকে বলেন, সুরাপান-নিবারিণী সভা দ্বারা অল্প উপকার হয়, কিম্বা কোন উপকার হয় না। ইহা অনেক স্থলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ সকল সভা দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। তবে, দুই পাঁচ জন অল্প-ক্ষমতাপন্ন লোকের নিকট বা অল্প অর্থ ব্যয় দ্বারা কি রূপে অধিক ফল আশা করা যাইতে পারে? অনেকে সুরাপানের পক্ষ বলিয়া কি সুরাপান নিবারণের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে পারে? অনেকে মিথ্যাবাদী বলিয়া, কি সত্য নিষ্ফল হইতে পারে? অনেকে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে না বলিয়া কি কখন স্বাস্থ্যের নিয়ম অকার্য্য-

কারী হয়? কোন মত আপনা আপনি প্রচারিত হয় না; কিন্তু স্বার্থত্যাগী ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্ত ও চেষ্টা দ্বারাই মত প্রচারিত হয়। কেবল ঐ সকল মহৎ ব্যক্তি যখন মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করিয়া কার্য্য করেন, তখনই অনেক সু-ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

মানুষকে পাপের প্রলোভন হইতে মুক্ত করা সহজ নয়। বরং অত্যুচ্চ পর্ব্বতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সমভূম করা সহজ; বরং এই কলিকাতা রাজধানীকে ২।৪ বৎসর মধ্যে স্থানান্তরিত করা সহজ; কিন্তু এই কলিকাতার মধ্যে হাজার হাজার সুরাপায়ীকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করা সহজ নয়। যখন আমাদের কোন আত্মীয় বা বন্ধু মাতাল হইলে, তাহাকে পরিত্রাণ করিতে কত লোককে কত যত্ন করিতে হয়, তাহা হইলে, হাজার হাজার মাতালকে উদ্ধার করিতে অনেক অধিক লোকের আবশ্যক হইবে; তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই কলিকাতা নগরীর ২০ ০০০ পরিবারের জন্য অন্ততঃ ২০ জন লোককে কেবল এই কার্য্যের জন্য আমরণ-কাল খাটিতে হইবে। আরও বিবেচনা করুন, সুরার প্রতি আসক্তি এক বার দূর করিয়া দিলেই নিস্তার নাই; হয় ত, কিছু দিন পরে আবার আসিয়া জুটিবে। কতকগুলি লোক আবার এমন জড়ভাবাপন্ন যে, তাহাদিগকে মাদক-সেবনের যতই কেন ভয়াবহ সর্ব্বনাশ দেখাইয়া দাও না, তাহাদের হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইয়া মদ্যপানের প্রতি ঘৃণা জন্মায় না— অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য না করিলে, তাহাদের চেতনা হয় না।

বদ্ধ মাতালকে মায়াবিনী সুরার হস্ত হইতে মুক্ত করা এক প্রকার অসম্ভব; এই জন্যই, অনেকে বলেন যে, ঐ বিষয়ে

বৃথা পরিশ্রম করা কেন? তাঁহাদের উত্তরে আমি বলি যে, যাহারা মদ খায় নাই, কিম্বা মাতাল হয় নাই, মদের প্রতি তাহাদের চির-বিদ্বেষ জন্মাইতে চেষ্টা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে যে লক্ষ লক্ষ লোক, যাহারা মাতাল হইতে পারে, তাহাদের তুলনায় বর্ত্তমান মাতালের সংখ্যা অতি অল্প। যদি বর্ত্তমান মাতালদিগের মৃত্যু হইলেই, সুরাপান বা মত্ততা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে, হে ভারতবাসিগণ, এ বিষয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই; কারণ, ২০।২৫ বৎসর পরেই আমরা সুরা-রাক্ষসীকে যমালয়ে পাঠাইতে পারিব—কিন্তু হায়! সে আশা নাই! আমরা যদি এখন হইতে বালকদিগকে একেবারে সুরাপান করিতে বারণ না করি, এক সময়ে আমাদিগের মধ্যে গভীর ক্রন্দনের দিন আসিবে।

আমি যত লোকের সহিত সুরাপান বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি, প্রায় সকলেই বলেন যে, পান-নিবারণ-কার্য্য নিষ্ফল হয়; নতুবা, বহু দিন স্থায়ী হয় না। অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এই রূপ নিরাশায় উপনীত হইয়া ক্রমশঃ নিশ্চেষ্টতার গভীর কূপে নিমগ্ন হন। আমার বিশ্বাস যে, যেমন জড়জগতে কোন পরমাণুর ধ্বংস নাই, সেই রূপ মনোজগতে কোন ভাবের বিনাশ হয় না। এই পৃথিবী এক সময়ে বাষ্পাকারে ছিল, এবং পরমেশ্বরের অবিচলিত নিয়মে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়াছে; কিন্তু অস্থির প্রকৃতি মানবদিগের মনোজগতে অসাধু ভাব-সমূহ চির কালের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধু ভাবের আবির্ভাব হইতেছে না। আমরা ক্রমাগতই মানব জীবনে সাধু অসাধু ভাবের সমাবেশ ও আবির্ভাব তিরোভাব দেখিতে পাইতেছি। এই জন্যই, জ্ঞানী

ঋষিদিগের আধ্যাত্মিক আর্য্য ধর্ম্ম আজ কাল কপটতাপূর্ণ ও কু-সংস্কারাচ্ছন্ন কার্য্য-কলাপে পর্য্যবসিত হইতেছে; সাধু যিশুর উদার একেশ্বরবাদ সঙ্কীর্ণ খৃষ্টধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, এবং চৈতন্য দেবের প্রেম ও ভক্তির ধর্ম্ম মলিনতা ও অসারতা যুক্ত হইয়াছে। এরূপ জগৎপূজ্য সাধুদিগের কীর্ত্তি যখন বহু শতাব্দি অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা পাইল না, তখন তাঁহাদিগের অপেক্ষা নিম্ন-শ্রেণীর লোকদিগের পান-নিবারণ শিক্ষার প্রভাব যে, বহু কাল বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা আশা করা দুরাশা মাত্র। অবনিকে শস্যশালিনী করিবার জন্য যেমন প্রতি বৎসর বারি-বর্ষণ আবশ্যক; রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য যেমন সেনা সমূহ ও বিচারালয়ের আবশ্যক; দেহকে রোগমুক্ত করিবার জন্য যেমন চিকিৎসকের চিরকাল প্রয়োজন; মনকে উন্নত ও পবিত্র রাখিবার জন্য যেমন শিক্ষক ও ধর্ম্মাচার্য্য না থাকিলে, সমাজের ক্ষতি হয়; সেই রূপ সুরার আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, এই সম্বন্ধে রাজার শাসন ও সুনিয়ম; সাধু ও দেশহিতৈষিগণের চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ; পরিজনবর্গের মধ্যে সুশিক্ষা, সুখশান্তি ও পবিত্র আমোদের বিস্তার; এবং ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা, পাপের প্রতি ঘৃণা ও উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছা চিরকাল বর্ত্তমান থাকা অতীব প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া দেশের এই হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত। মদ খাইয়া অপরের সর্ব্বনাশ হইতেছে, আমি তাহাকে কেন বারণ করিব?—এ কথা যে বলে, তাহার দ্বারা সমাজের অবনতি হয়। আমাদের প্রতিবেশীর ঘরে আগুন

লাগিলে, আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নয়। সমাজের মধ্যে দশ জনের পাপ অপর দশ জনে সংক্রামিত হইয়া, বংশ-পরম্পরা তাহার কু-ফল উৎপন্ন করে। তুমি মাদক-নিবারণের জন্য চেষ্টা করিলে, হয় ত, অনেক মূঢ় উপহাস করিবে; কেননা, পরের জন্য খাটিলেই লোকে পাগল বলে। সকলেই যদি টাকা টাকা করিয়া মরিবে, তবে আর সাধারণের জন্য খাটিবে কে? কেহ যদি দশ জন লোককে সুরা-রাক্ষসীর হস্ত হইতে বাঁচান, এবং জীবনে একটিও টাকা উপার্জ্জন করিতে না পারেন, তিনি ধন্য! কিন্তু যদি তুমি এই উপহাস ও অশেষ প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সত্য পথ হইতে বিচলিত না হও, সময়ে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে এবং প্রাণে অপার আনন্দ লাভ করিবে। সমাজের সামান্য অবহেলার জন্য যে কত ক্ষতি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি সত্য ঘটনা লিখিতেছি;—

নিউইয়র্ক কারাগারের ডগ্‌ডেল্ সাহেব নিম্ন-লিখিত বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন;—৮৫ বৎসর পূর্ব্বে মার্গা-রেট্ নামে এক অনাথা বালিকা হড্‌সন্ নদের তীরবর্ত্তী নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যদি গুটি কত টাকা খরচ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং একটি ভদ্র বংশে রাখা হইত, তাহা হইলে, সে ভবিষ্যতে সত্য ও ধর্ম্ম পথে থাকিতে পারিত। কিন্তু সেই দুর্ভাগা বালিকা গলিতে গলিতে ও রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাইতে লাগিল; কখন কিছু অন্ন পাইত; কখন বা ক্ষুধিত থাকিত; শীত কালে পান্থনিবাসে রাত্রি কাটাইত, এবং গ্রীষ্ম কালে দিনে চুরি করিত ও রাত্রে মাঠে পড়িয়া ঘুমাইত। পাঁচ শত টাকা খরচ করিলে, সে বালিকা

রক্ষা পাইত। এই রূপ দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিয়া কি আর সে গৃহস্থের স্ত্রী ও কন্যাদিগের ন্যায় সরলা ও পবিত্রা হইতে পারে? সে অল্প দিনের মধ্যেই নষ্টা ও দুষ্টা হইয়া পড়িল এবং তাহার পুত্র হইতে এক ভয়ানক দুষ্কর্ম্মান্বিত বংশ উৎপন্ন হইল। এই বংশের অনেকে মাতাল, উন্মাদ (idiots), চোর, জুয়া-চোর, খুনী ও ডাকাত হইয়াছিল। ঐ অনাথা মার্গারেটের বংশধরেরা ৭০৪ বার রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিল এবং দুই শত বৎসর জেলে কাল কাটাইয়াছিল। এই বংশে এক জনও সৎ-লোক জন্মিয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই। যে সমাজ পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সমাজ-কেই কর্ত্তব্য পালন না করাতে, ঐ সকল দরিদ্র ও রুগ্নদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইয়াছিল, উহাদিগকে খরচ করিয়া জেলে রাখিতে হইয়াছিল, ঐ সকল চোর, জুয়াচোর ও ডাকাত-দিগের দ্বারা ভয় ও কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এত করাতেও সমাজের অনেক লোক ঐ সকল দোষীদিগের দৃষ্টান্তে কু-পথে গিয়াছিল।

তুমি হয় ত বলিবে, মাতাল বা পরিমিতপায়ীদিগকে বারণ করিলে, শোনে না। দুঃখের সহিত ও প্রাণের সহিত বারণ করিলে অবশ্যই শুনিবে। যাহারা আত্মীয় ও বন্ধুদিগের ক্রন্দনে কাণ দেয় না, তাহারা অনেক সময়ে অপরের কথা শুনে। যাঁহারা বলেন বালক, ও নিরক্ষরদিগকে মদ্যপানের অশেষ প্রকার কু-ফল জ্ঞাত করিলেও তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি পান হইতে বিরত হইবে না, তাহারা জানে না যে, 'সুশিক্ষার ফল ফলিবেই ফলিবে। কতকগুলি

লোক বলেন যে, বালকদিগকে সুরাপান করিতে নিবারণ করিলে, কোন ফল হয় না। তাঁহাদের প্রতি আমার এই উত্তর যে, কিছু না কিছু ফল হয়। উপদেশ দিলে, যদি দুই চারি জন বালকও তাহা করে, তাহা হইলে, তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অনেকে ভাল হইতে পারে। বিদ্যালয়ে সকল বালককেই সত্য কথা বলিতে উপদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু হয় ত, সহস্র জন বালকের মধ্যে এক জন বালক সেই উপদেশ মত কার্য্য করে। এই জন্য, কি কেহ কখনও বলেন যে, বালকদিগকে ঐ রূপ উপদেশ দেওয়ার আবশ্যক নাই? সেই প্রকার অনেক বালক ভবিষ্যতে সুরাপান করিবে বটে; তথাপি, তাহাদিগকে প্রথমে সাবধান করাই আমাদের উচিত। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, বালকদিগকে সুরাপান করিতে বারণ করিলেই, তাহাদের পান করিবার লোভ জন্মিবে; যদি বাস্তবিক এরূপ ঘটে, তাহা হইলে, তাহাদিগকে সকল প্রকার অসৎ-কর্ম্ম করিতে বারণ করা উচিত নয়। অতি অল্প-সংখ্যক বালকের এই রূপ লোভ হইতে পারে; কিন্তু তাহারও কারণ আছে। অনেক শিক্ষক আপনারা দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়াও, ছাত্রদিগকে সেই সকল দুষ্কর্ম্ম করিতে নিবারণ করেন বলিয়া, তাঁহাদের উপদেশে অল্পই ফল হয়। যাহারা মদ্যপানের ভীষণ ও অসীম অপকার জানিয়াও মদ্যপান ত্যাগ করে না; মদ্য-পায়ীদিগের জন্য কিছু মাত্র কাতর হয় না; অথবা বলে, এত সামান্য অপকার!—তাহাদের হৃদয় পাষাণ সমান, তাহারা ভারত-মাতার কু-সন্তান, তাহাদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত মুখ্য বা গৌণ ভাবে ভোগ করিতেই হইবে।

পানমত্ততা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই, এই মন্দের ভাল। সেই সকল দেশের অপেক্ষা এদেশে অতি অল্পসংখ্যক লোক, অল্প ব্যয়ে অল্প পরিমাণে সুরাপান করে। এজন্য মাতালের সংখ্যা অল্প। কিন্তু ইহা অকাট্য সত্য, যে মাতালের অবস্থা সর্ব্বদেশে সমান। কতকগুলি লোকের বিশ্বাস যে, শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে আজকাল মাতলামি কম হইয়াছে। আমার বোধ হয়, হয়ত তাঁহাদিগের মধ্যে মাতালের সংখ্যা কম হইয়াছে, কিন্তু নিত্য-পায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক, যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, যে বঙ্গদেশে মদের খরচ দিন দিন বাড়িতেছে, তখন ইহা নিশ্চয়, যে শ্রমজীবী বা অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে পানমত্ততা বিস্তৃত হইতেছে। অতএব আমাদের মধ্যে কোন শ্রেণী উৎসন্ন যাইতেছে, ইহা আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া দেখা উচিত নয়। আমরা এক্ষণে অন্যদেশ অপেক্ষা অল্প চেষ্টা করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারি। কিন্তু এই সময়ে এই পাপস্রোতে বাধা না দিলে, হয়ত ২০।২৫ বৎসর পরে এদেশ সুরাপান-সাগরে ডুবিবে। যখন বিলাতে দাস-ব্যবসায় প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন দুই চারিজন লোক ভিন্ন কে মনে করিয়াছিল, যে এ প্রথা উঠিয়া যাইবে? কিন্তু ২০ ক্রোর টাকা ব্যয়ে, অনেক মহাত্মার ৫০ বৎসর পরিশ্রমে, এবং শত শত লোকের রক্তপাতে, এই ঘৃণিত ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। এখন যদি দশ জন গণ্য মান্য লোক আমরণ ইহার জন্য প্রাণপণে খাটিয়া এই দেশহইতে পানপ্রথা উঠাইতে পারেন, পঞ্চাশ বৎসর পরে শত জন লোকেও

সেই কার্য্য করিতে পারিবে না। কারণ পাপেচ্ছা ও পাপকার্য্য সহজে বৃদ্ধি পায়।

সকলে মিলিয়া গভর্ণমেণ্টকে মদ্য-বিক্রয় উঠাইয়া দিতে অনবরত বলিলে অবশ্যই গভর্ণমেণ্টকে শুনিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, মত্ততা কমাইবার জন্য আবকারী ডিপার্ট-মেণ্টের সৃষ্টি। তবে হয়ত অর্থের লোভে পড়িয়া তাঁহারা আবকারীর এই মূল নিয়ম পালন করিতে অনিচ্ছুক। গভর্ণমেণ্ট আবকারী ডিপার্টমেণ্টের লাভ আমাদিগের নিকট অন্য কোন প্রকারে চাহিতে পারেন। বরং স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহাও দেওয়া উচিত, তথাপি লক্ষ লক্ষ লোক মদ খাইয়া অর্থ নষ্ট করিবে, পশুত্ব লাভ করিবে, সমাজ মধ্যে রাশি রাশি অত্যাচার করিবে, এবং রোগ, পাপ ও যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইবে, ইহা আমাদিগের নিশ্চিন্ত হইয়া দেখা উচিত নয়। লোকে টাকা দিয়া বিষ কিনিবে এবং সেই বিষ খাইয়া শরীর, মন ও আত্মাকে কলুষিত করিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? বরং টাকাগুলি অতল সাগরে চিরদিনের জন্য ফেলিয়া দেওয়া ভাল। অধিক ধন উপার্জ্জন করিয়া অপব্যয় করা অপেক্ষা, অল্প ধন উপার্জ্জন করিয়া সদ্ব্যয় করা প্রার্থনীয়।

যদি স্বদেশের উন্নতির দিকে লক্ষ্য থাকে এবং যদি শরীর ও মনকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিতে চাও, মদ খাইও না ও অপরকে খাইতে বারণ কর। কেবল ঔষধার্থে পান করিতে পার। অনেকে রোগ ও দুর্ব্বলতা হইয়াছে, এই ছল করিয়া মদ খায়। যদি চিকিৎসক বিবেচনা পূর্ব্বক রোগে মদ দেন, তাহা হইলে আমাদের বোধ হয়, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কোন লোককে জন্মের

মধ্যে ৪।৫ বারের অধিক মদ খাইতে হয় না। যদি ভারতবাসীর দুঃখে কাতর হইয়া থাক, ভাইরে, কেহ আর বলিও না যে, মদ্যপানে সামান্যই ক্ষতি হয়।

অনেকে অনেক সৎকার্য্য সাধনের জন্য যত্ন করেন। কিন্তু মাদক নিবারণ যে অনেক সৎকার্য্যের মূল, তাহা আমরা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি। যেমন নগরে নগরে দেবালয়, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, পুস্তকালয়, স্বায়ত্ব শাসনের কার্য্যালয় ইত্যাদি থাকা উচিত, তেমনি মাদক-নিবারিণী সভাও থাকা উচিত। দুর্ভিক্ষ, রোগ, মড়ক, অত্যাচার, সাংসারিক কষ্ট ইত্যাদি আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই ও তাহা নিবারণ করিতে যত্ন করি; কিন্তু মদ ঐ সকলের একটী প্রধান কারণ, অতএব আমাদের উহাকে কোন প্রকারে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। পারিবারিক মঙ্গলের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গলের জন্য, রোগ, শোক, দারিদ্র্য ও অকালমৃত্যু দূরীভূত করিবার জন্য, এবং মানব-জীবনকে পবিত্র রাখিবার জন্য, সকলেরই এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। সকল জাতি, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, প্রায় সকল অবস্থায় মদের অপকারিতা স্বীকার করিয়াছে। ইহাতে মতের একতা আছে। সকল জাতি মিলিত হইয়া এই কার্য্য করিতে পারে। মানুষের রোগ ও মৃত্যু হইলে আমরা যেরূপ ভাবিত হই, মানুষ মাতাল হইলেও সেইরূপ ভাবিত হওয়া উচিত। মদ্যপান নিবারণ করিলে নীতিসংস্কার, সমাজসংস্কার ও জাতীয় উন্নতি সাধন করা হইবে।

ভাই বঙ্গবাসী! নিরাশার কথা বলিও না। ঈশ্বরের ধর্ম্ম-নিয়মে অবিশ্বাস করিও না। এটি অভ্রান্ত সত্য, যে যদি

জ্ঞানী, উদার, স্বাধীন, প্রেমিক, সত্যবাদী, পবিত্রাত্মা পাঁচজন সাধুলোক নিঃস্বার্থভাবে কোন দেশের জন্য কার্য্য করেন, কেবল সুরাপান কেন, শত শত পাপ হইতে সেই দেশ উদ্ধার হইয়া যায়। দয়াময় পরমেশ্বর দেশের দুর্গতি দেখিয়া সময়ে সময়ে এরূপ লোক পাঠাইয়া দেন। এখন যদি সেরূপ লোক এদেশে না থাকেন, আশা ছাড়িও না। কিন্তু সেরূপ মহাত্মাদিগের আশায় আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া না থাকি। তুমি আমি অতি অল্প উপকার করিতে পারি বলিয়া কি করিব না? আমরা স্বকীয় বিবেকানুসারে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিব,—ফলাফল ভগবানের হাতে। এ সংসারে ভালবাসা অপেক্ষা, পরোপকার অপেক্ষা কি সুখ আছে? ভারতের দুঃখ দেখিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদ—এবং দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট দেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা কর। তিনি সৎপথ দেখাইয়া দিবেন। যিনি আজীবন সেই পথে চলিবেন, তিনি নিজের ও দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন। হে দীনবন্ধু দয়াময়! আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভারতবর্ষ যেন মাদক-সেবনরূপ পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া, পবিত্রতার ক্রোড়ে শান্তি লাভ করে।

হে সুরাব্যবসায়িগণ! তোমরা যে সামান্য অর্থলোভে প্রাণের ভাই ভগ্নীকে সুরাবিষ বিক্রয় করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছ, তাহা কি তোমরা জানিতেছ না? তোমাদের এই মহাপাতকের জন্য কত জনক জননী, কত অনাথা বিধবা রমণী, কত নিঃসহায় শিশু সন্তান, চক্ষের জল ফেলিতেছে ও তোমাদিগকে শাপ দিতেছে। ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও,

যে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ এই অসং ব্যবসায়ের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া ও পাপের মধ্যে বসবাস করিয়া অধঃপাতে যাইবে। ধিক্! ধিক্! এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের জন্য তোমাদিগকে পরলোকে হয়ত কত যাতনা সহ্য করিতে হইবে। মিনতি করি, আর সুরা বিক্রয় করিও না,—আর মানুষের বুকে ছুরি বসাইও না।

এই ব্যবসায় করিয়া তোমরা যে, অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রাণে মারা যাইতেছ, তাহা নিম্নে দেখাইতেছি;—

ইংলণ্ডের জন্ম মৃত্যুর প্রধান রেজিষ্ট্রারের ১৮৮০-৮১-৮২ সালের রিপোর্টে লিখিত আছে যে, 'ঐ সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডে ২৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক সকল শ্রেণীর পুরুষের বাৎসরিক মৃত্যু-সংখ্যা ১০০০ ধরিয়া এবং ঐ অনুপাতানুসারে হিসাব করিয়া; নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া, ইহাই দেখা যাইতেছে যে,—যে সকল শ্রেণীর লোকেরা ভাল করিয়া খাইতে বা পরিতে পায় না, যাহাদিগের বাস করিবার ভাল স্থান নাই, যাহাদিগকে দূষিত বায়ু সেবন করিতে হয় এবং যাহাদের অকস্মাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগের অপেক্ষাও সুরাব্যবসায়ীদিগের মৃত্যু সংখ্যা অধিক।'

প্রচারক ও ধর্ম্মযাজক	৫৫৬
কৃষক ও মাঘুড়ে	৬৩১
কয়েকটী স্বাস্থ্যকর প্রদেশের গড় ...	৮০৪
ছুতার	৮২০
যাহারা কয়লার খাদে কাজ করে ...	৮৯১

রাজমিস্ত্রি ও রাজমজুর	... ...	৯৬৯
সকল পুরুষের গড়	... ...	১০০০
যাহারা গ্যাস ড্রেন ও জলের পাইপ বসায় ও রংরাজ	... ...	১২০২
যাহারা মদ তৈয়ার করে	... ...	১৩৬১
শুঁড়ি, যাহারা রাস্তায় রাস্তায় মদ বিক্রয় করে, ও যাহাদের মদের হোটেল আছে	...	১৫২১
হোটেল ও মদের দোকানের চাকর	...	২২০৫

রেজিষ্ট্রার জেনারাল বলিয়াছেন ;—"যাহাদের-মদ্য ব্যবসায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।" শীতপ্রধান ইংলণ্ড দেশে যখন লোকে সুরাবিষের সংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, এই উষ্ণদেশে কিরূপে পারিবে? হে সুরাব্যবসায়িগণ! অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তোমাদিগের মধ্যেও এইরূপ অকাল মৃত্যু হইতেছে কি না। ধনের জন্য অকালে প্রাণে মারা যাইও না।

শিক্ষকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা সকল প্রকার নেশা ত্যাগ করিয়া, ছাত্রদিগকে সুশিক্ষাদান ও সদ্দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনরূপ পবিত্র ও গুরুতর কার্য্য করুন। চিকিৎসকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা যেন মদ্যপান ত্যাগ করিয়া আপনাদিগকে ও রোগীদিগকে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। বঙ্গমহিলাদিগের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন বালকদিগকে যত্ন ও স্নেহের সহিত একেবারে পান করিতে নিষেধ করেন। ধনীদিগের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এরূপ কার্য্যকে 'ঘরের

খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান' বিবেচনা না করেন। তাঁহাদের এই ভাব যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। মানুষকে সৎশিক্ষা দান করিবার জন্য অকাতরে ব্যয় করা অপেক্ষা অধিক পুণ্যকর্ম্ম আর নাই। আমাদের দেশের যে সকল ধনবান ব্যক্তি বিলাসিতার জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং সন্তানদিগকে সৎশিক্ষা না দিয়া তাহাদিগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করা, ধনের কেবলমাত্র সদ্ব্যবহার বিবেচনা করেন; ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরেরা মদ্যপান প্রভৃতি পাপে লিপ্ত হইয়া বংশকে কলঙ্কিত ও ছারখার করিয়া ফেলে। ইহাও তাঁহাদের জানা উচিত যে, দরিদ্র সন্তানেরা কুশিক্ষাবশতঃ পাপপরায়ণ হইলে, ধনবানের সন্তানগণ সহজে ধর্ম্মপথে চলিতে পারে না। অতএব দরিদ্রদিগের সুশিক্ষার জন্য ধনীদিগের অর্থ ব্যয় করা বিশেষ আবশ্যক।

সুরাপান সম্বন্ধে কতকগুলি মনোহর ও প্রয়োজনীয় পুস্তক, পুস্তিকা, চিত্র ও সংবাদপত্রের তালিকা।

বাঙ্গালা পুস্তক।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, দ্বিতীয়ভাগ (অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত)—কলিকাতার অনেক প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৸৵০

মদিরা (ডাক্তার শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র প্রণীত)—কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে" পাওয়া যায়। মূল্য ৸৵০

চিকিৎসা সম্মিলনী, (১২৯৩ সন) ৩য় খণ্ড, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা; ৪র্থ খণ্ড, ২য় ও ৩য় সংখ্যা।—কলিকাতা, ২০০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য মোট ... ... ১॥০

ইংরাজি পুস্তক।

Well-Wisher. A Monthly Journal. Edited by the late Babu Peary Churn Sirkar. Vols. I, II, & III. Now out of print.—Can be had of me *only* for perusal.

Board's Rules for the guidance of Officers engaged in the administration of the Excise Department in the Lower-Provinces of Bengal. (Latest edition will be shortly out.) Rs.———

Report of the Excise Commission appointed by the Lieutenant-Governor of Bengal in 1884. Rs. 8-0-0.

Resolutions of the Lieutenant-Governor of Bengal on the Excise Adminstration Reports of Bengal. Printed every year in the *Calcutta Gazette*. Rs. 0-8-0

—Can be had from the Superintendent, Government Printing, Bengal, Writers' Buildings, Calcutta.

East India (Abkari Administration.) A Despatch from the Government of India to H. M.'s Secretary of State for India, No. 169, dated Simla, 25th June 1887. 4½d.

—Can be had from the Publishers, Messrs. Eyre and Sopttiswood. East Harding Street, London, E. C.

A Lecture on Alcohol by Canaye Lala Pyne. Rs. 0-8-0

—Can be had of the Author, at 9 Arpooly Lane, near College Spuare, Calcutta.

Annual Reports of the Soldiers' Total Abstinence Association. Free, except postage.

On Guard. A Monthly Journal of the Soldiers' Total Abstinence Association. Annual Subscription Rs. 2-0-0

—Can be had from Messrs. E. J. Lazarus & Co., Medical Hall Press, Benaras.

Annual Reports of the United Kingdom Alliance. Free, except postage

The Alliance News. A Weekly Newspaper. 1d. A very interesting, but cheap paper, issued since 1854. The Organ of the United Kingdom Alliance. 10s. 10d. per annum including postage for India.

—Can be had from the Manager, "Alliance News," Grosvenor Chambers, 16 Deansgate, Manchester, England.—Subscribers of upwards of 10s. to the U. K. Alliance can get a copy free.

STANDARD TEMPERANCE WORKS.

Alcohol : its Place and Power.* By James Miller, F. R. S. C. Cheap edition ... ... 1s.

On Alcohol.* A Course of six Cantor Lectures delivered before the Society of Arts. By DR. B. W. Richardson. Paper cover ... ... 1s.

The Bases of the Temperance Reformation. By the Rev. D. Burns, M. A. Paper ... 1s. 6d.

Haste to the Rescue. By MRS. Wightman. 1s. 6d.

One Hundred Years of Temperance. 1785—1885. A Memorial Volume of the Centennial Temperance Conference in Philadelphia, Pa., in September 1885. Volume of 659 pages. Cloth gilt ... 12s. 6d.

Physiology of Temperance and Total Abstenence. An Examination of the effects of the use of Alcoholic Liquors on the Human System. By DR. W. B. Carpenter, F. R. S. ... ... 1s.

Temperance Reformation and its Claims upon the Christian Church.* By the REV. James Smith, M. A. 250 Guineas Prize Essay. 400 pages. 5s.

Worship of Bacchus a Great Delusion. Illustrated with drawings, diagrams, facts, and figures 1s.

Hand-Book of Temperance History. Edited by Robert Rae, Secretary to the National Temperance League. ... ... 2s.

The Alliance First Prize Essay: An Argument for the Legislative Prohibition of the Liquor Traffic. By DR. F. R. Lees. 100 Guineas Prize Essay. Together with the Sequel to the Essay. ... 1s. 6d.

The Temperance Lesson Book. A Series of

***Books marked with asterisk* can be had from the Superintendent, Bible and Tract House, 23 Chowringee Road, Calcutta.**

Short Lessons on Alcohol and its action on the Body. Designed for Schools and Families. 45th. Thousand. By Dr. B. W. Richardson. ... 1s. 6d.

Orations by John B. Gough.* ... ... 2s. 6d.

STATISTICAL WORKS.

The National Temperance League's Annual. 1881 to 1888. Each ... ... 1s.

Convocation Report of Canterbury ... 1s.

Our National Drink Bill, as it affects the Nation's Well-being. By William Hoyle. 200 pages. 2s. 6d.

Our National Resources and how they are Wasted. By W. Hoyle. ... ... 4d.

Vital Statistics on Total Abstenence. By Rev. D. Burns, D. D. ... ... 1d.

BIOGRAPHICAL.

Auto-biography of J. B. Gough.*... ... 1s.

Early Heroes of Temperance Reformation.* By W. Logan. ... ... 1s.

Father Mathew: A Biography. By J. F. Maquire, M. P. ... ... 6d.

George Easton's Autobiography. ... ... 1s.

A Brief Memoir of J. B. Gough. ... ... 1d.

A Biographical Sketch of J. B. Gough. 1d.

Autobiography of Joseph Livesey. ... 9d.

The World's Workers. ... ... 1s.

STORIES.

By the Trent.* By Mrs. Oldham. £250 Prize Tale. ... ... 1s.

Danesbury House.* £100 Prize Tale. By

MRS. Henry Wood. ... ... 1s.

Rachel Noble's Experience. £105 Prize Tale. By Bruce Edwards. ... ... 1s.

Ten Nights in a Bar Room, and What I saw there. By T. S. Arthur. ... ... 6d.

Three Nights with the Washingtonians.* By T. S. Arthur. ... ... 6d.

PENNY STANDARD TEMPERANCE TRACTS.

Alcohol and Disease. By the Right Rev. the Lord Bishop of London, and the Ven. Archdeacon Farrar.

The Claims of Total Abstenence Movement on the Educated Classes. By the Ven. Archdeacon Farrar.

Make Straight Paths for your feet. By Do.

A Nation's Curse. By Do.

Reasons for Total Abstinence. By Do.

The Shadows of Civilization. By Do.

Who are for us, and who are against us. By Do.

How Working Men may help themselves. By Do. and Dr. B. W. Richardson.

Heridity of Alcohol. By DR. Norman Kerr.

Moderate Drinking. By SIR H. Thomson, DR. B. W. Richardson, &c.

Strong Drink and its Results. By Rev. D. S. Govett, M. A. (A very interesting pamphlet.)

What shall Medical Men say, about Alcoholic Beverages? By J. James Ridge, M. D., &c.

Bessbrook and its Linen Mills. A Short Narative of a Model Temperance Town. By J. Ewing Ritchie.

How to Cure and Prevent the Desire for Drink. By T. H. Evans.

The Moderate use of Intoxicating Drinks. By Dr. W. B. Carpenter.

Six Sermons on the Nature, Occasions, Signs, Evils, and Remedy of Intemperance. By the Rev. Dr. Beecher.

Temperance Witness Box. By Rev. Charles Bullock.

The Wine Question. By Dr. F. R. Lees.

Who is responible? An Appeal to Conscience. By Dr. Grinrod.

A Striking Argument. For four young men. By T H. Evans.

An Exposition of the Order, Principles, and Aims of the Good Templars. By Councillor J. Coward.

PERIODICALS.

The British Temperance Advocate. Organ of the British Temperance League. Monthly, 1d. For India 2s. 6d. per annum.

British Workman. Monthly, same rate.

League Journal. Organ of the Scottish Temperance League. Weekly, 1d. For India 10s. 10d. per annum.

The Temperance Record. Organ of the National Temperance League. Weekly, same rate.

The Medical Temperance Journal. Organ of the British Temperance Medical Association. Quartly, 6d. For India 2s. 6d. per annum.

MISCELLANEOUS.

"The Worship of Bacchus", a picture, 47 inches by 30 inches. This remarkable Engraving, first

publicly exhibited in 1862 and privately explained to the Queen in 1863, contains over 1000 figures, each figure portraying a character or a passion—the whole presenting a history of the customs and manners of the present century. Prints 10s. 6d. Coloured prints, £2. 2s.

A Key to the Worship of Bacchus, as described by the Artist. Printed the same size as the plates, and arranged in the same order as the picture itself. A necessary Companion to the Work, 4d.

The Warship of Bacchus. A Critique of this Painting, a descriptive Lecture, and Opinions of the Press. 3d.

A Complete Catalogue of Temperance Literature in stock at the National Temperance Publication Depôt. (Of 48 pages). ... ... Post free.

———The above Books, Pamphlets, Newspapers, and Picture can be had from the Manager, National Temperance Publication Depôt, 337, Strand, London, W. C. ——Some of the above books can be had from Messrs. E. J. Lazarus & Co., Medical Hall Press, Beneras.

A LIST OF AMERICAN BOOKS.

Alcohol and the State. A discussion of the Problem of law as applied to the Liquor Traffic. 411 pp. By R. C. Pitman, LL. D., Associate Judge. 50 cents.*

Buy Your Own Cherries. By J. W. Kirton. 4 illustrations. 10 cents.

---

*$1 = 1 dollar = 100 cent = 4s. 2d.

Cannon Farrar's Reception. With an excellent likeness of Cannon Farrar. 48pp. 10cts.

John B. Gough. Anniversary Addresses for the National Temperance Society. 48pp. 10 cts.

National Temperance Almanac. An admirable yearly handbook, full of interesting facts, figures and statistics. 72 pp. 10 cts.

Primary Temperance Catechism. By Julia Colman. 13 illustrations. 32pp. 5 cts.

Prohibition Does Prohibit. By J. N. Stearns. 120pp. 10 cts.

Temperance and Legislation. By Cannon Farrar. 24pp. 10 cts.

Talks on Temperance By Do. 32pp. 10 cts.

Fruits of the Traffic. By S. Stebbins, M. D. 198pp. 25 cts.

Alcohol and Science. $ 500 Prize Essay. By William Hargreaves, M. D. 366pp., with colored plates of the Stomach, Lever, and Kidneys. $1 50 cts.

Our Wasted Resources. By Dr. Wm. Hargreaves. 202 pages. Giving the most valuable statistics ever published. 50 cts.

Temperance Tracts of 263 different sorts, each having 4, 8 or 12 pages, in a file case. $ 1 20 cts.

Children's Illustrated four-page Tracts of 136 different sorts. The whole set. 25 cts.

The National Temperance Advocate. A monthly newspaper. $ 1 per year.

Sewall's Stomach Plates. Eight plates, size 34 by 27 inches. Showing the effects of intoxicating liquors, from

the first inception of disease occasioned thereby to death by delirium tremens. $6 per set.

Five Steps in Drinking, size 12 by 16 inches, representing a man taking the different steps or degrees in drinking. 10 cts.

Short Fast Line Rail Road to Destruction. 10 cts.

———The above Books, Tracts, Newspapers and Pictures can be had from J. N. Stearns, Esq., National Temperance Society and Publication House, 58 Reade Street, New York City, United States, America.

Pathfinder Series of Text Books on Anatomy, Physiology, and Hygiene. With Special Reference to the Influence of Alcoholic Drinks and Narcotics on the Human System.—I. The Child's Health Primer. II. Hygiene for Young People. III. Hygienic Physiology.—Published by A. S. Barnes & Company, New York and Chicago. এই তিন খানি পুস্তক অতিশয় পরিপাটী ও সহজ ভাষায় লিখিত। এগুলি আমেরিকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক। ইহাতে দেহ-যন্ত্র সমূহের অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। ইহাদের মূল্য কত জানি না। বোধ হয়, অধিক হইবে না। প্রকাশকদিগের নিকট পাওয়া যায়।

আমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে, উপরোক্ত পুস্তকাদি অতি সুলভ, মনোহর, প্রয়োজনীয় এবং উপদেশপূর্ণ। ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে হইলে, বিদেশীয় পোষ্টকার্ডে (মূল্য ১০) কিম্বা ষ্ট্যাম্পযুক্ত এনভেলপে (মূল্য ।১০) পত্র পাঠাইতে হইবে ; এবং বিদেশীয় মনি-অর্ডার দ্বারা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সএর পরিবর্ত্তে এক্সচেঞ্জ হিসাবে টাকা, আনা, পাই

পাঠাইতে হইবে। ডলার ও সেণ্টে যত পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স হইবে, তাহার মূল্য টাকা, আনা, পাই হিসাবে ডাকঘরে জমা দিতে হইবে। দুই পাউণ্ড কিম্বা তাহার কম পাঠাইতে ।॰ আনা কমিশন লাগিবে। বিলাত ও আমেরিকার কোন্ কোন্ পুস্তকে কত ডাকমাশুল পড়িবে, তাহা না জানিয়াও অনেকস্থলে প্রথমে কেবল পুস্তকের মূল্য পাঠাইলেই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পুস্তক পাঠাইতে পারেন।

সমাপ্ত।

দ্রষ্টব্য।

যাঁহারা এই পুস্তকের ভ্রম দেখাইতে; দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন বিষয় লিখিতে; সুরাপান সম্বন্ধে অতিশয় মনোহর পুস্তক, পুস্তিকা, বক্তৃতা, সংবাদ-পত্র বা গল্প বিনামূল্যে পাঠ করিতে; মাদক-নিবারণ বিষয়ে কার্য্য করিতে; প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণ বা স্বাক্ষর করিতে; এসম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে বা জানাইতে; কিম্বা পানসম্বন্ধে কোন পুস্তকাদি রচনা, প্রকাশ, ক্রয়, বিক্রয় বা মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত স্থানে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

"বিষবৃক্ষ" খানি সংস্কৃত ও সুবৃহৎ আকারে পায়ীর অবস্থা বিজ্ঞাপক চিত্র সম্বলিত ফলের চিত্রে সুশোভিত করতঃ, এবং মাতাল, রাক্ষসী, দেবতা, প্রভৃতি চিত্রে চিত্রিত ও নানারঙ্গে সুরঞ্জিত করিয়া মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে। এতদ্ভিন্ন দশখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র সম্বলিত "মাতালের দশ দশা" নামক এক সুবৃহৎ ও সুরঞ্জিত চিত্র মুদ্রিত করিবারও ইচ্ছা আছে। প্রত্যেক চিত্রের মূল্য প্রায় ॥০ আনা হইতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে গ্রাহক হইলে, কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নাম ও ধাম আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বসাক,
১০নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট,
বিডন্‌স্কোয়ার পোষ্টাপিস,
কলিকাতা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২১	১১	ও	ও ব্যভিচারের
১২২	১৭	২৬ ৫১	২৬৫ ১১
,,	১৮	১৪৫ ৩৭	১০৪৫ ৩৭
১৩০	২	7 Palace	P[illegible]

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক নিম্নলিখিতস্থানে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণবচরণ বসাক, আর্য্যপুস্তকালয়,
১১৮নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিক্যাল
লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ রায়, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরি,
৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, হেরাল্ড প্রিণ্টিংওয়ার্কস,
৭৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়,
১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকিশোর শেট,
১০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।